মদিনা-শরীফের ইতিহাস



মৌলবী শেখ্ আবদুল জব্বার কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।



বনগ্রাম—

জাতীয় সাহিত্য প্রচারালয় হইতে প্রকাশিত।

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৩১৪ সাল।



[মূল্য ১৲ এক টাকা।



Printed by—Bipreswar Chakravarty.

ভক্তি-উপহার

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

জোনাব মুন্‌শী শেখ নেকবর সাহেবের

শ্রীকর-কমলে—

সেবক—

মুখবন্ধ।

মক্কা নগরী আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরতের জন্ম-স্থান এবং মদিনা তদীয় কর্ম্ম ও সিদ্ধিস্থল। হজরতের জন্ম ও কর্ম্মভূমির সহিত মুসলমানদের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। তজ্জন্য মক্কা ও মদিনা ইস্লাম জগতে অদ্বিতীয় তীর্থ-স্থান। এই পুণ্য তীর্থদ্বয়ের ইতিহাস জানিবার জন্য বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রেরই হৃদয়ে আগ্রহ থাকা একান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু বঙ্গভাষায় তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ না থাকায় এতদিন তাঁহাদের সে আগ্রহ মিটাইবার উপায় ছিলনা। **মক্কা-শরীফের ইতিহাস** প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহাদের একতর অভাব পূরণের প্রয়াস পাইয়াছি। করুণা-ময়ের কৃপায় সম্প্রতি **মদিনা-শরীফের ইতিহাস**ও প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহাদের অন্যতর অভাব মোচনে কতদূর সহায় হইবে, আমরা তাহা বলিতে অক্ষম।

মক্কা ও মদিনা-শরীফের ইতিহাস দুইখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইলেও একই মূল-সূত্রে আবদ্ধ, বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থের সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য আমাদিগকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সে বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটী হয় নাই। তবে আমাদের অক্ষমতা বশতঃ ইহাতে বহুল ত্রুটী পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা। আশাকরি, উদারহৃদয় পাঠকগণ তাহা স্বীয়গুণে মার্জ্জনা করিবেন। এখন পুণ্যক্ষেত্রের এই পুণ্য কাহিনী পাঠে যদি পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তিও লাভ হয়, তবেই আমাদের সকল যত্ন ও শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি—

বনগ্রাম,—
পোঃ গফরগাঁও; ময়মনসিংহ।
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল।

বিনয়াবনত—
শেখ আবদুল জব্বার।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মদিনা নিবাসী সৈয়দ নূরদ্দিন আলী বেন্নে সৈয়দ আফিফদ্দিন আবদুল্লা বেন্নে আহ্‌মদ হুসেনী সম্হুদী কৃত ইতিহাস "উফাউল উফা" বা আখ্‌বারে দারুল 'মোস্তফা এবং আরও কতিপয় ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত ও লিখিত হইয়া ছিল। উফাউল উফা ৮৮ হিজরী সালে লিখিত হয়।

পূর্ব্ব হইতেই মদিনায় ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল; কিন্তু পুস্তকাগারে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় মূল ইতিবৃত্তখানি দগ্ধীভূত হইয়া যায়। সুখের বিষয়, উহার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি অন্যত্র সংরক্ষিত ছিল। উহার অভাবে এরূপ আমূল বিবরণপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পৌরাণিক ইতিহাস জানিবার উপায়ান্তর ছিলনা।

৯৯৮ সনে মদিনার উপরোক্ত ইতিবৃত্তগুলি হইতে আমাদের অবলম্বিত ইতিহাসখানি স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হয়। উহার "জজবুল কুলুব" নামকরণ করা হয়। ১০০১ সালে জগদ্বিখ্যাত বিদ্যার প্রসূতি ক্ষেত্র দিল্লীতে ইহা পুনঃ সংস্কৃত হয়। দিল্লী নিবাসী পণ্ডিতকুলতিলক মৌলানা আবদুল হক্ সাহেব ইহার প্রণেতা। তিনি তদীয় পিতৃদেবের সহিত হজ্জ করিতে গিয়া এই বিশ্ববরেণ্য পুণ্যধামের ইতিহাসখানি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করেন। এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তিনি ধরাধামের কেলকোলাহল হইতে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার পুঞ্জীকৃত সঞ্জীবনী সুধাপানে জগদ্বাসী পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভে কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

মদীয় পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলবী আবদুল করিম সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" খানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার চিরহিতৈষী নিম্ন লিখিত সহৃদয় মহাত্মাগণের অর্থ-সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটও আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ভিন্ন যে সকল মহাত্মা আমাকে গ্রন্থ প্রকাশে সতত প্রোৎসাহিত ও সুপরামর্শ দান করিয়াছেন, তাঁহারাও আমার আন্তরিক বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন। * চিহ্নিত মহাত্মাগণ ঋণদানে সাহায্য করিয়াছেন।

হাফেজ শাহ সেরাজদ্দিন সাহেব	১০৲
মুনশী সেকান্দর মিয়া সাহেব, সতবরাডী	৭৲
এম, নওয়াব আলী খাঁ সাহেব, দিযাবর্গাও	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাকান্ত বল, উথুরী	৪৲
এম, আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, লঙ্গাবী	৩।০
মৌলবী ওয়াহেদ বখ্শ সাহেব হেড্‌মৌলবী গফরগাঁও মাদ্রাসা	২৲
* মোহাম্মদ এনায়েত উল্লা সাহেব, গফরগাঁও হাইস্কুল	৩০৲
* শ্রীযুক্ত রমাকান্ত নন্দী মহাশয়, হাতিথলা ...	২০৲
* মৌলবী হাফেজ আলী সাহেব, হেড্‌মৌলবী হুসেনপুর মাদ্রাসা	১০৲
* মোহাম্মদ জাফর আলী সাহেব, সিলাশী	১৮৲
* মুনশী আহ্‌ছান উল্লা তরফদার সাহেব, কাঁঠাল ...	১০৲
* মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন খাঁন সাহেব, দিয়ারগাঁও ...	১০৲
* মোহাম্মদ ছাবেদালী, গফরগাঁও হাইস্কুল	১০৲
* মোহাম্মদ তালেব আলী সাহেব, গফরগাঁও হাইস্কুল	১০৲
* মোহাম্মদ সুলেমান সাহেব " " ...	৫৲
* এম্ পিজিরদ্দিন আহমদ সাহেব, গফরগাঁও মাদ্রাসা	৫৲

সূচী-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

(নবম সংখ্যক মস্‌জেদ।)

পঞ্চম অধ্যায়।

(চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মস্‌জেদ সমূহের বিবরণ।)

সপ্তম অধ্যায়।

(পবিত্র কূপরাশি।)

অষ্টম অধ্যায়।

(বাকীর পূজার্হ সমাধি-সমূহ।)

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

অবতরণিকা।

একেশ্বরবাদী মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পশ্চিম আসিয়াখণ্ডে অভ্যুত্থিত। পৃথিবীর তৎকাল-প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা জনসাধারণের হস্তে যেরূপ ঘোরতর নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। লূত, ইউনুস, আয়সিয়া, হন্তনা, শোয়ব, খেজরা, নূহ, সালেহ, এহ্ইয়া, ইব্রাহীম, এলয়াস, প্রভৃতি একেশ্বরবাদী মহাত্মাগণ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে গিয়া সকলেই বিবিধ অকথ্য ও দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষ হস্তে আপনাদের দুর্লভ জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরত ঈসা অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃক চতুর্থ স্বর্গে উত্থিত হয়েন। হজরত ইব্রাহীম নমরুদ রাজার উৎপীড়নে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এয়মন দেশের নরপতির হস্তে বহুল একেশ্বরবাদী অগ্নিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইতিহাস হইতে এ রকম অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের মহিয়সী শক্তিতে কোনরূপ বিভীষিকাই তাঁহাদিগকে আপন কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে মহাত্মা ইব্রাহীম ও তদীয় বংশধর মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পৌত্তলিক ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রাগুক্ত মহোদয়ের হস্তে বহুল জড় প্রতিমা বিচূর্ণ হয়; হজরত মোহাম্মদের শিষ্যেরাও প্রতিমার প্রতি বিষম বৈরভাব প্রদর্শন করেন। তাঁহারা মনে করিতেন, অনন্ত জগদ্ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ও বাক্যমনের অতীত পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বস্তু কল্পনা করা মহাপাপ। সেই মহাপাপের কবল হইতে পৃথিবীবাসী নর নারীকে পরিত্রাণ করিবার জন্ত তাঁহারা

কোনরূপ বিপদকেই ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেন নাই। পুরাকালে ভারতে দেব-বংশ এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, একেশ্বরবাদমন্ত্রে দীক্ষিত মুসলমানগণের পদার্পণ না ঘটিলে এত দিনে বোধ হয় ভারতের নিত্য বর্দ্ধমান দেবতাকুল ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও প্রায় এরূপ উক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অসাধারণ মনোবলসম্পন্ন ঈশ্বর-প্রেমিক মহাপুরুষগণের রীতি এই যে, তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন, লোকের অপ্রীতিকর হইবে জানিয়াও তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতে ভীত হন না। তাঁহারা নিজেদের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই জগতের হিত-সাধনে ব্যাপৃত হন। বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ দৌত্য সম্পাদনার্থেই তাঁহারা অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং আপনাদের সাধ্যমতে সেই দৌত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করেন। সমসাময়িক লোকে তাঁহাদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় জানা যায় যে, সমকালবর্ত্তী লোক সাধারণের নিকট তাঁহারা হতাদৃত হইলেও তাহাদের উত্তর পুরুষেরা উক্ত মহাপুরুষগণের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। হজরতের জীবনকালে সমগ্র আরব তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথিবী হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইতে না হইতেই সমগ্র আরব আবার তাঁহার নবধর্ম্মের মহামন্ত্রে মুগ্ধ ও দীক্ষিত হইয়া পড়ে!

মহামতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাব-সময়ে আরবদেশে ঘোরতর অজ্ঞানতমসা বিরাজ করিতেছিল। তদ্দেশ-বাসীরা তখন একতা কাহাকে বলিত, তাহা আদৌ পরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর নিরন্তর বাদ বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিত। লুণ্ঠন ও হত্যা-কার্য্যই তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। নারীজাতিকে তাহারা পণ্যদ্রব্যের মত মনে করিত। কোন কোন সম্প্রদায়ে

বালিকা হননেরও ব্যবস্থা ছিল এবং সম্প্রদায় বিশেষে বালিকাগণকে জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করা হইত। ফলতঃ তাহাদের হস্তে রমণী জাতির দুরবস্থায় একশেষ হইত। দাসদাসীগণ নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত হইত। অসংখ্য উপাস্য দেবতার হস্তে তাহারা ক্রীড়নকতুল্য ছিল। কষ্ঠাদি জড়পিণ্ড তাহাদের নিকট উপাস্যরূপে আচরিত হইত। এক কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ১৫ শত দেবতা বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহারা নৈতিক চরিত্রের যেমন কোন ধার ধারিত না, তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনও তেমন অতিশয় দুর্দ্দশাসম্পন্ন ছিল। তাহারা পৌত্তলিকতার ঘোরপঙ্কে আকর্ণ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। হজরত ইব্রাহীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাবা-মন্দির পর্য্যন্ত তাহাদের উপাস্য দেবতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। বলিতে কি, আরবের মত দুরবস্থাপন্ন দেশ তখন অতি অল্পই ছিল।

এই দুঃসময়েই মক্কা-নগরীর কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার কোন সুযোগ ঘটে নাই—তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করিতেও পারেন নাই। ছোটকাল হইতেই তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইতেন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার 'প্রেরিতত্ব' (ধর্ম্মজীবন) লাভ হয়। তারপর হইতে তিনি 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়' এই মহামন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন। "ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমি এইমত প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি" ইহা তিনি প্রথমতঃ স্বীয় সহধর্ম্মিণী বিবী খোদায়জার নিকটেই প্রকাশ করেন। বিবী খোদায়জাই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার উক্ত মতানুবর্ত্তিনী হয়েন। স্বল্প দিনের মধ্যে হজরত আলী ও আবুবাক্কর এবং আর কতিপয় ব্যক্তিও হজরতের এই নূতন মত গ্রহণ করেন। অতঃপর হজরত প্রকাশ্যভাবেই আপনার ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী হয়েন। কাবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন,—"হে বন্ধুগণ!

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই। আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ করেন এবং কোরান নামক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। তোমরা অন্তিম দিবসের (কেয়ামতের) বিচারের ভয় কর। সেই দিবস কাহারও নিস্তার নাই এবং প্রত্যেক পাপ পুণ্যের বিচার হইবে। পুণ্যাত্মা অনন্তকাল স্বর্গে ও পাপাত্মা অনন্তকাল নরকে বাস করিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তোমরা অসার জড় প্রতিমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিও না।" এইরূপ অপরূপ কথা মক্কাবাসিগণ আর কখনও শুনে নাই; সুতরাং তাহারা এই সকল বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র চমকিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। চিরপোষিত মত ভ্রান্ত হইলেও তাহা কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। মক্কাবাসীরাও আপনাদের ভ্রান্ত মতের বিপরীত কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা হজরতকে দেবগণের নিন্দাবাদে বিরত হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাহাদের নিষেধ বাক্যে হজরত কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া কোরাইশীগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন ও পরে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার প্রতি তাহাদের উৎপীড়নের কোন সীমাই ছিলনা। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তদীয় সহচরগণ দশ বৎসর যাবৎ যেরূপ অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিয়াছেন, জগতের আর কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককেই সেরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় নাই। এ সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অপরদিকে কঠোর দারিদ্র্যের ঘোরতর নিষ্পেষণে তিনি নিষ্পিষ্ট হইতে ছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি অকুতোভয়ে সমস্ত বিঘ্ন মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে পাঠকগণ কতকটা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। একদিন তদীয় কন্যা বিবী ফাতেমা দেবী তাঁহাকে বলিলেন,—

"বাবাজান! আজ তিন দিন পর্য্যন্ত আমরা উপবাসী আছি।" ইহার উত্তরে হজরত বিবী ফাতেমাকে বলিলেন,—"প্রাণাধিকে! আমি আজ চারি দিন যাবৎ অনাহারে আছি।" তাঁহার দুর্দ্দশার বর্ণনায় লেখনী অপারগ। একমাত্র জগদীশ্বরের নামামৃত ভিন্ন তখন তাঁহাদের জীবনরক্ষার অন্য সম্বল ছিল না। দারিদ্রতার কঠোর নির্য্যাতন, অপমানের তীব্র শৈল্য এবং অরাতিকুলের নির্ম্মম অত্যাচার তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে পারে নাই। বীরহৃদয় মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বংসহা বসুমতীর মত ঈশ্বরের ভরসার উপর নির্ভর করিয়া সমস্তই অকাতরে ও নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু হজরত যতই কেন উপদেশ দান করুন না, কিছুতেই মূর্খ আরববাসিগণ সৎ পথ অবলম্বন করিল না। কোরাইশীগণ হজরতের প্রাণ বিনাশার্থ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদা হজরত উমর ফারুক (রাঃ) হজরত মোহাম্মদের বধ সাধনার্থে শাণিত অস্ত্র হস্তে গমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি হজরতের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে হজরত উমর ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং ভগ্নীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অপরিসীম দুর্দ্দশা করিবার পর তাঁহাদের গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রহৃত দম্পতী অশেষ যাতনা ভোগের অবস্থাতেও রজনীযোগে ভক্তিভরে কোরান-শরীফ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে পবিত্র কোরানের মধুর আবৃত্তি শুনিয়া সহসা কঠোর হৃদয় উমরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার দিব্যচক্ষুঃ খুলিয়া গেল। কে যেন হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" দয়াময়ের অপার কৌশলে উমরের কুলিশকঠিন হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল;—তিনি ত্বরিতবেগে হজরতের উদ্দেশে প্রধাবিত

হইলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হজরতের সহচরেরা আতঙ্কিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, অশেষ গুণাধার উমর আসিয়া হজরতের চরণে প্রণত হইলেন এবং "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার বিশ্বাস পরিব্যক্ত করিলেন। উমরের মত পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্বরাত্রে হজরত বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সহসা উমরের এই অবস্থান্তর লাভ। ধর্ম্মজগতে এরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয় বিরল নহে।

যে যতই বিরোধ করুক না কেন, দিন দিন হজরতের দলপুষ্টি হইতেছিল। তাহা দেখিয়া শত্রুপক্ষও অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। কত শত্রু কতরূপে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হজরতের এক প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক (হিন্দা) তাঁহার গন্তব্য পথে কণ্টক আরোপিত করিয়া রাখিত; কিন্তু বিধাতার কৃপায় তাহাতে হজরতের কোনই ক্ষতি সাধিত হয় নাই। বিরোধ পরিহারের উপায় থাকিলে হজরত কখনও বিবাদে রত হইতেন না এবং আপনার সহচরদিগকেও বিরোধ করিতে দিতেন না। বরং তিনি তাহাদের মন পরিবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেন। ক্রমে পৌত্তলিকদের অত্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, মক্কাধাম পরিত্যাগ করিয়া হজরতকে স্বল্প সংখ্যক অনুচরসহ মদিনায় প্রস্থান করিতে হইল। (এই সময় হইতেই মুসলমানদের হিজরী সনের গণনারম্ভ হয়।) শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কিন্তু জগদীশ্বর যাঁহাদের সহায়, বিপক্ষের সকল চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ না হইয়াই পারে না।

হজরত মদিনায় উপনীত হইলে মদিনা বাসীরা তাঁহার মতা-বলম্বী হইল। কিন্তু কোরাইশীয়গণ তখনও তাঁহার প্রতি শত্রু-ভাব পরিত্যাগ করে নাই। হজরতের মতাবলম্বনকারী মক্কা-

বাসীরাও অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিলেন। দশ বৎসর যাবৎ অশেষবিধ অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিয়া হজরত শান্তভাবেই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া হজরত বুঝিতে পারিলেন যে, আরবের দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য লোক-দিগকে কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা সুপথে আনয়ন করা অসম্ভব, কিছু বল প্রয়োগেরও প্রয়োজন। তিনি অনুচরদিগের নিকট এতদর্থে স্বীয় মনোভাব বিবৃত করিলে সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় হইতেই ধর্ম্ম যুদ্ধের সূচনা। দুই একটি যুদ্ধে পরাভূত হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই মোহাম্মদীয় পক্ষ বিজয়শ্রীলাভ করিলেন। তাহার ফলে অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। আরববাসীরা এত কাল নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিতে ছিল। এখন তাহারা মুসলমান হইয়া একে অন্যকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ক্রমে মুসলমানদের দলবৃদ্ধিও হইতে লাগিল।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইলে হজরত আবুবাক্কর, উমর, উস্‌মান এবং আলী ক্রমান্বয়ে মোহাম্মদীয় মণ্ডলীর নেতৃত্ব লাভ করেন। হজরত আবুবাক্কর ও উমর ঋষিতুল্য সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। বিলাস-ব্যসন কখন তাঁহাদের ত্রিসীমায় পঁহুছিতে পারিত না। মস্‌জেদের সোপান ও তরুতল হজরত উমরের আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহাদের শিক্ষায়, তাঁহাদের দীক্ষায় মোহাম্মদীয়গণ এত উন্নত ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ৪৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মহাত্মা শাক্যসিংহ মৃত্যু কালে পাঁচ সহস্রের অধিক বৌদ্ধ দেখিয়া যাইতে সক্ষম হন নই; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর স্বর্গারোহণের অব্যবহিত

পরেই হজরত আবুবাকর ৩৫ সহস্র মুসলমান সৈন্য সিরিয়া দেশ জয় করিতে পাঠাইয়া ছিলেন! ইস্লামধর্ম্ম কিরূপ ক্ষিপ্র গতিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে। মুসলমানদের পরাক্রম প্রভাবে ও পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব-রুস রাজ্য শীঘ্র অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে এবং পারস্যের বিপুল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়! মুসলমানদের পূর্ব্বগৌরব কাহিনী স্মৃতিপথে আরুঢ় হইলে হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হায়! আজ কোথায় সেই মুসলমান, আর কোথায় সেই মুসলমান সাম্রাজ্য?

আরবীয়দের মত মূসায়ী, ঈসায়ী ও পার্সীরাও পৌত্তলিক ছিল। হজরত মূসার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মূসায়ী, হজরত ঈসার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঈসায়ী এবং পার্সীদিগকে অগ্নিপূজক বলা হয়। পবিত্র কোরান-শরীফে উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বর্গীয় দূত জেব্রীল কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, মূসায়ী ও ঈসায়ীদের ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লি-আছে; কিন্তু ইহুদীগণ ও খৃষ্টিয়ানেরা দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের এবং তত্তদংশের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকগণ তাহাদের দুর্ব্বল ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ইস্লাম ধর্ম্মের শান্তিচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দাস্য ও সখ্য ভাবের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবস, অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরক ভোগের কথাতে মূসায়ী, ঈসায়ী ও মুসলমানদের একই রূপ বিশ্বাস। তৎসম্বন্ধে কাহারও মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না। কোরান-শরীফে যেমন ভয় প্রদর্শন আছে, তেমনই জগদীশ্বরের

ক্ষমাশীলতা ও দয়াশীলতার বর্ণনাও আছে। হিন্দুর পৌরাণিক স্বর্গেও মুসলমানদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সাধকগণ পৌরাণিক স্বর্গের বাসনা না করিয়া যেমন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকেরই আকাঙ্ক্ষা করেন, উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সাধুগণও তেমন স্বর্গসুখ উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। হিন্দু ও খৃষ্টিয় ধর্ম্মের মত মুসলমান ধর্ম্ম খুঁটি নাটি দ্বারা পঙ্কিল হইতে পারে নাই। প্রকৃত বলিতে গেলে, মুসলমান ধর্ম্মই জগতে একমাত্র প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম।

মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতি অতি সহজ। উহাতে বাহ্য আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তঃশুদ্ধির গৌরবই অধিক। সাম্য-বাদের এমন পোষক ধর্ম্ম জগতে দ্বিতীয়টি নাই। মুসলমান ধর্ম্মের সাম্যবাদ-প্রভাবেই কোটি কোটি মানবমণ্ডলী স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তরবারি বলে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। মুসলমানদের শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকাতেই পরধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কোরান-শরীফের নিম্নোদ্ধৃত উপদেশাবলী আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকগণ দেখিবেন, মুসলমান ধর্ম্ম এমন নির্ম্মল ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়াই স্বল্পকাল মধ্যে জগতে উহার এরূপ বিস্ময়কর বিস্তার লাভ ঘটিতে পারিয়াছিল।

১—ধনবানকে অনুরোধ করিয়া দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে, অনুরোধকারী পুণ্যভাগী হয়। ২—সত্য কথা বক্রভাবে বলিওনা বা তাহার কোন অংশ গোপন করিও না। ৩—যে কুকর্ম্ম করিবে, তাহার শাস্তির লাঘব হইবে না। ৪—কাহারও প্রতি বিশ্বাস বা ভক্তি হইলে, তাহার গুণানুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিও না; যতদূর সত্য তাহাই বলিও। ৫—ঈশ্বর কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট। তাঁহার কোন সাহায্যকারীর আবশ্যকতা নাই। ৬—

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, পরাক্রান্ত, নিপুণ, ক্ষমাশীল ও দাতা এবং দয়ালু। ৭—বিবাহবন্ধন ও ক্রয় বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা পূর্ণ করিও। ৮—সত্যবিষয়ে শত্রু মিত্র তুল্য। ৯—ঈশ্বর ন্যায়বান্ দিগকে প্রেম করেন; অত্যাচারী সম্প্রদায়কে ভালবাসেন না। ১০—সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া করিও না। ১১—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা আছে, তাহা ঈশ্বরের। ১২—ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য পরকাল কল্যাণের আলয়। ১৩—তত্ত্ববাহক মনুষ্য ভিন্ন নহে। তাঁহার দ্বারা কোন অসাধ্য কার্য্য হইতে পারে না। চক্ষুষ্মান্ ও সাধারণ মনুষ্যে যে প্রভেদ, তাঁহাতে ও সাধারণ মনুষ্যে সেই প্রভেদ। ১৪—যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে ক্রীড়া ও আমোদস্বরূপ করিয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। ১৫—জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের নিদর্শন সকল রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, জীবন ও মৃত্যুতে, আলোকে ও অন্ধকারে, বৃক্ষপত্রে ও ফলে ঈশ্বরের উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে। ১৬—নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হইও না। ১৭—ন্যায়ানুসারে তুল পরিমাণ পূর্ণ করিও। ১৮—প্রকৃত ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ১৯—নিষিদ্ধ কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিও না। ২০—উপাসনার সময় বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিও। ২১—মূর্খ লোকেরা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হয়না; যে পর্য্যন্ত সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দেখিতে না পায়, সেপর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেনা। ২২—পরমেশ্বর দয়ালের মধ্যে মহা দয়ালু। ২৩—যেব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাহাকেও ক্ষমা করিও; বৈধ বিষয়ে আদেশ করিও। নীচ অজ্ঞানদের সঙ্গে বিবাদ করিও না। ২৪—ঈশ্বরের পূজা না করিলে হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। ২৫—সহিষ্ণু হও, ঈশ্বর সহিষ্ণুদের সঙ্গে আছেন। ২৬—লুণ্ঠনের জন্য জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিবে না। ২৭—যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের পথে ব্যয় করে না, তাহাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি রহিয়াছে। ২৮—ঈশ্বর নির্ম্মলদিগকে প্রেম করেন। ২৯—সরল পথে চলিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ৩০—ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর অপেক্ষা পরাক্রান্ত এক ঈশ্বর কি ভাল নয়? ৩১—যেব্যক্তি

ধর্ম্মভীরু হয়, ধৈর্য্য ধারণ করে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির পুরস্কার বিনষ্ট করেন না। ৩২—প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে জীবজন্তু সকলের ও মনুষ্য দেহের ছায়া ভূমিতলে পতিত হয়; উহা ঈশ্বরোদ্দেশে নমস্কার স্বরূপ। ৩৩—আত্মাভিমানের ন্যায় গভীর অন্ধকার আর নাই। ৩৪—লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, অহঙ্কার এই গুলি নরকের দ্বার। ৩৫—বহিঃরাজ্যের নদীর ন্যায় অন্তর রাজ্যে আশক্তি, বিষাদ, লোভ প্রভৃতি নদী আছে। নির্ভর নৌকায় আরোহণ করিলে আশক্তি-নদী, সন্তোষ তরণীদ্বারা, বিষাদ-নদী এবং ধৈর্য্য পোতে লোভ নদী পার হওয়া যায়। ৩৬—ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার বিশুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় নির্ম্মল হওয়া উচিত। ৩৭—দাস, প্রভুর জন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। ধূমে ও উত্তাপে কষ্ট পায়, প্রভুর উচিত যে তাহাকে লইয়া একত্রে বসিয়া ভোজন করেন। ৩৮—ধার্ম্মিকের অন্তঃকরণ বিশ্বাসেতে বিশ্রাম প্রাপ্ত। ৩৯—অপব্যয় করিও না। অপব্যয়ীগণ শয়তানের ভ্রাতা। একটি যব কণিকাও অনর্থক ব্যয়িত হইলে অপব্যয় হয়। ৪০—চিকিৎসক যেমন কাহারও প্রতি উষ্ণতা ও কাহারও প্রতি শীতলতার ব্যবস্থা করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বরও কাহাকে ধন দান করেন এবং কাহাকে দারিদ্রাবস্থায় রাখেন। ৪১—মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। অঙ্গীকারপূর্ণ করিও। ৪২—সমুদয় পদার্থই ছায়া দ্বারা পরমেশ্বরের নিকট প্রণত হয়। ৪৩—কেহ কঠোবাচরণ করিলে কোমল বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা উচিত। ৪৪—কুৎসা ও যাদু করিও না এবং সাধ্বী নারীদিগকে অপবাদ দিওনা। ৪৫—ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সম্পদ ও বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ৪৬—পরমেশ্বর বিবিধ ব্যবস্থা দ্বারা তোমাদিগকে আটিয়া ধরেন নাই, এবং শক্তির অতীত ভার বহনে তোমাদিগকে নিযুক্ত করেন নাই। ৪৭—ধর্ম্ম-যুদ্ধ দুই প্রকার :—এক ঈশ্বর দ্রোহিদের সঙ্গে সংগ্রাম, অন্যটি কু-প্রবৃত্তিদের সহিত যুদ্ধ। শেষোক্ত সংগ্রাম হইতে কখনও নিবৃত্তি হইবেনা। ৪৮—দয়া ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীদের অপরাধ ভুলিয়া যাও। অত্যাচারকে উপকার দ্বারা দূর কর।

৪৯—বিপদরূপ পরীক্ষা দ্বারা আক্রান্ত না হইলে ধর্ম্মবল প্রকৃত-রূপে উপার্জ্জিত হয় না। ৫০—উপাসনা—দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে নিবারণ করে। ৫১—ঈশ্বর বিলাসী ও অভিমানীকে প্রেম করেন না। ৫২—পরমেশ্বর পাপ ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা ও মহিমান্বিত। ৫৩—সেই ঈশ্বর—যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অবস্থানভূমি ও আকাশকে স্তম্ভস্বরূপ করিয়াছেন। তোমাদিগকে আকৃতিবদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা দান করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই তোমাদের পালক। তিনিই বাঁচান ও মারেন। ৫৪—তোমরা চন্দ্র সূর্য্যকে প্রণাম করিও না। যিনি উহাদের সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁহাকে প্রণাম কর। ৫৫—ঈশ্বর তোমাদের প্রাণের শিরাপেক্ষাও নিকটবর্ত্তী। ৫৬—হে বিশ্বাসী লোক সকল! তোমাদের ধন সম্পত্তি ও স্ত্রী সন্তানাদি যেন তোমাদিগকে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ হইতে শিথিল না করে। ৫৭—কলঙ্ক ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত না হইলে এবং দেবচরিত্র লাভ করিতে না পারিলে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করা যায় না। ৫৮—ঈশ্বর একমাত্র, নিষ্কাম, জাত নহেন, মনুষ্যবৎ কাহারও জন্মদাতা নহেন! তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

এই স্বর্গীয় কোরান শরীফ এতাদৃশ মহামূল্য অমৃতময় হিতোপদেশে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক কোরানের ধর্ম্ম অতি জীবন্ত সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রচারার্থ মুসলমান এবং বৌদ্ধগণ কোনও অত্যাচার করেন নাই। খৃষ্টিয়ানগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অল্প অত্যাচার করে নাই। শান্তি পরায়ণ হিন্দুগণও যে বৌদ্ধদেব প্রতি সামান্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এখন সাম্যবাদী স্বাধীন মতেরই সর্ব্বত্র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পরমেশ্বর সেই সত্যযুগ পৃথিবীতে আনয়ন করুন—যাহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ মত বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে একই ঈশ্বরের সমান স্বত্বাধিকারী প্রজা বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবে। আমীন!

মদিনা-শরীফের ইতিহাস



প্রথম অধ্যায়।



মদিনার নামাবলী।

প্রথম—তায়া (অপবিত্র হইতে পবিত্র)।

দ্বিতীয়—তায়বা (সবল ও স্নিগ্ধ বায়ু বিশিষ্ট)।

তৃতীয়—তাইয়েবা (পবিত্র)।

চতুর্থ—তায়েবা (সর্ব্বোত্তমাধার)।

পঞ্চম—হাসানা (সৌন্দর্য্যময়ী)।

ষষ্ঠ—খাইয়েবা ও খীরা (ঐহিক-পারত্রিক আনুকূল্য ও সৌভাগ্যশালিনী)।

সপ্তম—শাফিয়া (আরোগ্যকারিণী)।

অষ্টম—আসেমা (নিরাপদ নগরী)।

নবম—গুল্‌বা (প্রভুত্বকারিণী)। *

দশম—ফাজেহা (কপটাচারী ও দুষ্ট লোকের গোপন থাকিবার বিপরীত স্থান)।

---

* এই নাম পূর্ব্বে বর্ব্বর যুগেও ছিল।

একাদশ—মুমেনা (একেশ্বরবাদ-বিশ্বাস প্রভৃতি)।

দ্বাদশ—মোবারকা (সৌভাগ্যকারিণী এবং মঙ্গলদায়িনী)।

ত্রয়োদশ—মাহ্‌বোরা (সত্বর ফল প্রসবিণী)।

চতুর্দ্দশ—মাহ্‌ভোসা, মাহ্‌ফূজা, মাহ্‌ফুকা (ইহাদের অর্থ পূর্ব্ব নামের প্রায় অনুরূপ)।

পঞ্চদশ—মার্‌হুমা ও মার্‌জোফা (অনুগ্রহশীলা)। *

ষোড়শ—মাস্‌কিনা (পবিত্র দীনাভূমি)। †

সপ্তদশ—মোসল্লেমাতুন (আন্তরিক অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসযুক্তা এবং শুদ্ধাচারিণী)।

অষ্টাদশ—মোতাইয়েবা ও মোকাদ্দসা (পবিত্র ও পবিত্রতা প্রসূ)।

ঊনবিংশ—মাকার (ঈশ্বরের সমীপে প্রসাদাদি ও সম্মান প্রাপ্ত)।

বিংশ—নাজ্জেয়া (বিমুক্তকারিণী)।

একবিংশ—মদিনা (সুউচ্চ ও মাহাত্মময়ী নগরী)। §

মদিনা নগরীর প্রায় শত সংখ্যক নাম আছে। সেসব এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

---

* "মারহুমা" নামটি ভাববাদী হজরত মূসার তৌরিত কিতাবানুযায়ী হইয়াছিল।

† হজরত প্রার্থনা করিতেন,—"পরমেশ্বর আমার। আমাকে দীনভাবে জীবিত রাখ এবং দীন দরিদ্রের সহিত মৃত্যু দেও। পরকালে দীন দরিদ্রের সহিত হাশর (পরকাল) করাইও।"

§ "মদিনা" শব্দের প্রকৃত অর্থ নগরী, কিন্তু এখানে মদিনা বলিলে কেবল হজরতের বর্ষ্ম ও মৃত্যুভূমিকেই বুঝাইয়া থাকে।

মদিনা-নগরী।

অনন্ত লীলা-নিকেতন নগর-জননী পুণ্যভূমি মক্কানগরীর নিম্ন স্তরেই মহানগরী মদিনার উচ্চ আসন। মক্কায় মোস্লেম-জগতের কর্ণধার হজরতের জন্ম, যৌবন ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্তি এবং মদিনায় তাঁহার প্রেরিতত্ব ও যৌবন লাভ হয়। ইহা ইস্লামের বিস্তার ক্ষেত্রও বটে। মদিনানগরীই ইস্লামের কেন্দ্র স্থান ও হজরতের কর্ম্ম-ভূমি। এই মহানগরীতেই ঈশ্বরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সর্ব্ববিধ গূঢ়তত্ত্ব ও অনুগ্রহ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হজরতের তিরোধান ও সমাধি স্থান বলিয়া মোস্লেম-জগতে মদিনার মাহাত্ম্য অপরিসীম।

মহানগরী মদিনা হজরতের অতি প্রিয়তম কর্ম্ম-ক্ষেত্র। তিনি কোনও স্থান হইতে এই নগরীর দিকে প্রত্যাগমনকালে স্বীয় বাহনকে অধিকতর দ্রুতবেগে পরিচালনা করিতেন এবং মহাহর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বীয় স্কন্ধদেশ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র উড্ডীয়মান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলে উহার ধূলা বালি লাগিলে পরিষ্কার করিতেন না এবং কাহারও মুখে এই পবিত্র নগরীর ধূলি কণা দেখিলে উহা পরিষ্কার করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন—"এই ধূলি-রাশি তোমাদের নিরাময় থাকিবার মহৌষধি বিশেষ।"

হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে,—"হজরত প্রথম মদিনাবাসী-দিগের, তৎপর মক্কানিবাসিগণের এবং অবশেষে অন্যান্য নগর-বাসীদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।"

হজরত ইমাম মালেক (রাঃ) জীবনে একবার মাত্র হজব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। মদিনায় মৃত্যু হইবেনা ভয়ে তিনি

পুনশ্চ আর হজরতে অগ্রসর হন নাই; পবিত্র মদিনাতে অবস্থিতি করিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

হাদীসে উক্ত আছে,—“মদিনানগরী লোকের পাপ-কালিমা বিদূরিত করিয়া দেয়। রেতে যেমন লৌহের ময়লা দূর করে, ইহাও তেমন মানবের সর্ব্বপ্রকার কলুষরাশি দূর করিয়া থাকে।” সুতরাং ইমাম কেবল স্বীয় কর্ত্তব্য (ফর্‌জ) সমাধা করিয়াছিলেন মাত্র।

‘সহীহ্‌ বোখারী’ নামক বিরাট হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, —“মদিনা অতি পবিত্র স্থান; ইহা পাপীদিগের পাপ-কলঙ্ক বিধৌত করিয়া দেয়। যেমন অগ্নিতে স্বর্ণের ময়লা পরিষ্কৃত হয় ইহার সংস্রবেও তেমন মনের পাপ-কালিমা ঘুচিয়া যায়।”

পুরাকালে মদিনায় ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া ও বিবিধ রোগেব অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তজ্জন্য ভিন্ন নগরবাসীদিগকে এই নগরীতে প্রবেশ করিতে হইলে মদিনার অনতিদূরে “ছনিতুল ভেদাআ” নামক স্থানে উপনীত হইয়া দশবার গর্দ্দভের শব্দ করিতে হইত। কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে সে না কি নিজেই নিজের মাথার উপর বিপদ আহ্বান করিত। তৎকালে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু হজরতের পদার্পণের পর তথা হইতে ইহা রহিত হইয়া যায়।

মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দর্জ্জাল নামক যে সংসারগ্রাসী এক ভীষণ রাক্ষসের আবির্ভাব হইবে, মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয় তাহার অত্যাচার-কবল হইতে নিরাপদ থাকিবে। সে সময় স্বর্গীয় দূতগণ নগরীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিবেন।

মদিনানগরীর ফলাদিতে এবং সাইব ও বত্হান নামক স্থানদ্বয়ের মৃত্তিকায় রোগ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

মহাত্মা মোজাদ্দাদাইন ফিরুজাবাদী বলেন,—"আমি মদিনার মৃত্তিকা-মাহাত্ম্য নিজে পরীক্ষা করিয়াছি। আমার জনৈক দাস বৎসরকাল জ্বর রোগে ভোগিতেছিল, অনেক ঔষধেও তাহার কিছু উপকার হয় নাই। কিন্তু উক্ত স্থানের (সাইব কিম্বা বত্হানের) কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা জলে গুলিয়া রোগীকে পান করাইলে সেই দিবসই সে আরোগ্য লাভ করে।"

মূল ইতিহাস লেখক বলেন,—"আমি স্বয়ং উপরোক্ত ফল লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। মদিনা অবস্থিতিকালে আমার পায় জলের সঞ্চার হয়। হাকিমগণ চিকিৎসায় অপারগ হইলে আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই পবিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। ঈশ্বরের অনুকম্পায় অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বিষম পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

আমাদের পূজ্যতম হজরত পবিত্র হস্তে যে খর্জ্জূর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, উহার সাতটি খোর্ম্মা ভক্ষণ করিলে বিষ বা যাদু ফলে পরিণত হয়।

মহানগরী মদিনা অনন্ত খর্জ্জূর বৃক্ষের অভূতপূর্ব্ব শোভায় বিভূষিত। তত্রত্য বিবিধ খর্জ্জূর বৃক্ষের সংখ্যা নির্ণয় অতি কঠিন ব্যাপার। 'তারিখে কবীর নামক বিরাট ইতিহাসের গ্রন্থকার বলেন,—"আমি গণনায় ১৩৯ রকমের খর্জ্জূর-বৃক্ষ নিরূপিত করিয়াছিলাম।"

মহাত্মা ইমাম নূদী (রাঃ) বলেন,—"সপ্ত প্রকার খর্জ্জূর বৃক্ষ হইতে মদিনায় এই অসংখ্য জাতীয় খর্জ্জূর-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।"

এই মহানগরীতেই হজরতের পবিত্র সমাধি-সৌধ ও মস্‌জেদেনবভী এবং মস্‌জেদে কোব্বা নামক সনাতন ইস্লাম ধর্ম্মের প্রথম মস্‌জেদ বিরাজমান। এই মস্‌জেদে কোব্বা ইস্লামের ভিত্তি-মূল। মিম্বর ও হজরতের সমাধি-সৌধের সন্নিকটে স্বর্গীয় উদ্যান শোভমান। স্বর্গের উহুদ গিরি ও বাকীমাঠ এই নগরীতেই বর্ত্তমান। হজরতের সহচর,—অনুচর ও শহীদ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত) হজরত আমীর হামজা প্রভৃতি মনস্বিগণ এই মহানগরীতেই অনন্ত শয্যায় চিরশায়িত রহিয়াছেন।

মদিনার আদিম অধিবাসী।

হজরতের বিশ্বস্ত সহচর বন্ধু মহানুভব আব্বাছ (রা,) প্রমুখাৎ ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণ নিম্নলিখিত ঘটনাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। হজরত নূহ্‌ (আঃ) এর [illegible]নের সময় ন্ধশুদ্ধ ৮০ জন মাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসী তদীয় জাহাজে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অশীতি জনের বংশধরগণ হইতে প্রকাণ্ড সমাজ গঠিত হয়। তাঁহারা সকলে একত্রীভূত হইয়া নমরুদকে রাজা করে, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনশ্চ ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে ৭০টী ভাষার সৃষ্টি হয়।

এই সময় হজরত নূহের পুত্র শাম ঈশ্বর-সঙ্কেতে আরবী ভাষার সৃষ্টি করেন এবং পবিত্র মদিনায় বাস করিতে থাকেন। ইঁহারাই মদিনায় খর্জ্জূর-বৃক্ষ রোপণ করেন এবং আমালেকা

সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সিরিয়া ও মেসর পর্য্যন্ত ইঁহাদের কুক্ষিগত হয়।

আরকাম বেন্নে আবি আরকাম হেজ্জাজ প্রদেশের রাজা হন। ইহাদের জীবনকাল এত দীর্ঘ হইয়াছিল যে, ৪০০ বৎসরের কমে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাহাকেও দুঃখে বা কষ্টে রোদন করিতেও দেখা যায় নাই। আমালেকাগণের পর ইহুদিগণ * এ স্থানে বসতি করে।

মতান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"হজরত মূসা (আঃ) হজ্ব করিতে আসিবার কালে ইস্‌রাইল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। হজ্বব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তাঁহারা মদিনানগরীর পার্শ্ব দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে এই মদিনায় অবস্থিতি করিয়া সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ও তথায় সমাধিস্থ হইবেন, এই দলস্থ সকলেই তাহা তৌরিত গ্রন্থে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। পরামর্শ স্থির করিয়া একদল লোক হজরত মূসার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লালসায় এই পবিত্র স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত মাহেন্দ্রযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন। হেজ্জাজ প্রদেশীয় এক দল এরাকী সম্প্রদায়ও তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সংকল্পে দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে।

* ইহুদিগণ ভাববাদী হজরত মূসার মতাবলম্বী; তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "তৌরিত"।

হজরত ইসার শিষ্য সম্প্রদায় খৃষ্টিয়ানদিগকে ইসায়ী বলা হয়। ইহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ "ইঞ্জিল"।

এবে্ন জুবায়াল তাঁহার ছন্দ গ্রন্থে আরওয়া বেন্নে জজবীর হইতে বর্ণনা করেন, "আমালেকাগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে মক্কা, মদিনা ও হেজাজ প্রভৃতি প্রদেশ তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়।" এই সময় তাহারা স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। এই সময় হজরত মূসাও পাপাত্মা ফের্-আউনকে দলবল সহ নীল নদীর জলে ডুবাইয়া সিরিয়া বিজয়ের জন্য আমালেকা সম্প্রদায়কে বিধ্বস্ত করিতে এক প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করেন। হজরত মূসা সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করেন, "স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবে না; অবশিষ্ট একটীকেও জীবিত রাখিও না"।

ঈশ্বরের অপার করুণায় হজরত মূসার প্রেরিত সৈন্য-দল জয় মাল্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। হজরত মূসার আদেশমতে রাজা আরকাম্ বেন্নে আবিল আরকাম্ সহ সমুদয় লোককে হত্যা করা হয়। কিন্তু আরকামের বংশধর একটী যুবক সৌন্দর্য্য সম্ভারে অতুলনীয় ছিল। সেনাধ্যক্ষ মানব সুলভ স্নেহ-পরবশ হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন না। এই সুন্দর যুবকের জীবন রক্ষার উপায় বিধানার্থ হজরত মূসার সমীপে লোক প্রেরিত হয়; কিন্তু প্রেরিত লোক পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন।

অতঃপর ইস্রাইল সম্প্রদায় বিজয়ী সৈন্যগণের প্রত্যাগমন সংবাদে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল। পরস্পর সাদর সম্ভাষণ হইলে সৈন্যদল বলিল, "হজরতের আদেশ মতই আমরা কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই সুন্দর যুবককে বধ না করিয়া হজরতের সমীপে নূতন আদেশ প্রার্থনা

করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে ইস্রাইলগণ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমরা প্রেরিত পুরুষের আদেশের অন্যথাচরণ করিয়াছ, এই ব্যক্তিও উহাদের সহিত সমান অপরাধী ছিল। ইহাকে কেন তাহাদের সহিত হত্যা কর নাই? আমাদের মধ্যে তোমাদের আর স্থান হইবে না।"

তখন সৈন্যদল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অবশেষে স্থির করিল,—"চল, আমরা হেজাজে গিয়া বাস করিতে থাকি। তদপেক্ষা আর কোথাও উত্তম স্থান পাইব না।" ইহারাই হেজাজের ইহুদী সম্প্রদায়।

এব্নে জুবালা আরও বলেন,—তব্‌কী বলিয়াছেন, দুরাত্মা রাজা বখ্‌তেনসর * যখন সিরিয়া দেশ জয় করিয়া "বয়তুল মোকাদ্দস্" (১) বিধ্বস্ত করে, তখন ইস্রাইল সম্প্রদায় হেজাজ প্রদেশে পলাইয়া যায়।

---

* ইতিহাসে ইহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(১) এই 'বয়তুল মোকাদ্দস' জেরুজালেম নগরে অবস্থিত। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত সোলেমান কর্ত্তৃক সপ্ত বর্ষে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহার জিনিস সংগ্রহ ও নির্ম্মাণ কার্য্যে ১৮৩০০০ সহস্র লোক খাটিত। লেবানন পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠচ্ছেদন করত জেরুজালেমে পাঠাইতে ৩০০০০ সহস্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রভৃতি জিনিস বহন করিয়া আনিতে ৭০০০০ সহস্র, প্রস্তর খনন ও কর্ত্তন এবং বসানের জন্য ৮০০০০ সহস্র এবং জিনিস পত্র রক্ষার জন্য ৩০০০ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এই নগর মদিনার উত্তর দিকে প্রায় ৬০০ শত মাইল দূরে অবস্থিত।

'বয়তুল মোকাদ্দস' ইহুদী ও খৃষ্টিয়ানদিগের প্রধানতম তীর্থ মন্দির। পবিত্র ও পুণ্যাধার বলিয়া ইহা মুসলমানদের পক্ষেও অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র। এই নগর সহস্র সহস্র প্রেরিত মহাপুরুষদিগেরও পবিত্র লীলাভূমি।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণ হজরত আবুহুরেরা (রাঃ) হইতে বলেন যে, যখন ইস্রাইল সম্প্রদায়ের উপর রাজা বখ্তে-নাসের ভীষণ অত্যাচার করে, তাহারা তখন আরব ভিন্ন আর কোথাও যাইবার সুবিধা পায় নাই। তখন এই সম্প্রদায় সিরিয়া পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ছীরব (২) নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়। তথায় হজরত হারুণ (আঃ) এর বংশধরগণ বাস করিত। ইস্রাইলগণও তাহাদের সহিত বাস করিতে থাকে। ইহাদের সহিত আরও এক দল আসিয়াছিল; তাহারা ছীরবের পার্শ্বস্থ খয়বর প্রভৃতি স্থানে আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই উভয় সম্প্রদায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবার কালে আপন আপন সন্তান সন্ততি-দিগকে এরূপ উপদেশাবলী দিয়া গিয়াছিলেন;—"তোমরা যদি শেষ প্রেরিত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চরণ দর্শন পাও, তবে তাঁহার সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। আমরা তাঁহার চরণ সেবা করিতেই এই স্থানে অবস্থিতি ও অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার চরণ দর্শনের অধিকারী হইতে পারিলাম না। তোমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় কি না দেখিও।"

---

(২) ছীরব মদিনা নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত।

ইহুদী সম্প্রদায়ের আস্সার হইবার বিবরণ।

আরব বেন্নে কাহ্‌তানের বংশধর এক সম্প্রদায় * এ্যামন প্রদেশে আরজ্‌সাবা নামক স্থানে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। এই সময় এ্যামন যাইতে সিরিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত § গ্রাম ও নগর-নগরীগুলি রম্য প্রাসাদাবলী ও অসংখ্য উদ্যান-রাশিতে পরিশোভিত ও পরিপূর্ণ ছিল। অতিথি ও পথিক-দিগকে পাথেয় লইয়া চলিতে হইত না। দরিদ্র ভিখারিগণ মাথায় টুকরী লইয়া পথে বাহির হইলেই অভাব অনটন সরিয়া যাইত। উপাদেয় ও সুস্বাদু ফল বৃক্ষের ইয়ত্তা ছিল না। রাস্তা, ঘাট, প্রান্তর, কানন, ফলাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের প্রাচুর্য্যে উষ্ট্র বা অশ্বাদির উপর আরোহণ করিয়া গমনাগমন ও দুঃসাধ্য ছিল। দীর্ঘ প্রস্থে দুই মাসের পথ পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল। কিন্তু দুর্বুদ্ধিপরায়ণ লোকগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত এই প্রসাদ উপভোগ করিতে আপত্তি উত্থাপিত করিল। তাহারা মিলিয়া প্রার্থনা করিল,—"প্রভো! বৃক্ষাদি ও প্রাসাদাবলীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ আমরা আর চলিতে পারিতেছিনা। অনুকম্পা পুরঃসর এসব ন্যূন করিয়া দাও। আমরা উষ্ট্র অশ্বাদি আরোহণ করিয়া আমোদ প্রমোদে চলাচল করি।" হতভাগ্যদের প্রার্থনা মঞ্জুর

* কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—ইহারা সালেম বেন্নে আবকাখ, সাজ, বেন্নেশাম, বেন্নে নুহ পয়গাম্বরের বংশোদ্ভব সম্প্রদায় ছিল।

§ ইহা কোরান-শরীফেও উল্লিখিত আছে।

হইল। অল্প দিনের মধ্যেই এক বন্যার তরঙ্গে সমুদয় বৃক্ষ ও প্রাসাদসমূহ ভূমিষ্ঠ হইল। *

এই বন্যার পূর্ব্বে ভাবী বন্যাদির বেগ প্রশমন জন্য কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাহার ও মতে লোকমান আকবর আদী এই প্রাচীর দ্বারা এ্যামন দেশের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন, সিয়া বেন্নে আস্‌হার এই প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তত করেন। কিন্তু বন্যার প্রবল তরঙ্গে এই প্রাচীরও বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

উমর বেন্নে আমর মাইসের স্ত্রী কাহ্‌না জ্যোতিষী বংশোদ্ভব ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার বিশেষ পারদর্শিতাও ছিল। কাহ্‌না জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনায় অনুভব করিতে পারিয়াছিল যে, "সম্মুখে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। সকলকেই এই বিপদালিঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে;—শীঘ্রই সকলকে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইতে হইবে। এই আকস্মিক বিপদ হইতে কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই। এই সুদৃঢ় প্রকাণ্ড প্রাচীরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" উমর এতচ্ছ্রবণে দেশ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; কিন্তু কোন একটা হেতু প্রদর্শন না করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলে লোকে ভীরু বলিবে, এই ভয়ে ষড়যন্ত্র করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

উমর এক পিতৃ-মাতৃহীন বালককে পালন করিয়াছিলেন।

---

* ঐতিহাসিকগণ এই বন্যাকে "সৈলে আরম' বলেন। তৎসহ ভীষণ শিলা বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াও তাঁহারা উল্লেখ করেন। মতান্তরে এই বন্যাকে "সৈলে কানাজীর" ও বলা হয়। তাহাতে শীতল বায়ু বহিয়াছিল বলিয়া লিখিত দেখা যায়।

একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাদের সম্মুখে ভীষণ বিপদ সমুপস্থিত। এই বিপদে কাহারও রক্ষা পাইবার আশা নাই। বিপদের সূচনার পূর্ব্বেই আমি নগর ত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছি। নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। আমি তাঁহাদের সম্মুখে তোমাকে কটূক্তি করিব। তুমি তখন আমার সহিত ঝগড়া করিয়া আমাকে অপমান করিও। তবেই আমার দেশত্যাগের পন্থা হইবে।"

উমরের পরামর্শ মতই কার্য্য হইল। নিমন্ত্রিত সভ্যগণ আসন পরিগ্রহ করিলে চতুর উমর সেই অনাথ বালককে একটা কটু বাক্য বলিলেন। সে প্রত্যুত্তরে তীব্রতর কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। উমর তখন সভায় দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আজ অঙ্গীকার করিলাম, আমি কখনও এই নগরে থাকিব না। আমার অন্নে লালিত-পালিত হইয়া ভিখারীর ছেলে যখন আমাকে এরূপ অপমানিত করিল, তখন অন্য লোক ত সহজেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসিবে।" অতঃপর তাঁহার ত্রয়োদশ সন্তান ও কুহ্‌লান বেন্নে সাবার বংশধর এক সম্প্রদায়সহ তিনি নগরের বাহির হইয়া পড়িলেন। উমর অনেকগুলি জিনীস সঙ্গে লইবার অসুবিধায় বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এইরূপে তাঁহারা বন্যার কবল হইতে তাঁহাদের জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু এ্যামনের অবশিষ্ট সমুদয় লোক জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

উমর নগর ত্যাগ করিলে তাঁহার সন্তানাদি স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী এক এক জন এক এক নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছ'লাবা হেজ্জাজ প্রদেশে বাস করিতে থাকেন।

হেজাজে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা মদিনার অনতিদূরে ‘ছীরবে আসিয়া ইহুদীদিগের সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ইহুদিগণের সহিত সন্ধি করিলেন যে,—“আমরা কেহ কাহারও সহিত বিবাদবিসম্বাদ করিব না।” এই সময়ে আওয়াস ও খারজাজ সম্প্রদায়ও হেজাজ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়। নবাগত সম্প্রদায় উমরের বংশধরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের দলের পুষ্টিসাধন করিতেছে দেখিয়া ইহুদিগণ সন্ধি ভঙ্গ করতঃ তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সিরিয়া প্রদেশের আওয়াস বংশোদ্ভব রাজা আবু হোবিল্লাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করা হয়। তিনি এক প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং ইহুদী সম্প্রদায়কে তাড়াইয়া দিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তখন হইতে আওয়াস্ ও খারজাজগণ মদিনার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে থাকে।

কিছু দিন পব আওয়াস্ ও খারজাজদিগের মধ্যেও বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই বিবাদাগ্নি এক শত বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রবল বেগে জ্বলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও বিবাদ মিটিবার কোন একটা কারণ ঘটে নাই। অবশেষে ঈশ্বরানুগ্রহে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভাববাদী মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অভ্যুদয়ে ইঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলে আপনা আপনিই তাঁহাদের বিবাদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় এবং তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে চিরাবদ্ধ হয়। তাঁহাদের মধ্যে এমনই সম্প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহারা একে অপরকে আপন জীবন হইতেও

প্রিয়তর বিবেচনা করিত ; হজরত তাঁহাদিগকে এমনই একতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহারাই আন্সার সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এ্যামন প্রদেশস্থ তিব্বা নামে এক পরাক্রান্ত পুরুষ পূর্ব্ব প্রদেশ করায়ত্ত করিতে বহির্গত হন। মদিনার উপর দিয়াই তাঁহার অভিযানের পথ ছিল। তদীয় একটী সন্তানকে মদিনানগরীতে রাখিয়া তিনি সিরিয়া ও এরাক প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হন।

এ দিকে স্বাধীনতা প্রিয় মদিনাবাসীরা তিব্বার সেই প্রিয় সন্তানটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। তিব্বা এই সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া একদল সৈন্যসহ পুত্র বধের প্রতিশোধ লইতে আসেন ও মদিনার সর্ব্বসাধারণের প্রাণ বধ করিয়া রক্ত-নদী প্রবাহিত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন অশ্ব মারা পড়িলে তিব্বা প্রতিজ্ঞা করেন,—"এই নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইব না।" এই সময় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া বলেন,—"মহাশয়! এই নগরী ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ; ইহাকে কেহই একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই নগরীর নাম ত্বাইয়েবা (পবিত্রা); ইহা শেষ পয়গাম্বরের (মক্কা হইতে) প্রস্থান করিবার স্থান। অতএব মন হইতে আপনার জিঘাংসা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনি ফিরিয়া যাউন।"

তিব্বা জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের উপদেশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং এক বিচক্ষণ (সহচর) সম্প্রদায়সহ এ্যামনের

দিকে চলিয়া যান। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রমুখাৎ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে তৎপ্রতি তাঁহার হৃদয়ে অলৌকিক ভক্তির সঞ্চার হয়।

মোহাম্মদ বেন্নে ইস্‌হাক বলেন,—"তিব্বা শেষং ভাববাদী হজরতের জন্য এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে মদিনা বাস করিতে থাকেন। (মতান্তরে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।) চারি সহস্র তৌরিতের পণ্ডিতও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্যও তিনি এক এক খানি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে এক একটী দাসীসহ প্রয়োজনীয় জিনীসাদি প্রদান করেন। তাঁহার এক-খানি নিবেদন পত্রে তদীয় ইস্‌লামে দীক্ষিত হওয়ার বিবরণ লেখা ছিল। সেই পত্রিকা খানিতে এই দুইটী পদও ছিল, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আহ্‌মদের [হজরত মোহাম্মদের (দঃ)] প্রতি,—তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত। আমি যদি তাঁহার সেই শুভ সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয় তদীয় মন্ত্রী হইব এবং তিনি আমার ভাই হইবেন।" এই লিপিকা শেষ হইলে তিনি তাহাতে আপন নাম মোহরযুক্ত করিয়া উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি শামূলের হস্তে সমর্পণ করতঃ বলিলেন,—"আপনি যদি সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লাভ করিতে পারেন, তবে আমার এই নিবেদন-লিপি তাঁহার শ্রীচরণে পৌছাইবেন। আপনার জীবনে যদি সেই মাহেন্দ্রযোগ ঘটিয়া না উঠে, তবে আপনার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আমার এই আবেদন-লিপিকা পৌছাইবেন।" তিনি হজরতের জন্য যে প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহার তত্ত্বাবধায়ক মহাত্মা আবূ-আইউব

আন্সারীর পিতৃপুরুষ উপরোক্ত শামূলকে নিযুক্ত করিয়া যান। আবূ আইউবের সময় হইতে বংশানুক্রমে ২১ যুগ চলিয়া যায়। মদিনায় যাঁহারা ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়া হজরতের সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পণ্ডিত-সমাজের বংশধর ছিলেন। পুণ্যাত্মা আবূ-আইউব আন্সারী তিব্বার সেই পত্রখানি হজরতের নিকট দিয়াছিলেন।

মদিনায় ইস্‌লাম বিস্তার ও আন্সার সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়।

কোরাইশীগণের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়নে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ অনন্যোপায়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। হজরত তখন হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, ঈশ্বরের অন্য কোনও দেশের সাহায্য ব্যতীত পৌত্তলিকতায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন এই কোরাইশীদিগের হৃদয় মধ্যে সত্য সনাতন একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম আসন প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং দেশদেশান্তর হইতে জনসাধারণ হজ্জব্রত উদ্‌যাপন জন্য সমবেত হইলে হজরত তাহাদের ভক্তিপূর্ণ সরল হৃদয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতায় ইস্‌লামের বীজ রো পি করিয়া দিতেন। কিন্তু সেই বীজও প্রায়শঃ অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইত। অনেকে বলিত,—"তাঁহার জন্মভূমির জন সম্প্রদায় যখন তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না, তখন আমরা কিরূপে তাহাতে আস্থাবান হই।"

ইতিমধ্যে মদিনা নগরী হইতে বনী আবদুশ্‌শহল সম্প্রদায় মক্কার কোরাইশীগণের সহিত সন্ধি করিতে আসে। হজরতও অভ্যাসমত তাহাদিগকে সনাতন ইস্‌লামে আহ্বান করিলেন।

এই দলের আয়াস বেন্নে মাআদ সকলকে বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলেই এই মহাপুরুষের করস্পর্শে সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ কর। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যে কার্য্য সম্পাদন জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা হইতে ইহা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।" কিন্তু ইহাতে দলপতি দাঁড়াইয়া দলের সমুদয়কে ভয় প্রদর্শন করতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। দলস্থ সমুদয় লোক তাহাদের নেতার ভয়ে নীরব রহিল। আয়াস বেন্নে মাআদ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। কিছু দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। *

অতঃপর আয়াস ও খারজাজ সম্প্রদায় হজ্ব করিতে আসে। এই সময় হজরত সমস্ত উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া অম্লানবদনে কোরাইশীদিগকে ইস্‌লামে আহ্বান করিতেছিলেন। হজরত এই সম্প্রদায়দ্বয়কে পথে দেখিয়া আহ্বান করিলেন,— "তোমরা কি মদিনার ইহুদী সম্প্রদায়?" তাহারা উত্তর করিল, "হাঁ, কেন? আপনার কিছু দরকার আছে কি?" হজরত পুনশ্চ বলিলেন,—"তবে তোমরা এই স্থানে ব'স। আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।" তাহারা উপবেশন করিলে হজরত বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বিশ্ব-স্রষ্টা পৃথিবীতে আমাকে তোমাদের কল্যাণের ও পরিত্রাণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি এক কিতাবও অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার বংশধরগণ এই শুভানুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মাইতেছে; পদে পদে আমার সহিত প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তোমরা যদি একেশ্বর-

* মতান্তরে তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যায়।

বাদ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন।”

এই প্রস্তাব তাহাদের নিকট অত্যুত্তম বিবেচিত হইল এবং সকলে পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, “ইনিই শেষ পয়গাম্বর।” আয়াস ও খারজাজ সম্প্রদায় সানন্দে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হজরতের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন। * ইহাকে “প্রথম অধীনতা” (বয়আতে উক্‌বা) বলা হয়।

মতান্তরে এই ‘বয়আতে উক্‌বায়’ কেবল ছয় জন মাত্র লোক ছিল। আস্‌আদ বেন্নে জারারা ও জাবের বেন্নে আবদুল্লা এই সমষ্টিভুক্ত ছিলেন।

এই দল মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে হজরতের প্রেরিতত্ব প্রাপ্তি সংবাদ কুটীর হইতে কুটীরান্তরে প্রকাশিত হয়। আন্সার-দের এমন কোনও প্রাসাদ বা বৈঠক ছিলনা, যেখানে এবিষয়ের আলোচনা না হইত।

পুনরায় হজ্বের সময় উবাদা বেন্নে সামত ও আভীম বন্নে সাআজ প্রমুখ ছয়জন লোক পূর্ব্ব ছয়জনের সহিত আসিয়া সেই উক্‌বায় নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই সময় হজরতের প্রতি নামাজ (উপাসনা) ও একেশ্বরবাদ-মন্ত্র (কলেমা) পড়িতে মাত্র প্রত্যাদেশ হইয়াছিল।

মোস্‌আব বেন্নে আমীর (রাঃ) এর আগ্রহে হজরত তাঁহাকে কোরান-শরীফ ও ফেকা শাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং একত্রীভূত হইয়া

---

* মিনা পর্ব্বতের (জবলে মিনা) শিখরদেশে এই অঙ্গীকার হয়। এখন তথায় এক মসজেদ বিরাজমান।

উপাসনা করিতে আদেশ করেন। মহাত্মা মোস্‌আব মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আস্‌আদ বেন্নে জারারার সাহায্য গ্রহণে সেই দ্বাদশ জন (মতান্তরে ৪০ জন) লোক লইয়া জুমা' * পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহাই মদিনায় ইস্লাম প্রতিষ্ঠার প্রথম জুমা'।

অতঃপর তাঁহারা ইস্‌লাম বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। এক দিবস হজরত মোস্‌আব বনী আবদুশ্‌ শহলের এক বাগানে একদল লোককে কোরান-শরীফ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছিলেন। সাআদ বেন্নে মাআজ এই সংবাদ শ্রবণে ক্রোধে নেজা লইয়া দৌড়িয়া আসে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলে,—"তোমরা পুনরায় এই বাগানে আসিয়া এসব আলোচনা করিলে অপমান ভোগ করিবে। যাহা কেহ কোন দিন শুনে নাই, অনর্থক তাহা প্রকাশ করিয়া পণ্ডশ্রম কর কেন?"

পুনরপি একদিন সেই উদ্যানের পার্শ্বে হজরত মোস্‌আব, সাআদ বেন্নে জারারের সহিত জনমণ্ডলীকে ইস্লামে আহ্বান করিতেছিলেন। আজিও সাআদ বেন্নে মাআজ রাগান্বিত হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিন হইতে তদীয় স্বভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। সাআদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আস-আদ তাহার নিকট গিয়া (সাআদ আসআদের মাসতুত ভাই) বলিলেন,—"ভাই, তুমি প্রথম শ্রবণ কর, এব্যক্তি কি বলিতে-ছেন। যদি তিনি কোন মন্দ কথা বা কুপরামর্শ দিয়া মানুষকে বিপথগামী করেন, তবে বরং তুমি নিষেধ করিতে পার; নতুবা তোমার বিরক্তির ত কোন কারণ দেখিতেছি না।"

* সপ্তাহে শুক্রবার দিবস মস্‌জেদে বহুলোক সমবেত হইয়া যে উপাসনা করে, তাহাকে 'জুমা' বলে।

"তোমার আজ সুপ্রভাত; মনোনিবেশ করিয়া শুন, তিনি কি বলিতেছেন।"—"দেদীপ্যমান গ্রন্থের (কোরান-শরীফের) শপথ, নিশ্চয়ই আমি আরব্য ভাষায় এই কোরান-শরীফ সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ এবং নিশ্চয় ইহা মূলগ্রন্থের (স্বর্গে সংরক্ষিত কোরানের) ভিতরে আছে। নিশ্চয় ইহা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। অনন্তর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দল বলিয়া আমি কি তোমাদিগ হইতে (হে মণ্ডলিগণ!) উপদেশ অপসারিত করিব *? এবং পূর্ব্বতন লোকদিগের প্রতি আমি সংবাদবাহক (ভাববাদী রসুল) প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর এমন কোন তত্ত্ববাহক আসে নাই যে, তাহারা যাহার প্রতি ব্যঙ্গ করে নাই। পরে তাহাদের অপেক্ষা আক্রমণে প্রবলতর লোকদিগকে আমি বিনাশ করিয়াছি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের দৃষ্টান্ত (বর্ণিত) হইয়াছে।" (সুরে জোখ্রুফ, ৮ আয়াত)।

সাআদ বেন্নে মাআজ এই প্রবচন শ্রবণে কি এক তাড়িত-প্রবাহে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। যদিও সে তৎকালে মুখে কিছু প্রকাশ করে নাই, তথাপি একেশ্বরবাদের পবিত্র জ্যোতিতে তাহার হৃদয় মন আলোকিত হইয়া তাড়িতবেগে আলোড়িত হইতেছিল। সাআদ তথা হইতে প্রত্যাগমনে স্বীয় সম্প্রদায়কে

* অর্থাৎ তোমরা কোরান শরীফের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেছ ও অসত্য বলিতেছ; তজ্জন্য আমি প্রত্যাদেশ নিবারণ করিব না। বরং ক্রমশঃ তাহা প্রেরণ করিব। তোমাদের বিদ্রোহাচরণের জন্য কোরান শরীফকে স্বর্গে প্রত্যাহার করিবনা। আমি জানিতেছি যে, এমন এক জাতি শীঘ্র আসিবে, যাহারা ইহাকে মান্য করিবে এবং ইহার উপদেশানুযায়ী আচরণ করিবে। (তফসীর হুসেনী)।

ডাকিয়া তদ্দীয় ইস্‌লাম গ্রহণ সংবাদ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকেও ইস্‌লামে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের মধ্যে কাহারো যদি একেশ্বরবাদ ইস্‌লামে সন্দেহ হয়, তবে ইহা হইতে উত্তম আর কিছু থাকিলে উপস্থিত করিতে পার। আমি উহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম এমনই হৃদয় আকর্ষণকারী যে, ইহাতে অজ্ঞাতে মানবের জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়। আমি এ হেন ইস্‌লাম-চরণে জীবনমন সমর্পণ করিয়াছি।" তিনি পুনশ্চ বলিলেন,—"হে আবদুশ্‌-শহলের বংশধরগণ! আমাকে তোমাদের সম্প্রদায় মধ্যে কিরূপ লোক বলিয়া মনে কর? আমার বুদ্ধি বিবেচনা কোন্ শ্রেণীর?" সকলেই তারস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আপনি আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—আমাদিগ হইতে সর্ব্বাংশে উত্তম।" সাআদ তখন বলিলেন, "তোমরা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর এবং তৎপ্রেরিত পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের স্ত্রী পুরুষ কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিব না।"

এই হইতেই মদিনা-নগরীতে ইস্‌লাম বিস্তৃতি লাভ করে। সমস্ত লোক জড়মূর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়া দলে দলে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইতে থাকে। এমন একটী কুটীরও অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে ইস্‌লামের বীজ অঙ্কুরিত না হইল।"

হজরতের সহিত আন্সারগণের সম্মিলন।

মোসআব বেন্নে উমীর (রাঃ) ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে পর আন্সার সম্প্রদায়সহ ত্রিসপ্ততি জন লোক হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ বিধর্ম্মী হেজাজদিগের দলে মিলিত হইয়া মক্কায় উপনীত হন। হজরতের পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহারা কৃতার্থ হন এবং ঈদুজ্জোহার (কোর্‌বানী ঈদের) পর রজনীযোগে হজরতের সহিত পুনরায় বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পরামর্শ করিয়া যান। সেই ত্রিসপ্ততি জন লোক বিধর্ম্মিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে উক্‌বার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত থাকেন। হজরত তদীয় খুল্লতাত আব্বাসের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন।* স্নেহপরায়ণ মহাত্মা আব্বাস বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়! আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, মোহাম্মদ (দঃ) কতদূর সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত আমাদের মধ্যে আছেন। আমি তাঁহাকে অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি আপনাদিগকে একত্রীভূত করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হন, তবে ইহাতে আমার আর কোনও বক্তব্য নাই। এখনই স্পষ্ট কথা বলা ভাল; নচেৎ শেষে আপনারা লজ্জিত হইবেন। আমাকে কস্মিন্‌কালেও আপনাদের শত্রু করিবেন না।" আন্সারগণ উত্তর করিলেন,—"মহাত্মন্, আপনার কথা শুনিলাম। আমরা অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়াই এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। হজরত! এখন আপনার কি

---

* সদাশয় আব্বাস তখনও ইস্‌লাম গ্রহণ করেন নাই।

অভিমত, প্রকাশ করুন। ঈশ্বরোদ্দেশে আপনার শ্রীচরণে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।" হজরত বলিলেন,—"ঈশ্বরের সহিত মানবের দুইটী প্রতিজ্ঞা আছে,—একটী তাঁহার পূজা করা; দ্বিতীয়টী তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীভুক্ত না করা। কিন্তু আমার সহিত প্রতিজ্ঞা,—একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচারার্থ সাহায্য করা; আর যাহারা এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বিমুখ হইবে, তাহাদের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ (জেহাদ) করিতে পরাঙ্মুখ না হওয়া।"

আন্সার সম্প্রদায় বলিলেন,—"হজরত! আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে যুদ্ধ করাই আমাদের ধর্ম্ম। ইহুদীদিগের সঙ্গে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সন্ধি করিয়াছি। এখন আপনার জন্য আমরা সেই সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছি। কিন্তু দেখিবেন, পশ্চাৎ যেন আপনি আমাদিগকে অনাথ-প্রায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন।" ইহাতে হজরত হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"এরূপ কস্মিন্ কালেও হইবে না। তোমাদের প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমাদের শরীরের সহিত আমার শরীর বিনিময় করিয়া জীবন যাপন করিব এবং তোমাদের সহিতই আমার মৃত্যু হইবে।" তখন মহাহর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন,—"হজরত! যদি আমরা আপনার ভালবাসায় মারা পড়ি, অথবা ধন, জন, জীবন সমুদয়ই আপনার প্রতি উৎসর্গ করি, তবে তাহার বিনিময়ে কি পাইব?" হজরত বলিলেন,—"এক মনোরম উদ্যান (অর্থাৎ স্বর্গ) পাইবে, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নিয়ত নদী প্রবাহিত। উহার জল দুগ্ধ হইতেও নির্ম্মল এবং মধু হইতে মিষ্ট।" আন্সারগণ মহানন্দে জয়ধ্বনি

করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যাত্রার ক্রয় বিক্রয়ে আমরা বিলক্ষণ লাভবান্ হইলাম। ঈশ্বরের শপথ, হজরত, হস্ত প্রসারণ করুন! আমরা নিশ্চয় আপনার অধীনতা-পাশে চির আবদ্ধ হইলাম।" *

সৌভাগ্যশালী আন্সারগণ এইরূপে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,—"নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের নিকট তাহাদের জীবন ও ধনরাশির বিনিময়ে স্বর্গ বিক্রয় করিয়াছেন।"

জনৈক আন্সারী হজরতের নিকট নিবেদন করিলেন,—"হজরত! বিধর্ম্মী সমুদয় মিনায় (স্থান বিশেষ) একত্রিত আছে, আপনার আদেশ পাইলে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসি। আমার হাতে একটী প্রাণীও জীবন বাঁচাইতে পারিবে না।" হজরত উত্তর করিলেন,—"আমাকে ইহার কোনও আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।" অতঃপর সকলেই আপন আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আন্সারগণ বিদায় হইবার দিন হজরতের নিকট নিবেদন করিলেন,—"হজরত, আমাদের সহিত গমন করিলে আমাদের মদিনা পবিত্র হইত। আমরা আপনার কোনরূপ সেবা করিতে ত্রুটি করিব না। আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে, তাহাই করিতে যত্নবান থাকিব; কস্মিন্‌কালেও শৈথিল্য করিব না।" হজরত উত্তর করিলেন,—"আজিও আমার প্রতি মক্কা পরিত্যাগ করিতে আদেশ হয় নাই। বিশেষতঃ আমার প্রস্থান করিবার

* এই অধীনতাকে "বয়আতে কোবরা" বলা হয়। কোন কোন পরিব্রাজক ইহাকে "উকবায়ে ছানিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হিসাব মতে ইহা তৃতীয় অধীনতা (উকবায়ে ছালাছা) হয়।

কোন স্থানও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঈশ্বর যখন আমাকে যে স্থানে গমন করিতে আদেশ করিবেন, তখনই সেই স্থানে যাইব।” এই বলিয়া হজরত আন্সারদিগকে মদিনায় বিদায় করিয়া দিলেন।

হজরতের মক্কা ত্যাগ।

আন্সারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে, হজরত মক্কা ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। জগদীশ্বরেরও ইহা শুভ সংকল্প হইল। প্রত্যাদেশ দ্বারা তখন নিম্নলিখিত নগর কয়টী হজরতকে প্রদর্শন করা হয়। প্রথম, বাহ্‌রীন প্রদেশের হেজর নগর; দ্বিতীয়, সিরিয়ার কান্সিরুন; তৃতীয়, হেজাজের ছীবব নগর; চতুর্থ, মদিনা নগরী। হজরত মদিনাকেই ভাবী কর্ম্ম-ভূমি মনোনীত করিয়া লইলেন। প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজরত সহচর বন্ধু দগকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন। উমর বেন্নে খেতাব, হামজা বেন্নে আবদুল মতলব, আবদুর্ রহমান বেন্নে, উফ, জায়েদ বেন্নে খেতাব, তাল্‌হা বেন্নে আবদুল্লা, উছমান বেন্নে আফ্‌ফান, জায়েদ বেন্নে হারেছা প্রভৃতি মনস্বিগণ মদিনায় প্রেরিত হইলে শতজন সহচর মধ্যে কেবল আবুবাক্কর সিদ্দীক ও বীরকেশরী আলী হজরতের সহিত মক্কায় রহিলেন। এই সময় অপরাপর ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিঃসহায় পাইয়া কোরাইশিগণ তাহাদের উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করে। যখন তাহারা দেখিল যে, হজরতও মক্কা ত্যাগের আয়োজন করিতেছেন, তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ স্থির

করিল,—"মোহাম্মদকে সত্বর কারারুদ্ধ করা হউক, নতুবা পলায়ন করিবে।" এই দলের নেতা ছিল দুর্ম্মতি আবুজেহেল। পাপিষ্ঠ আবুজেহেল বলিল,—"তোমাদের মধ্য হইতে পাঁচজন উলঙ্গ অসি হস্তে দ্রুতগতিতে মোহাম্মদকে আক্রমণ করিয়া বনীহাসেম সম্প্রদায়কে বিপক্ষ করিবার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। হত্যাই শুধু ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ।"

স্বর্গীয় দূত জেব্রীল হজরতকে কোরাইশিগণের কুমন্ত্রণা পরিজ্ঞাত করিলে হজরত তাঁহার শয়ন মন্দিরে বীরবর আলীকে শয়ান করিয়া পুণ্যাত্মা আবুবাক্কর সিদ্দীকের নিকট গিয়া শীঘ্র মক্কা ত্যাগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহাত্মা আবুবাক্কর সিদ্দীক চারি মাস পূর্ব্ব হইতে দুইটী উষ্ট্রকে প্রচুর খাদ্যাদি দিয়া একান্ত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট করিয়াছিলেন। উষ্ট্রদ্বয় হজরতের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি কাস্ওয়ানাম্নী উষ্ট্রীটি গ্রহণ করিতে মনোনীত করিলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ আবুবাক্করের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও হজরত উহার মূল্য স্বরূপ অষ্ট দেরহাম্ প্রদান করেন এবং আবদুল্লা বেন্নে আরিকাতকে ডাকিয়া সেই উষ্ট্র দুইটী তাহার নিকট দেন ও তিন দিন পরে ছোর পর্ব্বতে রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। *

এদিকে দুষ্টমতি কোরাইশিগণ হজরতের শিবিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। উদ্দেশ্য—প্রাতে হজরত গাত্রোত্থান করিবা মাত্র তাঁহাকে বধ করিবে। এমন সময় হজরত বীরবর আলীসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন হজরতের মস্তক

* এই আবদুল্লা তৎকালে আরবের একজন বিখ্যাত পথপ্রদর্শক ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে আবদুল্লার ইস্লাম গ্রহণ প্রকাশ পায় না।

চাদরে আবৃত ছিল। আবুজেহেল সহাস্তে বলিল,—"অই যে মোহাম্মদ কথা বলিতেছে। তোমরা আমার ধর্ম্মে অটুট থাকিলে তোমাদিগকে আরব্য ও পারস্য প্রদেশ প্রদান করিব, আর মৃত্যু হইলে প্রকাণ্ড স্বর্গ প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যদি আমার ধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন কর, তবে পৃথিবীতে আমার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, এবং অবশেষেও নরকে তোমাদের চির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।" ইহাতে হজরত বলিলেন,— "নিশ্চয়ই; বিন্দু বিসর্গও সন্দেহ নাই, আমিও ইহাই বলিয়া আসিতেছি, এইরূপই হইবে। তুমিও তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান নরকবাসী হইবে।"

তৎপর হজরত কোবাইশীদিগের সম্মুখ দিয়া গৃহের বাহির হইয়া হজরত আবুবাক্করের নিকেতনে উপনীত হইলেন; এবং তথা হইতে ছোট দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া, ছোর পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে হজরত চলিয়া গেলে একজন লোক কোবাইশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এতগুলি লোক এখানে কিসের অপেক্ষা করিতেছ?" তাহারা উত্তর করিল,— "আমরা মোহাম্মদকে হত্যা করিব; প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি।" সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিল,—"তোমরা কি মূর্খ! ঐ যে তোমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, উনি কি মোহাম্মদ ছিলেন না?" দুরাচার আবুজেহেল প্রভৃতি ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া গেল।

প্রাতঃকালে তাহারা হজরতআলীকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মোহাম্মদ কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন, —"আমি জানি না।"

হজরত রবিউল আউওয়াল মাসে বৃহস্পতিবার দিবসে মক্কা ত্যাগ করেন। এই হইতে হিজরী সন গণনা আরম্ভ হয়। *

এ দিকে কোরাইশিগণ দলবলসহ হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইল; কাননে, প্রান্তরে লোক ধাবিত হইল। লীলাময়ের অপার লীলায় হজরত যে গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন, উহার মুখে ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়া ফেলে, কপোতী ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। দুরাচার কোরাইশিগণ গুহার পার্শ্ব দিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়, অথচ হজরতকে দেখিতে পায় নাই। এই গুহায় হজরত আবুবাক্করসহ তিন দিবস অবস্থান করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রজনীর ঘোর অন্ধকারে হজরত উষ্ট্রারোহণে মদিনাভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে আবুজেহেল নগরীতে ঘোষণা করিয়া দিল যে,—"যে ব্যক্তি মোহাম্মদকে ধরিয়া আনিবে বা হত্যা করিবে, তাহাকে শত লোহিত উষ্ট্র পুরস্কার দিব। বুরীদা এই পুরস্কার-লোভে সপ্ততি জন সহকারীসহ হজরতের গতিরোধে বহির্গত হন। পথে হজরতের সহিত বুরীদার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সঙ্গীয় ৭০ জন লোকসহ ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। বুরীদা স্বীয় শিরস্ত্রাণ কাপড়ে এক পতাকা প্রস্তুত করিয়া হজরতের অগ্রে অগ্রে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কতকদূর গমনের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হজরত! আপনি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহে অবতরণ করিবেন?" হজরত উত্তর করিলেন,

* হজরত প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া মক্কায় ত্রয়োদশ বর্ষ (কাহারো মতে পঞ্চদশ বর্ষ) অবস্থান করিয়াছিলেন। হজরত যখন গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন, হজরত আবুবাক্কর সিদ্দীকের দুহিতা আসমা তাঁহাদিগকে মাংস, কাবাব ও রুটী দিয়া আসিতেন এবং তদীয় পুত্র মোহাম্মদ বিধর্ম্মীদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সংবাদ আনিয়া দিতেন।

—"আমার,এ উষ্ট্রী যে স্থানে দাঁড়াইবে, তথায় অবতরণ করিব।" এ সময়ে হজরতের যে সকল সহচর সিরিয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া হজরতের সহিত পথে সম্মিলিত হন। তাঁহারা হজরত ও হজরত আবুবাক্কর সিদ্দীককে দুই জোড়া সাদা উত্তরীয় বস্ত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

মদিনাবাসীরা হজরতের শুভ দর্শন-লাভার্থে দিবা রাত্রি উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা মদিনার উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া হজরতের আগমন দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। এক দিবস রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে সকলেই স্ব স্ব শিবিরে বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন; জনৈক ইহুদী মাত্র একটি উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়ে হজরতকে আসিতে দেখিয়া ইহুদী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আন্সারগণ, আজ সুপ্রভাত! ঐ তোমাদের ইপ্সিত মহাপুরুষ আসিতেছেন।" এই সংবাদ শ্রবণে মদিনার সমুদয় মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া হজরতকে ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হজরত দলের মধ্যস্থলে ছিলেন; আর হজরত আবুবাক্কর সিদ্দীক ছিলেন পুরোভাগে। সকলেই হজরত আবুবাক্কর সিদ্দীকের সহিত আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া সসম্ভ্রমে হজরতের মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করিলেন। তাহাতে সকলের ভ্রম নিরসন হইল ও সকলে হজরতের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরম কৃতার্থ হইলেন। হজরত রবিউল আউওয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখ সোমবার দিবসে মদিনার প্রান্ত সীমায় উপনীত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



হজরতের মদিনা-প্রবেশ।

মদিনার প্রান্তভাগে দুই কি তিন দিন অবস্থিতি ও বিশ্রাম করতঃ হজরত শুক্রবার দিবস (ষোড়শ তারিখ রবিউল আউয়াল) মদিনায় প্রবেশ করিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। নগরীর প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—"হজরত, এ অধমের গৃহে পদার্পণ করিয়া দাসকে কৃতার্থ ও ধন্য করুন। হুজুরের সেবা শুশ্রূষা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিব না। হজরত, অনুগ্রহ পুরঃসর আমাকে সেই সৌভাগ্যশালী করুন।" ইহাতে হজরত প্রত্যুত্তর করিলেন,—"আমার এই বাহন যে স্থানে দাঁড়াইবে, আমি সেই স্থানেই অবতরণ করিব ও অবস্থিতি করিব।" এইরূপ গমনে বেলা দুইপ্রহর হইল। বনীসালেম সম্প্রদায়ের বাসস্থানে (মস্‌জেদে কাব্বার অনতিদূরে) উপনীত হইলে জুমার সময় সমাগত হয়। হজরত তথায় 'জুমা' সমাপনান্তে পুনশ্চ চলিতে আরম্ভ করেন। আবার সকলেই বাহনের রশ্মি ধরিয়া উহাকে বসাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই উহাকে স্ববশে আনিতে পারিলেন না। অবশেষে যেখানে 'মিম্বরে নবভী' বিরাজমান, সেখানে গিয়া বাহন বসিয়া পড়িল। হজরত তাড়না করিয়া পুনরায় উষ্ট্রীকে চালাইলেন, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই উষ্ট্রী সেই স্থানে আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

কেহ কেহ বলেন,—আবূ আইউব আন্সারীর গৃহদ্বারে আসিয়াই বাহন বসিয়া পড়ে। আবূ আইউব বাহনের উপর হইতে সমস্ত জিনিস পত্রাদি নামাইয়া স্বীয়গৃহে আনয়ন করেন। *

এব্নে জুজী 'শর্ফুল মোস্তফায়' লিখিয়াছেন,—বাহন হজরত আবূ আইউবের † দ্বারে বসিয়া পড়িলে বনী নাজ্জার সম্প্রদায়ের বালকগণ দফ্ বাজাইয়া গাইতেছিল,—"আমরা নাজ্জার বংশোদ্ভব বালকগণ, আমাদের পরম সৌভাগ্য, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের প্রতিবাসী হইয়াছেন।" মদিনার স্ত্রী পুরুষ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই গলিতে গলিতে মহানন্দে বলিতেছিল,—"ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ পদার্পণ করিয়াছেন; ঈশ্বরের ভাববাদী আসিয়াছেন।" হাবশীগণ জয়োল্লাসে নেজা লইয়া খেলিতেছিল।

প্রথম হিজরী।

হজরত মদিনায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া হজরত ফতেমা দেবীকেও উম্মে কুলছোম, সুদা এবং মহাত্মা জায়েদের সহধর্ম্মিনী উম্মে আয়মন ও তদীয় দুহিতা আসামা প্রভৃতিকে মদিনায় আনয়ন করিবার জন্য আবুরাফ ও জায়েদ বেন্নে হারেছাকে পাঁচশত দেরহাম ও দুইটী উষ্ট্রসহ মক্কায় প্রেরণ করেন। হজরত আবূবাক্কর সিদ্দীকের পুত্র আবদুল্লাও ইঁহাদের সঙ্গী হইয়া আপন পরিবার আনিতে গেলেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় প্রত্যাগত

* তিব্বা এই প্রাসাদহ হজরতের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

† হজরত আবূ আইউবের বাড়ীতে সাত মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

হইলে হজরত নিশ্চিন্ত চিত্তে ইস্লাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। মক্কার কোরাইশী সম্প্রদায়ের ন্যায় মদিনায় ইহুদিগণও হজরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটি করে নাই ; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃই ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি হজরত যে দিবস মদিনায় পদার্পণ করেন, সেই দিবসই তাহাদের প্রধান পণ্ডিত সম্ভ্রান্ত আবদুল্লা বেন্নে সালাম ইস্লামে দীক্ষিত হন। আমরা ইতিহাস লিখিতে গিয়া এখানে সে সব অবান্তর বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

হিজরীর প্রথম বর্ষের একাদশ মাস অতীত হইলে মস্জেদে কোব্বা ও মস্জেদে নবভী প্রস্তুত করিয়া হজরত ছয়জন লোকসহ আরওয়া নামক স্থানে বিধর্ম্মী কোরাইশদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। আরওয়ার সন্নিকটস্থ ওদ্দান নামক স্থানে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিনাযুদ্ধেই মদিনায় ফিরিয়া আসেন।

এই বৎসর হজরত হামজাকে শুভ্র পতাকা প্রদান করিয়া ত্রয়োবিংশ জন মোহাজ্জেব সহ সাইফুল হেজরের দিকে আবু জেহেলের দল আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এই দলে তিন শত লোক ছিল। আরবের এক সম্প্রদায় মধ্যস্থ হইয়া আপোষে এই বিবাদ মিটাইয়া দেয়। পরে উবীদা (বেন্নে হারেছ বেন্নে আবদুল মতলব) কে ষাট কি আশীজন মোহাজ্জেরসহ শুক্ল পতাকা দিয়া আবু সুফিয়ানের কিম্বা আকরমা বেন্নে আবি জেহেলের দল আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এইবারও যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু সাআদ বেন্নে আবি ওয়াকাস বিধর্ম্মীদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। *

* ধর্ম্মযুদ্ধে সাআদই সর্ব্ব প্রথম শর পরিচালনা করেন।

এই বৎসর সুলেমান পারসী ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। † এই বৎসরই চারি রেকাত উপাসনার আদেশ হয়। ‡

এই বৎসর আজান (১) ও আশুরার উপবাস (রোজা) করিতে আদেশ হয়। (২)

দ্বিতীয় হিজরী।

দ্বিতীয় বৎসর রবিউল আউওয়াল মাসে হজরত স্বয়ং সহচর অনুচব সহ বুওয়াতে (স্থান বিশেষ) কোরাইশীদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হন,—কিন্তু কোনও বিবাদ বিসংবাদ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোরাইশী দলে আমীর বেন্নে খাল্‌ফ দলপতি ছিলেন।

পুনশ্চ জামাদিউল আউওয়াল মাসে হজরত মদরেহ ও

---

† সুলেমান পারসীব জন্মস্থান পারস্য। তিনি আড়াইশত বা তিন শত বর্ষ হইতে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইতে উৎসুক ছিলেন। দুইশত বা তিন শত বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি দশ স্থানে দাসত্বে বিক্রীত হইয়াছিলেন। অবশেষে মদিনায় আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন।

‡ হজরত মদিনা আগমন করিলে একমাস পরে এই আদেশ হয়। ইতিপূর্ব্বে দুই রেকাত পড়িবার বিধি ছিল।

(১) নামাজের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে যে আহ্বান করা হয়, তাহাকেই "আজান" বলে।

(২) চন্দ্রমাস মহরমের প্রথম ভাগের দশ দিবসকে 'আশুরা' বলে। রমজান মাসে উপবাস-ব্রতের আদেশ হইলে আশুরার উপবাস রহিত হইয়া যায়।

জামীরাহ্ সম্প্রদায়ের সহিত আয়শিরা যুদ্ধ করিতে গিয়া সন্ধি করিয়া আসেন।

এই সময় কার্জ বেন্নে জাবেহ্ কহরী মোওয়াশী মদিনা লুণ্ঠন করিয়া যায়। হজরত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেক অন্বেষণেও তাহাকে না পাইয়া বদর প্রান্ত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। †

জমাদিউল আখেরের শেষভাগে আবদুল্লা বেন্নে হাজশ আসাদিকে (ইঁনি হজরতের পিসতুত ভাই) দ্বাদশ জন আরোহী সহ মক্কার একদল বণিক দলন করিতে প্রেরণ করেন। এই দল সিরিয়া প্রদেশ হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল। আবদুল্লা যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমুদয় ধন ও জিনীসাদি লইয়া আসেন। হজরত, লুণ্ঠিত ধন ও দ্রব্যাদি সকলকে বণ্টন করিয়া দেন এবং আবদুল্লাকে 'আমীরুল মোঃমেনীন' উপাধি প্রদান করেন। ‡

এই বৎসর হজরত ফতেমা দেবীর সহিত হজরত আলীর শুভ পরিণয় হয়। * তখন হজরত আলীর বয়ঃক্রম একুশ বৎসর পাঁচ মাস এবং হজরত ফতেমা দেবীর বয়স ষোল বৎসর (মতান্তরে ১৮ বৎসর) ছিল।

এই বৎসর—হজরতের মদিনা আগমনের ১৭ মাস পরে বয়তুল মোকাদ্দসাভিমুখে উপাসনা প্রথা রহিত হইয়া মক্কার কাবামুখী হইয়া উপাসনার আদেশ হয়।

† ইহাই ইস্লাম বাহিনীর প্রথম লুণ্ঠন।

‡ এই অভিযান রজব মাসে হয়। অতঃপর রজব মাসে যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হয়।

* হজরতের মদিনায় উপনীত হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে হজরত আলী মদিনায় পৌঁছেন। (তারিখে আহ্মদী)।

এই বৎসরের শা'বান মাসে রমজানের রোজা ফর্‌জ ও সদ্‌কায়ে ফেৎর (রমজানের ঈদের দেয় ফেৎরা) ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) হয়। এই বৎসরই মদিনায় ঈদ্‌ হয়।

এই বৎসর ১৭ই রমজান বদরে (বদরে কুব্‌রা) ভীষণ যুদ্ধে হজরত জয়ী হন। পাপাত্মা আবুজেহেল ৭০ জন কোরাইশী সহ নিধনপ্রাপ্ত হয়; আর ৭০ জন বন্দী হয়। আব্বাস বেন্নে আবদুল মতলব ও আকীল বেন্নে আবিতালেবও এই দলে বন্দী হয়। দুষ্ট আবুলাহাব মক্কায় পলাইয়া গিয়া সাত দিবস পরে আবুজেহেলের অনুগমন করে। ইস্‌লামী সৈন্যের মধ্যে আট জন মোহাজের ও পাঁচ জন আন্সার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান সৈন্য ছিল। তন্মধ্যে ৭৭ জন মোহাজের ও ২৩৬ জন আন্সার। ৭০টী উষ্ট্র, ২টী অশ্ব ও আটখানি তরবারি ছিল। বিধর্ম্মিগণ সংখ্যায় ৯৫০ জন ছিল। ইহাদিগের ১০০ শত অশ্ব ও ৮০ খানি বিশেষ তরবারি (জোলফুক্কার) ইস্‌লামী সৈন্য-গণের হস্তগত হয়।

এই বদরের যুদ্ধে জয়লাভের দিবস রোমীয়গণও পারসিক-দিগের উপর জয়লাভ করেন। ইহা মুসলমানদের অত্যধিক আনন্দের বিষয় হয়। এই দিবস হজরতের সাহেবজাদী রুকিয়া দেবী মদিনায় স্বর্গারোহণ করেন। রুকিয়া দেবী তৃতীয় খলিফা হজরত উছ্‌মানের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন।

হজরত মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক সপ্তাহ পরে পুনরায় বনী সলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন। গদরে পৌঁছিয়া তথায় ৩ দিন অবস্থিতি করিয়া হজরত বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসেন।

এই বৎসর - হজরতের উৎপীড়ন-কারিণী পাপিষ্ঠা আসামা বেন্নে মারওয়ানের মৃত্যু হয়।

এই বৎসর শওয়াল মাসের মধ্যভাগে শনিবার দিবস হজরত ইহুদী কাণীকাআ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধাবিত হয়েন ও পঞ্চদশ দিবস তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অবশেষে আবদুল্লা বেন্নে উবী মুনাফেকের সুপারেশে তাহারা হত্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু তাহাদের বাড়ী ঘর অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়।

এই বৎসর ঈদুজ্জোহার (বকরী ঈদ) নামাজ পড়া হয়।

এই বৎসর মদিনার প্রসিদ্ধ মহাকবি উম্মিয়ার মৃত্যু হয়। *

তৃতীয় হিজরী।

হিজরী তৃতীয় সনের ৫ই জিলহজ্ব 'সুভীক' যুদ্ধ ছিল। আবুসুফিয়ান বদরে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—"যে পর্য্যন্ত বদরের প্রতিশোধ না লইব, সে পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী স্পর্শ করিব না।" আবুসুফিয়ান সেই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যাত্রা করে এবং

* উম্মিয়া পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছিলেন। হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলে উম্মিয়া বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করিয়া ইস্লামের মহিমা-গীতি লিখিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

হজরত তৎসম্বন্ধে বলিতেন—"উম্মিয়ার কবিতাই ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে; তাহার হৃদয় কাফেরীতে পরিণত রহিয়াছে।"

মদিনার তিন মাইল দূরে জনৈক আন্সারীকে হত্যা করিয়া কয়েকখানি গৃহ লুণ্ঠিত করত চলিয়া যায়। হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুই শত অশ্বারোহী যোদ্ধ, সমভিব্যাহারে আবূ-সুফিয়ানের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। তাহাতে আবূ-সুফিয়ান খাদ্যদ্রব্যাদি ফেলিয়া দ্রুতগতিতে পলাইয়া যায়। এই জন্য এই অভিযানকে 'সুভীক' বলা হয়। হজরত তথায় পাঁচ দিবস অবস্থিতি করিয়া প্রত্যাগমন করেন। জিলহজ্জের অবশিষ্ট ভাগ তিনি মদিনাতেই কর্ত্তন করেন।

অতঃপর হজরত সফর মাসে 'নজদ' যুদ্ধে বহির্গত হন এবং তথায় সম্পূর্ণ মাস অবস্থিতি করিয়া বিনা বিবাদে চলিয়া আসেন।

রবিউল আউওয়াল মাস মদিনায় যাপন করত হজরত পুনরপি কোরাইশদিগের অন্বেষণে নাজরানের দিকে অগ্রসর হয়েন এবং সেখানে রবিউল আউওয়াল ও জামাদিউল আউও-য়াল অতিবাহিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাগত হন।

পুনশ্চ শওয়াল মাসে জায়েদ বেন্নে হারেছা উপরোক্ত স্থানে প্রেরিত হন। এইবার আবু সুফিয়ানকে দলমধ্যে পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া জায়েদ বিজয়শ্রী লাভ করেন। এই অভিযানে অনেক রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

এই বৎসর মোহাম্মদ বেন্নে সালেমা চারি ব্যক্তিসহ কাআব বেন্নে আশ্‌রফ ইহুদীকে হত্যা করেন। এই কাআব বদরে নিহতদিগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে রোদন করিয়া ইহুদী-দিগকে উত্তেজিত করিতেছিল।

এই বৎসর তৃতীয় খলিফা মহানুভব হজরত উস্‌মান হজর-তের দুহিতা রত্ন উম্মে কুলছোম দেবীকে বিবাহ করেন।

শা'বান মাসে হজরতউমরের বিধবা কন্যা হাফ্জা দেবীকে হজরত নিকাহ্ করেন। *

রমজান মাসে হজরত জয়নব বেন্তে খাজিমা দেবীকে বিবাহ করেন। দেবী জয়নব অতিশয় দরিদ্রা ছিলেন। এমন কি এই দরিদ্রতা বশতঃ লোকে তাঁহাকে "উম্মুল মাসাকীন" (দরিদ্রতার মাতা) বলিয়া সম্বোধন করিত। এই জন্য হজরত তাঁহাকে আপন সহধর্ম্মিণী করিয়া তদীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু সৌভাগ্যশালিনী খাজিমা দেবী অষ্টাদশ দিবস (মতান্তরে দুই মাস কিম্বা তিন মাস) পর স্বর্গারোহণ করেন।

রমজানের মধ্যভাগে হজরত ফাতেমা দেবীর নয়ন-রত্ন হজরত ইমাম হাসেন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

৪ঠা শওয়াল উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে হজরতের দন্তভগ্ন হয় এবং অস্ত্র ও প্রস্তরাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। শহীদ-শিরোমণি হজরত আমীরহামজা (রাঃ) সপ্ততি জনসহচর আন্সার ও মোহাজেরসহ শহীদ হন। বিধর্ম্মীদিগের দ্বাবিংশতি জন হত হয়। এই বিধর্ম্মী বাহিনীর দলপতি ছিল আবুসুফিয়ান।

উহুদের পর দিবসই (১৬ই শওয়াল) হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যুদ্ধ বাধে। হজরত উহুদে পরাজিত হইয়া ঐ সকল সৈন্য সহ এই উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ ব্যূহ রচনা করেন যে, তাহারা যেন মনে না করে, ইস্লাম এখন হতবীর্য্য বা নিষ্প্রভ হইয়াছে। মদিনা হইতে ৮ আট মাইল দূরে গমন করিয়া হজরত তথায় তিন দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক মদিনায় প্রত্যাগত হন।

---

* হাফ্জা দেবী প্রথম হোবাইশ বেন্নে খাজাহকা বদরীর সহধর্ম্মিনা ছিলেন। হোবাইশের মদিনায় মৃত্যু হয়।

চতুর্থ হিজরী।

এই সনে বীরে মাউজা নামক স্থানে যুদ্ধ ঘটে। এই অভিযানে হজরত উপস্থিত ছিলেন না। সমর-ক্ষেত্রে সপ্ততি জন আন্সার শহীদ হন। হজরত চত্বারিংশ দিবস পর্য্যন্ত সেই বিধর্ম্মী হন্তাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

এই বৎসর সংঘটিত এক অপূর্ব্ব হত্যাকাণ্ড 'রাজীই' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এক দল বিধর্ম্মী লোক হজরতের নিকট ইস্লামে দীক্ষিত হয় এবং তদীয় সমীপে কতিপয় সহচর প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম পদ্ধতি শিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। হজরত তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গে কতিপয় সহচর পাঠাইয়া দেন। তাহারা রাজীই নামক স্থানে উপনীত হইয়া বনীহাজিল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় এবং সেই সহচর কতিপয়কে হত্যা ও কয়েক জনকে বন্দী করিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাহাদিগকে মক্কার বিধর্ম্মীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। উহাদের মধ্যে আসেম বেন্নে ছাবেও ছিলেন। *

রবিউল আউওয়াল মাসে ইহুদী বনীনজীর সম্প্রদায়ের সহিত হজরতের এক যুদ্ধ হয়। ছয় দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার পর তাহারা সিরিয়া প্রদেশাভিমুখে চলিয়া যাইবার প্রার্থনা করিয়া নগর ত্যাগ করে। তাহাদের গৃহাদি দগ্ধ করা হইয়াছিল।

---

* আসেম হত্যা হইবার সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"আমার শব যেন কাফেরগণ কর্ত্তৃক অপবিত্র না হয়।" তিনি শহীদ হইলে অমনি পঙ্গপাল আসিয়া তদীয় মৃত দেহ পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে এবং রজনীতে বন্যার জলে অস্থি পুঞ্জ ভাসাইয়া লইয়া যায়। কাফেরগণের কলুষিত হস্ত স্পর্শে তাঁহার পবিত্র দেহ অশুদ্ধ হইতে পারে নাই।

কা'আদা মাসে বদরে (বদরে সুগরা) পুনশ্চ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। গতবার আবু সুফিয়ান উহুদে পরাজিত হইয়া বলিয়া গিয়াছিল,—"আগামী বৎসর বদরে পুনরায় তোমাদের বাহুবল পরীক্ষা করিব।" নির্দ্দিষ্ট সময়োপস্থিত হইলে আবু-সুফিয়ান আতঙ্কে পতিত হইল। এদিকে হজরত সার্দ্ধসহস্র সৈন্যসহ বদরাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পথি মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত রাখার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

এই সনে জায়েদ বেন্নে ছাবেত হজরতের আদেশ ক্রমে ইহুদীদিগের ভাষা লিখিতে পড়িতে শিখেন। *

এই বৎসর বনী নাজীরের যুদ্ধে মদ্য পান নিষিদ্ধ হয়। †

এই বৎসর ৪র্থ কিম্বা পঞ্চম শা'বান হজরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন।

পঞ্চম হিজরী।

পঞ্চম সনের রবিউল আউওয়াল মাসে হজরত দূমাতুল জন্দলের যুদ্ধে বহির্গত হন; কিন্তু যুদ্ধ ও রক্তপাত হইতে বিরত থাকেন।

মহরম মাসে জাতুর্ রেকাআ সমর-ক্ষেত্রে হজরত সালাতে-খৌফ (উপাসনা বিশেষ) পড়িতে আদিষ্ট হন। কেহ কেহ

* ইহুদীদিগের গুপ্ত তত্ত্ব ও মর্ম্ম অবগত হওয়াই এই শিক্ষার মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল।

† তখন এই আয়াত (বচন) অবতীর্ণ হইয়াছিল:—"হে বিশ্বাসিগণ! মদ্য, জোওয়া ও পাশা (খেলা বিশেষ) এবং প্রতিমাপূজা প্রভৃতি শয়তানের ব্যতীত আর কাহারও নহে; তোমরা উহা হইতে দূরে থাক।"

বলেন, এই যুদ্ধে হজরত নগ্ন পদে চলিয়াছিলেন বলিয়া উহার 'জাতুর রেকাআ' নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, সে স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই উহার এই নাম হইয়াছে। কাহারও মতে 'জাতুর্ রেকাআ' একটী বৃক্ষের নাম।

শা'বানের ২রা তারিখে মরীছিআ * যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অভিযানকে বনীল মত্‌লবও বলা হয়। এই সময়ে হারেছের কন্যা জুভীরিয়া (পূর্ব্ব ডাক নাম বর্ব্বা) বন্দিনী হয়। হজরত ইঁহাকে মুক্তি দিয়া নিকাহ্‌ করেন।

এই বৎসর হাজ্বাশের কন্যা জয়নব দেবীকে হজরত পরিণয় পাশে আবদ্ধ করেন।

কাহারও মতে এই বৎসর তৈয়ম্মম (জলাভাবে মৃত্তিকা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া উপাসনা করা) করিবার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জিলকাআদা মাসে খন্দক যুদ্ধ ঘটে। ইহাকে আথ্‌রাবও বলা হয়। হজরত এই যুদ্ধে ধর্ম্মবীর আলীর কটিদেশে জুলফুক্কার তরবারি বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন। নাঈম বেন্নে মছ্‌উদ হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া ইস্লাম গ্রহণ করতঃ সমরানলে ঝম্প প্রদান করেন। এই যুদ্ধে ছয় জন মুসলমান শহীদি প্রাপ্ত হন এবং তিন জন বিধর্ম্মী হত হয়। এই যুদ্ধে মৃত সংখ্যায় মুসলমান অধিক হইলেও বিধর্ম্মীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রেই জেব্‌রীল বনীকরিজার সহিত সমর করিতে হজরতকে প্রত্যাদেশ প্রদান করিয়া যান। তাঁহারা

---

* মরীছিআ এক স্থানের জলের নাম বিশেষ। ইহাতে খাজাআ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পঞ্চবিংশতি দিবস বিধর্ম্মীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর তাহারা দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে সাআদ বেন্নে মাআজ সমুদয়কে হত্যা করেন। †

এই বৎসর সালাতে খোসুফ (চন্দ্র গ্রহণ জনিত উপাসনা, প্রার্থনা) পড়িবাব আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বৎসর হজবত অশ্ব হইতে পাডয়া গিয়া উরুদেশে বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন। ¶ এই বৎসর হজ্ব করিতে আদেশ হয়। *

ষষ্ঠ হিজরী।

এই সনে বনীল হাযান যুদ্ধ ঘটে। হজরত দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বীবেমাউলার প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক বিধর্ম্মীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হন। হজবত আজফানের প্রান্তবে উপনীত হইলে বনুল-ভায়ান সম্প্রদায় ভয়ে পলাইয়া পর্ব্বতে লুক্কাযিত হয়। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে হজরত তদীয় মাতা মহিয়সী আমেনা দেবীর গোরস্থানে উপনীত হইয়া মাতৃ স্নেহ স্মরণে অশ্রু বর্ষণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গীয় সহচরগণও শোক প্রকাশ করেন।

† ইহারা ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

¶ এই যন্ত্রণায় হজরত পাচ দিবস পর্য্যন্ত অন্দর মহলে বসিয়া বসিয়াই উপাসনা করেন, দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতে পাবেন নাই।

* কিন্তু ইহাতে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, এই বৎসর—কেহ বলেন ৮ষ্ঠ সনে। আবার কাহারও মতে ৯ম সনেই এই আদেশ দেওয়া হয়।

গাতফান্ এই বৎসর হজরতের সমুদায় উষ্ট্র লুঠিয়া লইয়া যাইতে ছিল; সালেমাআ বেন্নে আকু তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া আনেন।

এই বৎসর নামাজে এস্তেস্খা (বৃষ্টি বর্ষণের জন্য উপাসনা, প্রার্থনা) পড়িতে আদেশ হয়। হজরতের প্রার্থনায় এই বৎসর সপ্তাহকাল বৃষ্টি হইয়াছিল।

শওয়াল মাসে গজনাইন সমর সংঘটিত হয়।

এই বৎসর লুদাইবিয়া যুদ্ধ ঘটে। হজরত এই বৎসর পত্রাদি কাগজপত্রে মোহর করিবার জন্য এক অঙ্গুরী প্রস্তুত করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজা ও সম্রাটদিগকে ইস্লামে আহ্বান করিয়া পত্র মোহর যুক্ত করতঃ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন। সম্রাট ইস্কন্দরিয়া এই সন বিবী মারিয়া কব্তীয়া ও বিবী ছায়রাইন * এবং ইয়াফুর নামে গর্দ্দভ ও বাগ্লা নামক অশ্ব হজরতের সমীপে পাঠাইয়া দেন। হজরত বিবী মারিয়া কব্তীয়াকে স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং বিবী ছায়রাইনকে হাসান বেন্নে ওয়াহাবকে প্রদান করেন। ইয়াফুর হুজ্জাতুল ভেদাআ হইতে ফিরিবার সময় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অশ্বটি হজরত মাআভীয়ার সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

এই বৎসর সূর্য্য গ্রহণ হওয়াতে নামাজে কুসুফ (সূর্য্য-বিপদ বিতাড়নার্থ উপাসনা প্রার্থনা) পড়িতে প্রত্যাদেশ হয়।

এই বৎসর হজরতআবুবাক্কর সিদ্দীকের সহধর্ম্মিণী পরম পতিপরায়ণা দেবী উম্মেরোমান পরলোক প্রাপ্ত হন।

* বিবী ছায়রাইন মারিয়া কব্তীয়ার সহোদরা ভগ্নী।

এই বৎসর ধর্ম্মগত প্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত আবু হুরেরা আয়াস সম্প্রদায়সহ ইস্লাম গ্রহণ করিতে মদিনায় উপনীত হন। হজরত তখন খায়বরে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহারা খায়বর গমনে যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্লাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করেন।

সপ্তম হিজরী।

প্রথমে খায়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হজরতের হস্ত হইতে ঢাল পড়িয়া গেলে খায়বরের নগর প্রাচীরের দ্বারের কপাট,—যাহা সাত জনেও উত্তোলন করিতে সক্ষম ছিল না, তাহাই তিনি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেন। এই যুদ্ধে একাদশ জন মুসলমান শহীদ হন। ইহুদীদিগের উনশত জন নিহত হয়।*

এই যুদ্ধক্ষেত্রেই ইহুদীগণ হজরতের খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধেই ধর্ম্ম ভাস্কর আলীর আসরের নামাজের (অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার উপাসনা) সময় উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যাস্ত গেলে হজরতের প্রার্থনায় পুনরায় আসরের উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় মত সূর্য্যোদয় হয়।

এই সনে গর্দ্দভের মাংস ও হিংস্র জন্তু ভক্ষণ, যুদ্ধে প্রাপ্ত জিনীসাদি বণ্টনের পূর্ব্বে গ্রহণ এবং দাসীর সহিত সহবাস করা নিষিদ্ধ হয়।

---

* এই যুদ্ধে সম্রাট্ হারুনুর্ রশীদের বংশোদ্ভবা সুফিয়া নাম্নী জনৈক যুবতী বন্দিনী হইয়া আসেন। হজরত ইঁহাকে কারামুক্ত করিয়া বিবাহ করেন।

এই যুদ্ধে মুতাআ * বিবাহ করা নিষিদ্ধ (হারাম) হয়। ইস্লামের অভ্যুদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত উহার প্রচলন ছিল।

এই বৎসর আবুসুফিয়ানের কন্যা উম্মেহবিবা স্বামীসহ হাবস প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায় তদীয় স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে হাবসের সম্রাট্ নাজ্জাশী তাঁহাকে হজরত সমীপে প্রেরণ করেন। হজরত তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। †

এই বৎসর হজরত একবিংশতি শত অশ্বারোহীসহ কাজা উমরা ‡ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় হজরত শরফ নামক স্থানে হারেছের দুহিতা বিবী মায়মূনাকে সহধর্ম্মিণী করেন। ¶

---

* চারি কিম্বা ছয় মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করাকে "মুতাআ" বলে।

† কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনা ৬ষ্ঠ সনে সংঘটিত হয়।

‡ নির্দ্দিষ্টকালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কার কাবা-মন্দির প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জব্রত বলে। উমরাও হজ্জের ন্যায় ব্রত বিশেষ। হজ্জ ক্রিয়ার ন্যায় এহ্‌রাম (স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করাকে এহ্‌রাম বলে।) বাঁধিয়া মক্কার অদূরবর্ত্তী তানইম নামক স্থানে কয়েক বার নামাজ পড়িয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেই 'কাজা' হয়।

¶ বিবী মায়মুনা ৬৩ সনে এই স্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মায়মুনা দেবী হজরতের সর্ব্বশেষ বিবী। তাঁহার মৃত্যুও সকলের পর হয়।

মতান্তরে বিবী সুফিয়া সর্ব্বশেষ স্বর্গারোহণ করেন বলিয়া জানা যায়।



অষ্টম হিজরী।

এই সনের সফর মাসে উমর বেন্নে আস, খালেদ বেন্নে অলীদ, উসমান বেন্নে আবিতালহা মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করিয়া ইস্লামে দীক্ষিত হন। *

জিলহজ্জ মাসে দেবী মারিয়া কব্তীয়ার গর্ভে কুমার ইব্রাহীমের জন্ম হয়। হজরত এই শুভ সংবাদবাহককে এক দাস প্রদান করেন।

এই বৎসর মস্জেদে নবভীর মধ্যে মিম্বর সংস্থাপিত হয়। ‡

এই বৎসর মোতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হারেছ বেন্নে আমীর ইস্লামের নিমন্ত্রণ পত্রসহ বসরার সম্রাট শরহাবীল বেন্নে উমর গাসানীর নিকট প্রেরিত হন। শরহাবীল হারেছকে হত্যা করেন। তজ্জন্য জায়েদ বেন্নে ছারেছা আবার তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শারহাবীলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে নিযুক্ত ও প্রেরিত হন। শারহাবীল সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর হন। জায়েদের হাতে ইস্লামী পতাকা ছিল। তিনি শহীদ হইলে জা'ফর বেন্নে তালেব উহা গ্রহণ করেন। জাফরও শহীদ প্রাপ্ত হইলে আবদুল্লা বেন্নে রোওয়াহা পতাকাধারী হয়েন। খালেদ বেন্নে অলীদের সেনাপতিত্বে ইস্লাম পক্ষ এই যুদ্ধে জয় লাভ করেন। খালেদ 'সায়ফুল্লা' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের তরবারি' উপাধি প্রাপ্ত হন। আবদুল্লাকে পক্ষি-রাজ (তাইয়ার) উপাধি প্রদত্ত হয়।

---

* কেহ কেহ বলেন, হিজরী ৭ম সনে এই ঘটনা ঘটে।

‡ মতান্তরে হিজরী ৭ম সনে মিম্বর স্থাপিত হয়। জুমার দিবস আচার্য্যের 'খোতবা' পাঠ করিবার বেদীকে 'মিম্বর' বলে।

মক্কা জয়।

অষ্টম সনেই মক্কা জয় হয়। পবিত্র রমজান মাসে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হজরত মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হন। * রমজান মাসের বিংশতি দিবসে মক্কা বিজয় ‡ সম্পন্ন হয়। মক্কায় হজরত পঞ্চদশ দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই কতিপয় দিবস কেবল শান্তি স্থাপনার্থেই মক্কায় ইতস্ততঃ সৈন্য বিচরণ করিত। ঈশ্বরানুগ্রহে তত্রত্য জনসাধারণ অচিরকাল মধ্যে ইস্লামের সুশীতল অধীনতা পাশে চিরাবদ্ধ হয়। খালেদ বেন্নে অলীদ, উমর বেন্নে আস, সাআদ বেন্নে কবরোর প্রভৃতি এই পঞ্চদশ দিবস বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সকলের হিংসা বিদ্বেষ ও বিরোধ সমূলে উৎপাটিত করেন।

---

* এই সময় আবদুল মতলবের পুত্র আব্বাস মক্কা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে মদিনায় আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পথে হোসাফা নামক স্থানে হজরতের সাক্ষাৎ হয়। মহানুভব আব্বাস মক্কায় জমজম্ কূপের সন্নিকটে বাস করিতেন। মহাত্মা মা'ভীয়া, আবুসুফীয়ান ও তদীয় সহধর্ম্মিণী হেন্দা, আবু জেহেলের পুত্র আকরামা প্রভৃতি এই বৎসর ইস্লাম গ্রহণ করেন।

‡ মক্কা জয় করিয়া হজরত কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মবিতার আবুবাকর সিদ্দাক তদীয় বৃদ্ধ পিতা পলিত কেশ আবু কুহাফাকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করেন। হজরতের কর স্পর্শে আবু কুহাফা ইস্লাম গ্রহণ করেন।

আবুকুহাফাকে আসিতে দেখিয়া হজরত বলিয়াছিলেন—"আপনি (মহানুভব আবু বাকর) এই চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধকে কষ্ট দিতেছেন কেন? আমিই ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিতাম।"

অনন্তর ৫ই শওয়াল ১০০০০ দশ সহস্র মদিনাবাসী ও ২০০০ দুই সহস্র মক্কা নিবাসী সমভিব্যাহারে হজরত হুনাইনের দিকে অগ্রসর হয়েন। কোনও সহচর এই বিপুল বাহিনীকে হজরতের অধীনতা পাশে আবদ্ধ দেখিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"আমরা এখন হইতে আর কোথাও কখনও পরাজিত হইব না।" কিন্তু পক্ষ্যপক্ষে তখনও অনেক নব দীক্ষিত মুসলমান গোপনে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বশীভূত ছিল। ইস্লামী সৈন্যের গর্ব্বস্ফীত অসাবধানতায় সুযোগ পাইয়া তাহারা সহসা বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। হুনাইনে এই সময় দলে দলে নবধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ যুদ্ধ ব্যূহ রচনা করে। ইহাতে হজরত দয়াময়ের প্রার্থনা করি[illegible] কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা চূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক ফুক দিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি নিক্ষেপ করেন। তখনই তাহাদের দলে পরাজয় সূচনা হইতে লাগিল। এই হুনাইনের যুদ্ধে ৪ জন মুসলমান শহীদ ও সপ্ত ৩ জন বিধর্ম্মী হত হয়।

পুনরপি আবুআমর আশআরী এক প্রকাণ্ড বাহিনীসহ আওতাসের দিকে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্ব্বিংশ সহস্র উষ্ট্র, চত্বারিংশ সহস্র ছাগল, চারি সহস্র দুরা (?) রৌপ্য এবং ছয় সহস্র ব্যক্তি ইহাতে বন্দীকৃত হয়। *

তদনন্তর হজরত তায়েফে উপনীত হইয়া তায়েফবাসীদিগকে অষ্টাদশ দিবস অবরোধ করিয়া রাখেন। এই যুদ্ধে দ্বাদশ জন সহচর শহীদ হন। যুদ্ধ নিঃশেষ না করিয়াই হজরত জা-আরানা

* ইহাদের মধ্যে শীমা নাম্নী হজরতের এক দুগ্ধভগ্নীও ছিলেন। হজরত তাহাকে সসম্মানে তদীয় আবাসে পৌঁছাইয়া দেন।

হইতে এহ্‌রাম বাঁধিয়া ৬ই জী-কাআদা উমরা ব্রত উদ্‌যাপনে মক্কায় চলিয়া যান। উপরোক্ত জা-আরানায় উপনীত হইয়া তিনি হুনাইনের প্রাপ্ত ধন সম্পত্তি বণ্টন করেন। তথায় তায়েফের হাওয়াজেন সম্প্রদায় আসিয়া মুসলমান হইলে হজরত তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও ধনসম্পত্তি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর তাহাদের দলপতি আসিয়া ইস্লামে দীক্ষিত হয়েন। হজরত তাঁহাকে শত উষ্ট্র প্রদান করিয়া তদীয় আত্মীয়দিগকে বিমুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে তায়েফের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

জা-আরানে কোরাইশিগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যে লুব্ধ হইয়া হজরতকে এক বৃক্ষতলে আক্রমণ করে এবং বলপূর্ব্বক তদীয় উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করে। * এতদ্দৃষ্টে হজরত সহর্ষে বলেন—"ভ্রাতৃগণ! পৃথিবীর ধন সম্পত্তি হস্তগত করা সহজ ব্যাপার। ইহারা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বিশ্বাসী সম্প্রদায়,—তাহাদের ধন ও গৃহাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে; তাহাদের দেশ তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই সমস্ত দ্রব্য তাহাদিগকে ফেরত দিব। তবেই তাহাদের বিশ্বাসে ভূমি-কম্প আসিবে না।"

তার পর এছাব বেন্নে আসীদকে মক্কায় প্রতিনিধি রাখিয়া হজরত মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বৎসর হজরত, সোদা দেবীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই বৎসর হজরতের জ্যেষ্ঠা সাহেবজাদী (জ্যেষ্ঠা কন্যা) জয়নব দেবী স্বর্গারোহণ করেন।

---

* কোন কোন আন্সারও এই বণ্টনে আপত্তি উত্থাপিত করেন।

নবম হিজরী।

হিজরী ৯ম সালে অলীদ বেন্নে আকাবা, খাজাআ বংশের উপর সদ্‌কা * আদায়ের জন্য প্রেরিত হন। খাজাআ সম্প্রদায় মহাত্মা অলীদকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু তিনি তাহা বিপরীত ভাবিয়া মনে করিলেন,—"ইহারা বুঝি দলবদ্ধ হইয়া আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।" সুতরাং তিনি পথ হইতে মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হজরতের নিকট তাহাদের অপবাদ করেন। §

এই বৎপর হজরত স্ত্রী সংস্রব হইতে এক মাসকাল পৃথক থাকেন।

এই বৎসর হজরত আলীকে মদিনার খলিফা পদে অভিষিক্ত করিয়া হজরত বতূকে যুদ্ধ গমনে উদ্যত হন। হজরত আলী হজরতের বিচ্ছেদ ভয়ে ভীত হইয়া, বিশেষতঃ হজরতের সঙ্গে যুদ্ধে গমন না করায় বিধর্ম্মীগণ তাঁহাকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে, এই ভয়ে মদিনায় থাকিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাতে হজরত বলিলেন—"আপনি আমার পক্ষে হজরত মূসার ভ্রাতা মহাত্মা হারুনের মত। এই কঠোর দায়িত্ব পূর্ণ কাজ আপনি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভব না।"

হজরত আবু বাকর সিদ্দীক আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তি এবং হজরত উমর ফারুকে আপনার অর্দ্ধেক ধন সম্পত্তি এই যুদ্ধের

* ভাবী বিপদ দূরীকরণার্থই এই সদ্‌কা আদায় করা হইয়াছিল।

§ তখন এই শ্লোক (আয়াত) অবতীর্ণ হয়——"তোমার নিকট যদি কোন দুরাচার কোন সংবাদ লইয়া আসে, তবে তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রদান করেন। কিন্তু বতূকে দুইমাস কাল অবস্থিতি করিয়া হজরত বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। আয়েলা, হর্‌কী ও আরজজ সম্প্রদায় তথায় উপনীত হইয়া জিজিয়া * দিতে স্বীকৃত হয়।

বতূক হইতে হজরত, খালেদকে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া একীদরের রাজা দুমাতূল-জন্দলের প্রতি প্রেরণ করেন। মহাবীর খালেদ রাজা দুমাতুল জন্দলকে বন্দীকৃত করেন ও তদীয় ভ্রাতাকে হত্যা করেন। দুমাতুল জন্দল জিজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় হজরত মস্‌জেদে জারার পার্শ্ব দিয়া আসিতে'ছলেন, তথন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই মস্‌জেদ ভূমি সাৎ ক্‌রেন। † হজরত রমজান মাসে মদিনায় প্রত্যাগত হন।

এই বৎসর কাদ্‌ছাকীফ আসিয়া ইস্লাম গ্রহণ করত এই সর্ত্ত প্রার্থনা করে—"আপনারা এক যুগ পর্য্যন্ত লাত (দেবমূর্ত্তি বিশেষ) ও স্বেচ্ছাচার মূলক স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারিবেন না এবং আমরাও নামাজ পড়িব না। তার পর আমরা ইস্লামের সম্পূর্ণ অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইব এবং যথন যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই অবাধে প্রতিপালন করিব।" হজরত তাহার এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া উছমান বেন্নে আবিল আসকে তাহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং আবূ সুফীয়ান বেন্নে

* জিজিয়া—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর।

† এই মস্‌জেদ প্রতিহিংসা মূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হরব ও মগিরাকে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লাত ও স্বেচ্ছাচারিতা বিনষ্ট করিতে প্রেরণ করেন।

এই বৎসরই হামীর প্রদেশ হইতে উক্ত প্রদেশের রাজার ইস্লাম গ্রহণের সংবাদ লইয়া পত্রসহ দূত আগমন করেন।

এই বৎসর হজরত সদাশয় আবুবাক্কর সিদ্দীককে হজ্বব্রতে প্রেরণ করেন। তাঁহার পশ্চাৎ হজরত-আলীকেও এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে,——"বিধর্ম্মী কোরাইশদিগকে সন্ধি ভঙ্গ করতঃ উলঙ্গ হইয়া কাবা-মন্দির প্রদক্ষিণ (তোওয়াফ) করিতে নিষেধ করিবে; কোনও বিধর্ম্মীকে হজ্ব করিতে দিবে না। একেশ্বরবাদী মুসলমান ভিন্ন কোন বিধর্ম্মী স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই বৎসর জানীয়া গাম্‌দিয়াকে প্রস্তরাঘাত করা হয় এবং আভীম বেন্নে হারেছ তদীয় বিবির সহিত সম্মিলিত (মেলাফ হন।

রজব মাসে রাজা নাজ্জাসী হাবশা মৃত্যুমুখে পতিত হন। হজরত মদিনায় থাকিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মুক্তি প্রার্থনা করিয়া 'জানাজা' পড়েন। *

এই বৎসর হজরত উছমানের সহধর্ম্মিণী উম্মে কুলছোম দেবী স্বর্গারোহণ করেন।

জী-কাআদা মাসে আবদুল্লা বেন্নে আবি মনাফেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হজরত পূর্ব্ব অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে ও বিধর্ম্মী-

* এত সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক শাফই (জনৈক ইমাম) ভিন্ন স্থান হইতে 'জানাজা' পড়া সিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু হানিফী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) বলেন—"ভিন্ন স্থান হইতে শুধু নাজ্জাশীর জানাজা পড়াই হজরতের প্রতি সিদ্ধ ছিল।"

দিগের মনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহার স্বদেহের পরিধেয় আবদুল্লার মৃত দেহে পরাইয়া দেন। এতদ্দর্শনে উবী সম্প্রদায়ের এক সহস্র ব্যক্তি ইস্লাম ধর্ম্ম আলিঙ্গন করে।

অনেক বিধর্ম্মীই মক্কানগরীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল। যখন তাহারা দেখিল যে, মক্কা ইস্লাম বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কশায়িনী এবং তথায় একেশ্বর বাদের জয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইয়া চির স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে এবং যে কোরাইশ সম্প্রদায় আরবের সম্মানিত বংশ ও কাবা-মন্দিরের পুরোহিত, তাহারাও সকলে ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রতিমা পূজার কু-সংস্কার তিমিরাচ্ছন্ন যুগ অপসারিত হইয়া তৎ স্থানে সত্য-সনাতন ইস্লামের শুভ অভ্যুদয় হইয়াছে। * সুতরাং তখন আরবের বিভিন্ন স্থানের লোক সমুদয় আসিয়া ইস্লামের শান্তিময়ী পতাকা নিম্নে চির শরণলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিল।

দশম হিজরী।

রবিউল আখের মাসে বনী হারেছ বংশের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহারা সাগ্রহে ইস্লাম আলিঙ্গন করায় সৈন্যগণ অচিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই বৎসর ওয়াফাদ সালামান, ওয়াজদুগাণ, আমর, ওয়াফা-

---

* "সত্য উপনীত হইয়াছে, অসত্য প্রস্থান করিয়াছে। নিশ্চয় অসত্য প্রস্থানকারী।" (কোরান-শরীফ।)

দিজুবেদ হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া ইস্লামে দীক্ষিত হন। ইহাদের মধ্যে উমর বিন মাআদি করবও ছিলেন। *

আবদুল কায়েস, আশ-আছ, ওয়াফাদ প্রভৃতি বনীহানিফা সম্প্রদায় আসিয়াও ইস্লাম গ্রহণ করেন। এই দল মধ্যে মিথ্যা-বাদী মোসায়লেমাও ছিল। সে বিধর্ম্মী হইয়া প্রেরিতত্বের দাবী করতঃ প্রকাশ করিয়াছিল যে——"হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে তদীয় অংশ ভাগী করিয়াছেন।"

এই বৎসর মহাত্মা জরীব বেন্নে আবদুল্লা জবলী সার্দ্ধ শতাধিক লোকসহ ইস্লাম গ্রহণ করেন। হজরত তাঁহাকে জুভীল খুলাফার দিকে দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন।

এই বৎসর হজরত-আলী এামন প্রদেশাভিমুখে প্রেরিত হন।

এই বৎসর হুজ্জাতুল ভেদাআ অর্থাৎ হজরতের জীবনের শেষ বা বিদায় হজ্ব করা হয়। হজরত মদিনা প্রস্থান করিলে পর ইহা ভিন্ন আর হজ্ব করেন নাই। † হজ্বের দিবস হজরতের নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ হয়——"অদ্য আমি তোমাকে তোমার দিন্ (ইস্লাম) পূর্ণ করিয়া দিয়াছি।"

এই বৎসর হজরতের শিশু সন্তান কুমার ইব্রাহীম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

এই বৎসর জেমাম বেন্নে ছা'লেমা হজরতের সমীপে উপ-

---

* হজরত স্বর্গারোহণ করিলে মাআদি করব পুনরায় বিধর্ম্মী হইয়া যায়, কিন্তু পরে আবার মুসলমান হন।

† মদিনা প্রস্থান করিবার পর হজরত অনেকবার মক্কা গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিয়মিতরূপে যাওয়া হয় নাই বলিয়া তাহা হজ্ব মধ্যে পরিগণিত নহে।

নীত হইয়া ইস্লামের মর্ম্ম অবগত হন এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

এই বৎসর বিশ্ব-বিখ্যাত পরোপকারী মনস্বী হাতেম তাইর বংশধর ও কন্যা বন্দীকৃত হন। পুত্রটি সিরিয়াভিমুখে পলায়ন করে। হজরত কন্যাটিকে বিমুক্ত করিয়া বিবিধ উপঢৌকনসহ বিদায় প্রদান করেন। তাঁহারা পরে উভয় ভ্রাতা ভগ্নী মিলিত হইয়া হজরতের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। *

এই বৎসর মহাত্মা খালেদ বোখ্‌রানের বনী হারেছ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তাহারা মুসলমান হইয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করে।

এই বৎসর এ্যামন প্রদেশের তাপসশ্রেষ্ঠ বাজান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মহাত্মা মাআজ বেন্নে জবলকে এ্যামন ও হাজর মৌতের দিকে প্রেরণ করা হয়। এই সময় হজরত পদব্রজে মাআজকে কতদূর আগুবাড়াইয়া দিতে গমন করেন। বিদায়কালে হজরত বলিয়াছিলেন——"প্রিয় মাআজ! বোধ হয় এই বৎসরের পরে আর আমাকে পাইবেনা। ইহাই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" মহানুভব মাআজ এতচ্ছ্রবণে রোদন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করেন।

এই বৎসর জুজ্‌বা বেন্নে আবদুল্লা, জিল কেলাআ বেন্নে

---

* মতান্তরে প্রকাশ যে, তাঁহারা হিজরী নবম বৎসরে ইস্লাম গ্রহণ করেন।

নাকুয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। জিল কেলাআ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তদীয় হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

এই বৎসর ফারওয়া বেন্নে উমরুল জুজামী মুসলমান হন। *

একাদশ হিজরী।

এই সনে চতুর্ব্বিংশ সফর তারিখ সোমবার দিবস উসামা বেন্নে জায়েদকে উব্নী † দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার জন্য এক বিপুল বাহিনী সংগঠিত হয়। কিন্তু বুধবার দিবস হজরতের শিরঃপীড়া ও জ্বর আরম্ভ হয়। বৃহস্পতিবার দিবস মহাত্মা উসামাকে ডাকিয়া হজরত তদীয় হস্তে পতাকা প্রদান করেন। তিনি সসম্ভ্রমে পতাকা গ্রহণ করিয়া মদিনার অনতিদূরে জুরুফ নামক স্থানে উপস্থিত হন। হজরত আবু বাক্কর সিদ্দীক, উমর ফারুক, সাআদ বেন্নে আবি ওয়াকাস, আবুউবীদা বেন্নুল

---

* এই সময় ফারওয়া তুরস্ক সম্রাটের গবর্ণর হইয়া আরব ও তুরস্কের প্রান্তভাগ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট তাঁহার মুসলমান হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে ইস্লাম পরিত্যাগ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকেন। তাহাতে ফারওয়া বলিতেছিলেন,—'আপনি অবশ্য অবগত আছেন যে, পূর্ব্বের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এই মহাপুরুষের অভ্যুদয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি রাজ্য ধ্বংস হইবার ভয়ে এহেন মহাপুরুষের সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইতেছেন না।" সম্রাট ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া ফারওয়ার বধ সাধন করেন।

† ইহা তুরস্ক প্রদেশান্তর্গত। তথায় উসামার পিতা জায়েদ যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

জুর্বাহ্ প্রভৃতি আন্সার মোহাজের উসামার সঙ্গীয় করিয়া প্রেরণ করা হয়। *

১০ই রবিউল আউওয়াল শনিবার দিবস উসামাকে বিদায় করিয়া হজরত গৃহে পদার্পণ করেন। রবিবার দিবস রোগ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রাগুল্লিখিত মিথ্যাবাদী মোসায়লেমা এবং আস্‌দ গণীর আবির্ভাব সংবাদ রাষ্ট্র হয়। হজরত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া আস্‌দের হত্যা-সংবাদ সকলকে জ্ঞাপন করেন। ‡

পাপাত্মা আস্‌দের নাম আবলা বেন্নে কাআব ছিল। সে 'জোল হেমার' নামেও অভিহিত হইত। আস্‌দ যাদুবিৎ ছিল। সে লোকের নিকট আশ্চর্য্য ও আগামী কথা বলিত। হজরতের 'হুজ্জাতুল ভেদাআ'র পর আস্‌দ এই অভিনয় করিতে আরম্ভ করে।

মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠ মোসায়লেমাকে হজরত আমীর হামজার হন্তা ওয়াহ্‌শী হত্যা করে। মোসায়লেমা বৃদ্ধ ছিল। সে মস্ত

---

* উসামার অধিনায়কতায় কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন।

‡ তাহার হত্যা সংবাদ এইরূপ :—আস্‌দ এ্যামন প্রদেশের শহর বেন্নে বাজানকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীকে নিকাহ্ করে এই রমণী ফিরোজের খুল্লতাত ভগ্নী। ফিরোজ রাজা নাজ্জাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ফিরোজ কোন চক্রান্তে বিজড়িত করিয়া আস্‌দকে বন্দী ও নিহত করেন। আস্‌দ মৃত্যুর সময় গরুর ন্যায় এক প্রকার বিকট চীৎকার ধ্বনি করে। তদীয় চাকর ও দ্বারবানগণ এই বিকট শব্দে আতঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"এ কেমন শব্দ ?' তাহাতে শহরের স্ত্রী উত্তর করিয়াছিলেন—"ইহা তোমাদের প্রেরিত পুরুষের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার শব্দ।"

পান ও পরস্ত্রী গমন সিদ্ধ বলিয়া বলিত এবং লোককে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিত। বুদ্ধিশূন্য ও জ্ঞানহীন একদল লোক তাহার বশীভূত হইয়াছিল। এই দুরাত্মা পবিত্র কোরান শরীফেরও অনেক অংশ বিকৃত করিয়া বর্ণনা করিত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করিতেও প্রয়াস পাইত। কিন্তু তাহার ফল ফলিত বিপরীত। কাহাকেও বয়স বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিলে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিত। কাহারও চক্ষু জ্যোতিঃ বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিলে অমনি তাহার নয়ন যুগল অন্ধ হইত।

হজরতের স্বর্গারোহণ।

সোমবার দিবস হজরত মস্‌জেদে পদার্পণ করত সকলকে প্রাতরুপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গৃহে ফিরেন। এই দিবসের দ্বিপ্রহরে মোস্লেম জগৎ শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইস্লাম জগতের কর্ণধার হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সচ্চিদানন্দ করুণাময় বিশ্ব-নিয়ন্তার সহিত সম্মিলিত হইলেন। * মঙ্গলবার দিবস তাঁহার পবিত্র শব অবগাহণ করা হয় এবং সমস্ত দিবস বিভিন্ন স্থানের লোক দলে দলে আসিয়া জানাজা পড়িতে থাকেন; বুধবার দিবস শব গোরস্থ করা হয়।

---

* মতান্তরে দ্বাদশ রবিউল আওয়ালের সোমবারের প্রাতে (৬৩২ খ্রীঃ ৪ঠা জুন) হজরত স্বর্গারোহণ করেন।

হজরতের চরিত্র।

যিনি নিখিল জগতের পূজ্য, স্বয়ং নিখিলনাথ যাঁহার সখা, এ অধমের দুর্ব্বল লেখনীর পক্ষে তাঁহার দেব চরিত্র অঙ্কনের প্রয়াসই ধৃষ্টতা মাত্র। আপনার চরিত্র মাহাত্ম্যে, আপনার গৌরবে এবং আপনার মহত্ত্বে আজ হজরত ধরাতলে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ দেদীপ্যমান; তাঁহার আবার পরিচয় কি? শত শত রাজমুকুট তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া গরীবের বেশে দীনভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। পার্থিব নশ্বর ধনসম্পদ ও মান সম্মানের উপর তাঁহার দৃষ্টি কদাচ পতিত হয় নাই; তিনি সর্ব্বদা জগৎপতির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া ছিলেন। সত্যই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় ছিল; কেবল তাঁহার সেবা করিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শুধু এই অস্ত্রবলে তিনি সহায়সম্পদ বিহীন হইয়াও সহস্র সহস্র অরাতিকে পরাভূত করিয়া যথাতথা আপনার গৌরব-নিশান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

হজরত নিতান্ত অনাড়ম্বর ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সামান্য বস্ত্রে তাঁহার লজ্জা নিবারণ হইত; খর্জ্জুর আহারে তিনি জীবন ধারণ করিতেন; সামান্য শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন। নিজের পরিচ্ছদ, নিজের পাদুকা তিনি নিজে মেরামত করিতেন; আপনার সকল গৃহকর্ম্মই আপনি সম্পন্ন করিতেন। তজ্জন্য কাহারও উপর তাঁহার অপেক্ষা ছিল না। তিনি অনেক সময় নিজেই গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতেন। পীড়িতদের প্রতি তিনি

অত্যন্ত সদয় ছিলেন। শবাধার দেখিলেই তিনি নিজে বহন করিয়া সমাধি-স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীতদাসের প্রতি তাঁহার ভিন্ন ভাব মাত্রই ছিল না; অসঙ্কোচে তাহাদের গৃহে গিয়া তিনি পান ভোজন করিতেন। আশ্রিতকে আশ্রয় দান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

তিনি সাতিশয় সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তাঁহার ধন সম্পদ ছিল না, অথচ তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত লোক জগতে বিরল। তাঁহার হৃদয় শৌর্য্যের উপাসক ও সত্যের সেবক ছিল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা জগতে অতুলনীয়।

দরিদ্রগণ তাঁহার নিকট অতি আদরের পাত্র ছিল। অনেক গৃহহীন ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি তদীয় গৃহে আশ্রয় পাইত। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও হতাশা-পীড়িতদিগকে উৎসাহ ও সাহস দিবার জন্য তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের গৃহে গমনাগমন করিতেন। অতি ঘোর শত্রুর প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও তিনি কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। বিলাসিতা তাঁহার ত্রিসীমায়ও পঁহুছিতে পারিত না। ইচ্ছা করিলে তিনি রাজরাজেশ্বরের মত চলিতে পারিতেন, কিন্তু সেই ক্ষণ-স্থায়ী সুখের জন্য তিনি কখনও লালায়িত হন নাই। এক এক দিন তাঁহাকে সপরিবারে অনশনে থাকিতে হইত; তৈলাভাবে অনেক দিন তাঁহার গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপও জ্বলিতনা; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই।

বালকবালিকাগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। দাসদাসীগণের প্রতি তিনি সাতিশয় কোমল ও সাধু ব্যবহার

করিতেন্। ক্রোধবশে তিনি জীবনে কখনও কাহারও গায়ে হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় নারীজাতির এমন বন্ধু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নারীজাতির স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য ও দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত এখন সর্ব্বজন বিদিত ও জগতের প্রভূত হিতসাধন করিতেছে।

হজরত আশৈশব নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন ও নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তামগ্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। তদীয় কোন নর্ম্ম সখা তাঁহাকে ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন,—"মানুষ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে সময় নষ্ট করুক, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। তাহারা মহত্তর কার্য্যের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।" তাঁহার চিন্তাশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উন্নত ও মানসিক বৃত্তিনিচয় সমধিক উদার ছিল। তদীয় অন্তঃকরণ স্বচ্ছ দর্পণবৎ নির্ম্মল ও কুসুমাদপি কোমল ছিল। তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কপটতার লেশমাত্র ছিল না; ধনী দরিদ্র তাঁহার চক্ষে এক বলিয়া প্রতিভাত হইত। তাঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রাণমন সর্ব্বদা জগন্নিয়ন্তার প্রতিই একাগ্র ভাবে আসক্ত থাকিত। তদীয় প্রিয়তমা পত্নী আয়েশা দেবী বলিয়াছেন,—"যখন হজরত উপাসনা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার চিত্ত জগদীশ্বরে বিলীন হইয়া যাইত। তখন তদীয় মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। স্বয়ং

আমিও তখন তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতাম না। উপাসনার সময় তাঁহার যে কেবল হৃদয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটিত, এমন নহে, তাঁহার রক্ত মাংস গঠিত দেহ পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইত!"

হজরতের শারীরিক গঠন।

(হুলিয়া শরীফ।)

হজরত অতীব সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি প্রতপ্ত চামীকর তুল্য অথচ গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল পীনোন্নত, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘায়ত, নাসিকা উন্নত ও দেখিতে সুন্দর ছিল। তদীয় মুক্তাপংক্তি সদৃশ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দন্তরাজি, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগল, শারদীয় চন্দ্র তুল্য উজ্জ্বল বদনমণ্ডল, দীর্ঘ ও ঘনকৃষ্ণ কেশদাম এবং নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব দেহ দেখিলে সহজেই তাঁহাকে মহা সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যশালী পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি অত্যন্ত স্থূলও ছিলেন না, অত্যন্ত ক্ষীণকায়ও ছিলেন না। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক হইত। তাঁহার কথা সুধা-বৃষ্টির মত মধুর ও আনন্দজনক ছিল। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণই তদীয় পবিত্র দেহে বর্ত্তমান ছিল।

হজরতের স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধি স্থলে একটা মাংসপিণ্ড ছিল। উহাকেই 'মোহরে নবুয়ত' বলা হয়। উহাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর্ রাসুলুল্লাহ্" লিখিত ছিল।

হজরত সম্বন্ধে বিবিধ।

হজরতের ১০টি অশ্ব, ২টি উষ্ট্র, ২০টি উষ্ট্রী ও সাতটি ছাগী ছিল। বনী ফজারা হইতে যে অশ্ব তিনি প্রথম ক্রয় করেন, তাহার নাম ছিল সকর (বা উৎস)। উহা অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল। এই অশ্বে আরূঢ় থাকিয়াই হজরত উহুদে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তদীয় আর একটি অশ্বের নাম ছিল সামজা ও মুর্ত্তাজিস (হ্রেষা রবকারী)। ফসওয়া নামক উষ্ট্র ভিন্ন আরও একটি উষ্ট্র তাঁহার বাহন ছিল। উষ্ট্রীগুলি খাবনামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। উহাদিগ হইতে তিনি প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতেন। জুয়ানিয়া নামক স্থানে এই সকল অশ্ব ও উষ্ট্র রক্ষিত হইত। উম্মে আয়মন ছাগীগুলি পালন করিতেন। ছাগ-প্রতিপালনকে হজরত অত্যন্ত শুভপ্রদ মনে করিতেন।

প্রায় ১৪ | ১৫ জন লোক হজরতের সেবার কার্য্য করিতেন। তন্মধ্যে প্রভুগত প্রাণ বেলাল, আমস, মসউদ পুত্র আবদুল্লা ও জুমখমর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপস্থিতির সময় তিনি ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

হজরতের চারিখানি কাঁচা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল। উহাদের মধ্যে বৃক্ষ ডালের বেড়া দ্বারা ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ করা ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রকোষ্ঠ বিহীন আরও পাঁচখানি গৃহ ছিল। গৃহগুলি প্রত্যেকে আরবীয় গজে ৩ গজ লম্বা ছিল। গৃহের দরজায় পশমী কাপড়ের বা চামড়ার পর্দ্দা দেওয়া হইত।

বলিয়াছি ত রাজরাজেশ্বর হইয়াও হজরত দীনাতিদীনের মত জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার সম্পত্তি তেমন কিছু ছিল না

বলিলেই হয়। মুখেরিক নামক জনৈক ইহুদী হজরতকে সাত-খানি বাগান দান করিয়াছিলেন। মদিনার শাসনকর্ত্তা খলিফা উমর বিন্ আজিজ মদিনা শাসনকালে ঐ সকল বাগানের খেজুর খাইতেন। সেরূপ সুমিষ্ট খেজুর আর কোথাও পাওয়া যাইত না। এতদ্ভিন্ন হজরতের নিম্নলিখিত তিনটি সম্পত্তিও ছিল।—

(১) বনী নাজেরের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি।—উহার উপস্বত্ব হজরত নিজেই ভোগ করিতেন। উহার একাংশে মশরুব উম্মে ইব্রাহীম বা তদীয় মাতা মেরীর গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত ছিল।

(২) কদক।—ইহাতে যে সকল ফলমূল উৎপন্ন হইত, তাহা দূরাগত পথিকদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত।

(৩) খাইবারের পঞ্চমাংশ জমি।—এই সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ হজরতের পরিবারের ভোগ্য ছিল, আর ২ ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট ছিল।

তিনখানি তরবারি, চারিটি ধনুক, একটি তর্কশ, একটি শিপর ও দুইটি বর্ম্ম হজরতের যুদ্ধোপকরণ ছিল।

হজরত নিদ্রোত্থিত হইয়াই দন্তধাবন করিতেন। তাল বৃক্ষের সবুজ শাখা দ্বারা তদীয় দন্ত মার্জ্জনী প্রস্তুত হইত। দন্ত-মার্জ্জনী সঙ্গে না লইয়া তিনি কখনও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন না। দন্তধাবনে তাঁহার আদৌ আলস্য ছিল না। ঘন ঘন দন্তধাবনে তদীয় দন্তমূল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক উপাসনার পূর্ব্বেই তিনি দন্ত মার্জ্জনা করিতেন।

তাঁহার চুল আচড়ান থাকিত। অনেক সময়ে তিনি তৈলও ব্যবহার করিতেন। তিনি গোঁফ ছাটিয়া ফেলিতেন কিন্তু শ্মশ্রু

ছাটিতেন না। তিনি চক্ষে সুরমা ব্যবহার করিতেন। সর্ব্ব-প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ও মধু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এক প্রকার নস্যও তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

তদীয় ভৃত্য আমক তাঁহার পাদুকা ও জলপাত্রাদি রক্ষা করিতেন। তাঁহার জুতায় পটি ও তালি দেওয়া ছিল। উপাসনার সময়েও তিনি পাদুকা ব্যবহার করিতেন। হজরতের স্বর্গারোহণের পর এই সকল জুতা সকলকে দেখান হইত।

হজরতের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদিব বর্ণ সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ শুভ্র বর্ণের পরিচ্ছদই তাঁহার প্রিয় পোষাক ছিল, কিন্তু তিনি লোহিত, সবুজ ইত্যাদি বর্ণের বস্ত্রাদিও ব্যবহার করিতেন। আয়েশা দেবী বলেন যে, তিনি এক সময়ে কৃষ্ণ বর্ণেব পশমী বস্ত্রও ব্যবহার করিয়াছিলেন। সুগন্ধ তাঁহার অতি প্রিয় পদার্থ ছিল। এজন্য তদীয় পরিচ্ছদাদিতেও উহা ব্যবহৃত হইত। হজরতের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ পাগড়ি দ্বারা পরিশোভিত থাকিত।

এক সময়ে একখানি রঞ্জিত পাইড়যুক্ত চাদর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহার পাইড় কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। ডোরা যুক্ত ইমেন কাপড় তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রেশমী বস্ত্র পরিয়াও তিনি এক সময়ে উপাসনা করিতেন, কিন্তু পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন,— "এরূপ পরিচ্ছদ ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য নহে।

তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পোষাকসমূহ খলিফাগণের নিকট রক্ষিত ছিল। কালসহকারে পোষাকগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে তদ্দ্বারা আবার নূতন পোষাক নির্ম্মিত

হইয়াছিল। উত্তরকালে খলিফাগণ কোন বিশেষ পর্ব্বাহে ঐ সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

হজরতের পত্নী-সমূহ।

১। **বিবী খোদায়জা।**—ইনি খালেদ বেনে আসাদের কন্যা এবং একজন ধনবতী বিধবা। হজরতের ২৫ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে বিবী খোদায়জার বয়স ৪০ বৎসর ছিল। ২৫ বৎসর যাবৎ ইনিই হজরতের একমাত্র পত্নী ছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। হজরতের ঔরসে এবং বিবী খোদায়জার গর্ভে কাসেম ও আবদুল্লা নামক দুইটি পুত্র এবং জয়নব, রুকীয়া, ফাতেমা ও উম্মেকুলছোম নামে ৪টি কন্যা জন্মে। এই সকল সন্তানের মধ্যে চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর সহধর্ম্মিণী একমাত্র বিবী ফাতেমাই হজরতের মৃত্যুর পর জীবিতা ছিলেন।

২। **বিবী সউদা।**—ইনি জামার কন্যা এবং সাফরান কোরাইশীর (ইনি হজরতের সহচর ছিলেন) বিধবা পত্নী। বিবী খোদায়জার মৃত্যুর পর দুই মাস পরে ইঁহার সহিত হজরতের বিবাহ হয়।

৩। **বিবী আয়েশা।**—ইনি হজরত অবুবাকরের কন্যা। ইঁহার ৭ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং দশম বৎসর বয়সে ও হজরতের মদিনায় আগমনের ৯ মাস পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৪। বিবী জুয়েরীয়া।—ইনি হারেস বেন্নে আবি-জেরার নামক বনীমস্তালিক সম্প্রদায়ের অধিপতির বিধবা কন্যা। ইনি বনীমস্তালিক যুদ্ধে বন্দিনী হইয়া আইসেন এবং সাবেত বেন্নে কয়েসের হস্তে পড়েন। হজরত ১৮ তোলা স্বর্ণ দিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং পরে বিবাহ করেন। হজরতের মৃত্যুর পর বিবী জুয়েরীয়া ৪৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন।

৫। বিবী হাফসা।—ইনি খুলেশ নামক একজন নৌমুস্লিমের বিধবা পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর ৬ মাস পরে ইঁহার সহিত হজরতের বিবাহ হয়।

৬। বিবী জয়নব।—ইনি খুজেমার কন্যা এবং হজ-রতের পিতৃব্য পুত্র উবেদার বিধবা স্ত্রী। উবেদা বদরের যুদ্ধে হত হন। ইনি নিরাশ্রয় মুসলমানগণের অতিশয় যত্ন লইতেন। হজরতের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইনি লোকান্তরিতা হন।

৭। বিবী উম্মে সালেমা।—ইনি আবু সালেমার বিধবা পত্নী। আবুসালেমা উহুদের যুদ্ধে আহত হইয়া পলায়ন করেন ঐ আঘাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। উম্মে সালেমা অতিশয় দয়াবতী ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "গরীবের মা" বলিত।

৮। বিবী জয়নব (২য়া)।—ইনি হজরতের পোষ্য-পুত্র জায়েদের স্ত্রী। জায়েদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে হজরত কোরান-শরীফের ৩৩ সুরার ৩৬ আয়াতের আদেশানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

৯। বিবী সফিয়া।—ইনি হাইএবে্ন আখ্তারের কন্যা এবং খায়বারের অধিপতি কিনানার বিধবা পত্নী। সফিয়ার স্বামী কামুশের যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন।

১০। বিবী উম্মে হাবিবা।—ইনি আবু সুফিয়া-নের কন্যা এবং উবেদুল্লার বিধবা স্ত্রী। উবেদুল্লা আবিসিনিয়ায় আসিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১। বিবী মায়মুনা।—ইনি হারেসের কন্যা ও হজরতের জনৈক আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী। যখন হজরতের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর ছিল।

হজরতের দাসী পত্নী।

১২। মারিয়া কব্‌তিয়া।—ইনি মিশরের রোমান শাসনকর্ত্তা মুকৌকিস কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি খৃষ্টান ক্রীতদাসী বালিকা। হজরতের ঔরসে তাঁহার ইব্‌রাহীম নামক এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র শৈশবকালেই কালগ্রাসে পতিত হন।

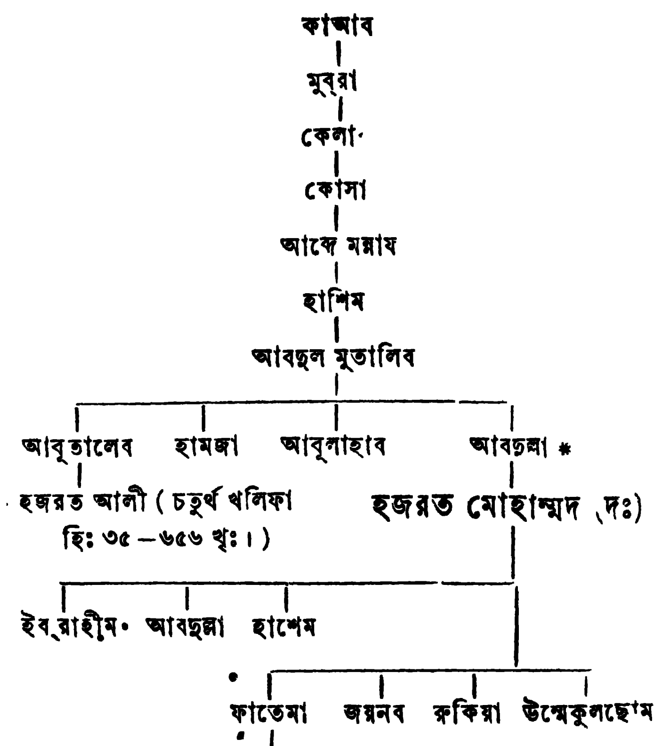
১৩। রিহানা।—ইনি ইহুদী জাতীয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামী বনী কুবেজার যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃতা হন এবং চির জীবনই ইহুদী ছিলেন। কথিত আছে,—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইস্লাম গ্রহণ করেন।

হজরতের মৃত্যু সময়ে তাঁহার ৯ জন স্ত্রী ও ২ জন দাসী পত্নী জীবিতা ছিলেন। বিবী খোদায়জা এবং জয়নব বিন্‌ খুজেমা হজরতের মৃত্যুর পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিতা হন।



হজরতের বংশাবলী।

হজরতের পিতৃবংশ।



* হজরতের পিতা আবদুল্লা আবদুল মুতালিবের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দেবী আমিনা মদিনাবাসী ওয়াহাবের কন্যা। বিবী আমিনার সহিত বিবাহের অল্প দিবস পরে ২৫ বৎসর বয়সে আবদুল্লার মৃত্যু হয়।

ফাতেমা *

ইমাম হাসেন †	ইমাম হুসাইন	৫০ হিঃ
	জয়নাল আবেদিন	৬০ „
	মোহাম্মদ বাকের	৯৪ „
	জা'ফর সাদেক	১৪০ „
	মোসা কাজেম	১৪৮ „
	আলী মোসা রেজা	৮৩ „
	মোহাম্মদ ওকী	২০৩ „
	সৈয়দ মুসানকী	২২০ „
	সৈয়দ আবি আবদুল্লা আহ্‌মদ আসকরী	২৫৪ „
	সৈয়দ মোহাম্মদ মেহ্‌দী	২৬০ „

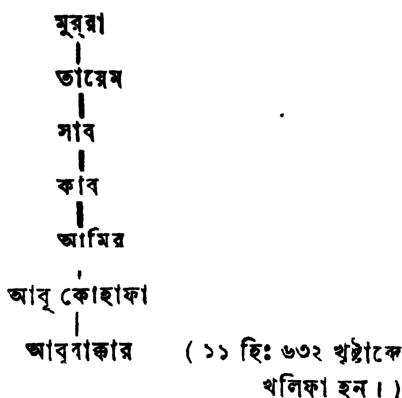
হজরতের মাতৃবংশ।

কেলাব
|
জোহরা (কন্যা)
|
আব্দে মন্নাফ
|
ওয়াহাব
|
আমিনা (হজরতের মাতা)

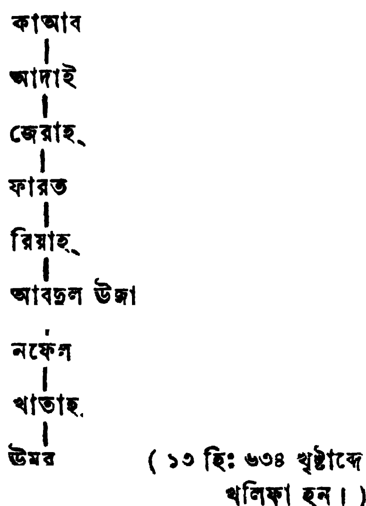
* দেবী ফাতেমা হজরত আলীর সহিত বিবাহিতা হন। জয়নব আবি আসবেয়ে রাবিয়ার সহিত এবং রুকিয়া আতবা যেয়ে আবু লাহাবের সহিত বিবাহিতা হন। রুকিয়া দ্বিতীয় বারে তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানকে পতিত্বে বরণ করেন। রুকিয়ার মৃত্যু হইলে হজরত উম্মে কুলছোমকে পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান গণীর সহিত বিবাহ দেন।

† ইনি হিজরী ৪০—৬৬০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম খলিফা হন। তদীয় সহধর্ম্মিনী বিবী জয়নবের বিষ প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রথম খলিফা হজরত আবুবাকরের বংশ।



দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের বংশ।



বিশেষ ঘটনাবলী।

৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রেল ১২ই রবিউল আউওয়াল হজরতের জন্ম হয়।

৫৯৫ খৃঃ বিবী খোদায়জাকে হজরত বিবাহ করেন।

৬১০ খৃঃ ১৮ই রবিউল আউওয়াল হজরতের প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়।

৬১৩ খৃঃ কোরাইশীয়গণ হজরতের মতের বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করে।

৬১৯ খৃঃ বিবী খোদায়জা দেবীর মৃত্যু হয়।

৬২০ খৃঃ হজরতের পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যু হয়।

" " হজরত তায়েফ গমন করেন।

৬২১ খৃঃ ১৭ই রমজান হজরতের মেয়ারাজের দিন। *

৬২২ খৃঃ ১ম হিজরী ৮ই রবিউল আউওয়াল হজরত মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন।

৬২৩ খৃঃ ২য় হিজরী আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাভূত হন।

৬২৪ খৃঃ ৩য় হিজরী ৪ঠা শওয়াল উহুদে যুদ্ধ হয়।

" " " " হজরত আলীর সহিত বিবী ফাতেমা দেবীর বিবাহ হয়।

৬২৭ খৃঃ ৬ষ্ঠ হিজরী খন্দকের যুদ্ধ হয়।

৬২৮ খৃঃ ৭ম " খায়বরের যুদ্ধ হয়।

৬৩০ খৃঃ ৯ম " মক্কা বিজিত ও তায়েফ অধিকৃত হয়।

৬৩২ খৃঃ ১১ " হজরত শেষ হজ্ব করেন।

" " " " ১২ই রবিউল আউওয়াল সোমবার হজরতের তিরোধান হয়।

---

* অর্থাৎ হজরতের সশরীরে স্বর্গারোহণের দিবস।

৬৩২ খৃঃ ১১ হিজরী হজরত আবু বাকর খলিফা হন ও হজরত উসমান Palestine এ যুদ্ধ যাত্রা করেন।

৬৩৩ খৃঃ ১২ হিজরী খালেদ এরাকের শাসনকর্ত্তা হন।

৬৩৪ খৃঃ ১৩ হিজরী হজরত উমর খলিফা হন ও আবু বাকর স্বর্গারোহণ করেন।

৬৩৫ খৃঃ ১৪ হিজরী ডামস্কস অধিকৃত হয় ও বাওয়ের ফাদেসিয়ায় যুদ্ধ ঘটে।

৬৩৬ খৃঃ ১৫ হিজরী জেরুজালেম অধিকৃত হয়।

৬৩৮ খৃঃ ১৭ হিজরী কুফা এবং বসরা নগর স্থাপিত হয়।

৬৪২ খৃঃ ২০ হিজরী মিসর বিজিত হয়।

৬৪২ খৃঃ ২১ হিজরী পারস্য দেশ অধিকৃত হয়।

৬৫৩ খৃঃ ৩৩ হিজরী ৬ই জিলহজ্ব শনিবার হজরত উছমান গণী খলিফা হন।

৬৫৫ খৃঃ ৩৫ হিজরী হজরত আলী খলিফা হন।

৬৬০ খৃঃ ৪০ হিজরী ১৭ই রমজান হজরত আলী স্বর্গারোহণ করেন।

৬৬১ খৃঃ ৪০ হিজরী হজরত হাসেন খলিফা হন।

৬৬১ খৃঃ ৪১ হিজরী হজরত মাবিয়া ডামস্কের খলিফা হন।

৬৭০ খৃঃ ৫০ হিজরী কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হয়।

৫৭৬ খৃঃ ৫৬ হিজরী এজিদ খলিফার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হয়।

৬৮০ খৃঃ ৬১ হিজরী এজিদ খলিফা হয় ও কারবালার যুদ্ধ ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়।



মদিনায় হজরতের মস্‌জেদ নির্ম্মাণ।

মস্‌জেদে নবভী।—পরিব্রাজক ও ইতিবৃত্তকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, যখন হজরতের বাহন উষ্ট্রীটি মস্‌জেদের (মস্‌জেদ প্রস্তুতের পূর্ব্বে) দ্বার দেশে বসিয়া পড়িল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর করিলে, ইহাই আমার অবস্থিতির স্থান।" তৎকালে এই মস্‌জেদ-স্থলে খর্জ্জুর শুষ্ক করা হইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে খর্জ্জুর বাগান ছিল। পিতৃ মাতৃ হীন দুইটি বালক এ স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিল। তাহারা জনৈক আন্সারের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হইতেছিল। হজরতের মদিনা পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই এই খানে মুসলমানগণ একত্রীভূত হইয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত বালক দুইটিকে ডাকিয়া স্থান ক্রয় করিতে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। তাহারা মহা হর্ষে বিনা মূল্যেই সেই স্থানটি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু হজরত তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মূল্য প্রদানেই মস্‌জেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কোন কোন আন্সার সেই বালক দুইটীকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রদানে আনন্দ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত খেজুর বৃক্ষ কর্ত্তনের আবশ্যক ছিল, তৎসমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া উহাকে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। হজরত স্বয়ং আন্সার ও মোহাজেরীন প্রভৃতি সহ মস্‌জেদের ইষ্টক ও প্রস্তর অন্বেষণ

করিয়া আনেন। খেজুর বৃক্ষ দিয়া মস্‌জেদের ছাদ ও স্তম্ভ দেওয়া হয়। মসজেদে কোন রূপ আড়ম্বর পূর্ণ শোভা সৌষ্ঠব করা হয় নাই; সাদা সিধে ভাবেই উহা নির্ম্মিত হয়। বৃষ্টি হইলে ছাদ হইতে লোকের উপর কাদা মিশ্রিত জল পড়িত। মস্‌জেদের পরিমাণ ফল ছিল উত্তর দক্ষিণে ৫৪ গজ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৩ গজ।

খায়বরের যুদ্ধে বিজয়-লক্ষ্মী মুসলমানগণের অঙ্ক-শায়িনী হইলে সপ্তম বর্ষে পুনশ্চ নূতন করিয়া ঐ মস্‌জেদ প্রস্তুত করা হয়। এই সময় হজরত উস্‌মানগণী মস্‌জেদের সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমি দশ সহস্র দেরহাম মূল্যে গ্রহণ করিয়া মসজেদের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রদান করেন।

হজরত আবূহোরেরার প্রমুখাৎ মহানুভব ইমাম আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, (মহানুভব আবূহোরেরা বলেন,) এই মস্‌জেদের ইষ্টক প্রভৃতি হজরত স্বীয় সহচর অনুচর সহ স্বয়ং বহন করিয়া আনিতেন। একবার দেখিলাম, হজরত উদর হইতে স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত ইষ্টকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা বহিয়া আনিতেছেন। আমি নিবেদন করিলাম, "এসব দাসের প্রতি অর্পিত হউক।" হজরত উত্তর করিলেন, "অনেক ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে; অপনি ঐ সব উঠাইয়া লউন; আমাকে এই গুলি নিতে দিন।" আরও বলিলেন, "প্রিয় আবূহোরেরা, ইহাতে এখন সুখ নাই; কিন্তু সুখ পরকালে।"

প্রথম বার মস্‌জেদ-প্রস্তুতের পর ষোড়শ বা সপ্তদশ মাস পর্য্যন্ত বয়তুল মোকাদ্দসের দিকে নামাজ পড়া হয়। তখন মস্‌জেদের তিনটি দ্বার ছিল। প্রথমটি বাম (যেদিকে মুখ করিয়া

নামাজ পড়া হইত) দিকে ও দ্বিতীয়টি পশ্চিম দিকে ছিল। এখন ইহাকে 'বাবুর্ রহ্‌মত' বলা হয়। তৃতীয় দ্বারটি 'বাবে উস্‌মান' নামে পরিচিত। উহাই প্রবেশ দ্বার। এখন ইহা 'বাবে জেব্‌রীল' বলিয়া অভিহিত হয়।

কোরান-শরীফে কাবা পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ বয়তুল মোকাদ্দসের দিক্ রহিত হইয়া মক্কানগরীর কাবা-মন্দিরাভিমুখী হইয়া নামাজ পড়িবার আদেশ হয়। হজরত জেব্‌রীল কাবা-মন্দিরের সহিত এই মস্‌জেদের দিঙ্নির্ণয় করিয়া দিলে উহার মধ্যে স্তম্ভ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলান হয়। তখন মস্‌জেদ পুনরায় একরূপ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইল। এই সংস্কারের সময় পঞ্চদশ বা ষোড়শ দিবস মস্‌জেদে নামাজ পড়া যায় নাই। 'উস্তওয়ানায়ে মখ্‌লুক' অর্থাৎ যাহাকে এখন 'উস্তওয়ানায়ে আয়েশা' বলা হয়, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে নামাজ পড়া হইত।

বেদিকা।

পূর্ব্বে মেহ্‌বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়া হইত। খোৎবা দীর্ঘ হইলে কখন কখন এক খণ্ড কাষ্ঠোপরি উপবেশন পূর্ব্বক আচার্য্য বিশ্রাম করিতেন। এক দিবস জনৈক আন্সারের একজন দাস হজরতের সমীপে নিবেদন করেন, "হজরতের অনুমতি পাইলে এক বেদিকা প্রস্তুত করিয়া দেই। উহার উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতে ও বিশ্রাম করিতে

বিশেষ সুবিধা হইবে।' হজরত অনুমতি প্রদান করিলে তৎ-কর্ত্তৃক সোপানত্রয়বিশিষ্ট এক বেদিকা বিনির্ম্মিত হয়। উহার তৃতীয় সোপান বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

চতুর্থ খলিফা হজরত উস্‌মান গণী প্রথম এই মিম্বরে কর্‌-তীয়া বস্ত্রের আবরণ দেন। মতান্তরে দৃষ্ট হয়, মিম্বরের প্রথম আবরণ দেন খলিফা হজরত মাআভীয়া। তিনি সিরিয়া প্রদেশ হইতে মদিনায় আসিয়া এই মিম্বর লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। মিম্বর উত্তোলন করিতেই পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া যায়; আকাশে তারকা-মালা পরিদৃষ্ট হয়। হজরত মাআভীয়া তখন অগত্যা এই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি ছয় সোপান-সমন্বিত এক মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া ইহার উপর মিম্বর সংস্থাপিত করেন।

অনন্তর খলিফা মেহ্‌দী আরও ছয় সোপান বৃদ্ধি করিয়া দিতে চাহেন কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) নিষেধ করেন।

হজরত মাআভীয়ার মিম্বর কালসহকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে আব্বাসীয় খলিফাগণ নূতন মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া দেন। হজ-রতের সময়ের মিম্বর সসম্মানে ও সযত্নে সংরক্ষিত হয়।

হিজরী ৬৫৪ সনে অগ্নিতে যে মিম্বর জ্বলিয়া যায়, উহা আব্বাসীয় খলিফাগণের নির্ম্মিত মিম্বর ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক উহাকে হজরত মাআভীয়ার মিম্বর বলেন, কিন্তু প্রথম উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য।

তৎপর ভিন্ন ভিন্ন সম্রাট্‌গণ মিম্বরের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়াছেন। তুরস্কের সুলতান মোরাদখান বেন্নে সলীমখান ৯৯৮ সালে রোমীয় প্রস্তর দ্বারা এক মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া

দেন। তাঁহার পর আর কেহ মিম্বর নির্ম্মাণ করেন নাই, কিন্তু সংস্কার করিয়াছেন।

ইতিহাস সংগ্রাহকের সময় তুরস্কের সুলতান আবদুল মজিদ খান নূতন সোপান-পংক্তিসহ মস্‌জেদ সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। ১২৭৭ সনে এই কার্য্য শেষ হয়। মস্‌জেদের এক অতিরিক্ত দ্বার প্রস্তুত করাইয়া তিনি স্বীয় নামানুসারে উহার 'বাবে মজিদী' নাম রাখেন। মিম্বর পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

স্তম্ভরাজি।

আটটি স্তম্ভ সসম্মানে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে।

প্রথম স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে মখ্‌লোক।—উহা মেহ্‌রাবে নবভীর সংলগ্ন ও আচার্য্যের (ইমামের) দাঁড়াইবার দক্ষিণ দিকে। হজরতের জীবিতাবস্থায় মিম্বর নিৰ্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা পাঠ করা হইত, এই স্তম্ভ সেই স্থানে।

২য় স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে আয়েশা।—ইহাকে উস্তুওয়ানুল কোরাহ্' ও উস্তুওয়ানুল মহাজেরীন'ও বলা হয়। এই স্তম্ভ হজরতের সাধন ও বিশ্রাম কুটীরের (হোজরার) দিকে স্থাপিত।

কেবলা পরিবর্ত্তনের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত এই স্তম্ভের দিকেই নামাজ আদায় হইত। অতঃপর বর্ত্তমান সময় যে স্থানে মেহ্‌রাবেনবভী বিরাজমান, তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৩য় স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে তওবা।—মিম্বরের দিকে স্থাপিত। ইহা 'উস্তুওয়ানায়ে অবি লাবাবা' নামেও অভিহিত হয়। আবি-লাবাবা একজন আন্সার ছিলেন। তিনি করীতা সম্প্রদায়কে মিথ্যা ভয় প্রদর্শনে প্রতারিত করিয়াছিলেন। সেই পাপ ভয়ে ভীত হইয়া স্বহস্তে এই স্তম্ভের সহিত সংবদ্ধ হইয়া রোদন করিতে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 'আমার পাপ মার্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু স্পর্শ করিব না ও এই বন্ধন-বিমুক্ত হইব না।' তখন এই আয়াৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল,—"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সহিত প্রতারণা করিওনা।" ঈশ্বরাদেশে তাঁহার পাপ ক্ষমা হয়, হজরত স্বহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করেন। এই স্তম্ভ ও হজরতের সমাধি সৌধের মধ্যে বিংশতি গজ দূরত্ব।

৪র্থ স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে সরীর।—ইহার পার্শ্বে বসিয়া হজরত এ'তে কাফ (ব্রত বিশেষ) করিতেন।

৫ম স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে মোহ্‌রস।—ইহাকে 'উস্তুও-য়ানায়ে আলী'ও বলা হয়।—হজরত আলী এই স্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া নামাজ পড়িতেন এবং রজনীতে হজরতের প্রহরীর কার্য্য করিতেন।

৬ষ্ঠ স্তম্ভ—উস্তুওয়ানুল ওয়াফুদা।—ইহা 'উস্তুওয়ানায়ে মোহ্‌রসের' পশ্চাদ্ভাগে—দক্ষিণদিকে স্থাপিত। কোনও স্থান হইতে কেহ হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে হজরত এই স্তম্ভের বুকে উপবেশন করিয়া অভ্যাগতদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আপ্যায়ন করিতেন।

৭ম স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে মরুবা আতুল বাইর।—ইহাকে 'মোকামে জেব্রীল'ও বলা হয়। হজরত জেব্রীল প্রায়শঃই এই স্থানে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিতেন।

৮ম স্তম্ভ—উস্তুওয়ানায়ে তাহাজ্জদ।—ইহা হজরত ফাতেমা দেবীর সাধন কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। হজরত এই স্তম্ভের পার্শ্বে তাহাজ্জদ (গভীর নৈশ উপাসনা বিশেষ) নামাজ পড়িতেন বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে।

সুফ্ফা ও আস্হাবে সুফ্ফা।

কাজী আয়াজ বলেন,—'সুফ্ফা' এক ছায়া-বিশিষ্ট স্থান। ইহা মস্জেদে নবভীর পাদ-দেশে অবস্থিত। এই স্থানে দরিদ্র সহচর ও অতিথিগণ অবস্থিতি করিত বলিয়া ইহার 'সুফ্ফা' নাম-করণ হইয়াছে। 'আস্হাবে সুফ্ফা' দীনাতিদীন ছায়াশ্রিত সহচরগণের সাধারণ নাম। দরিদ্র সহচরগণ ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অক্ষম হইয়া হজরতের প্রাসাদের দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিতেন। হজরত তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত ও প্রবোধ দান করিতেন। কাহাকেও বা অবস্থাপন্ন সহচরদিগের নিকট দিতেন এবং কাহাকে আপন দলভুক্ত করিয়া অতিথিসৎকার করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে সমুদায় দান (সদ্কা) আসিত, তাহা 'আস্হাবে সুফ্ফা' দিগকে বিতরণ করিতেন। উপঢৌকন, নজর প্রভৃতির অংশও ইঁহাদিগকে দেওয়া হইত।

হজরত আবুহুরেরা বলেন—(তখন তিনিও এই সুফ্ফা-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন),—"আমি আস্হাবে সুফ্ফার সপ্তভি

জন লোক দেখিয়াছি। ইহাদের এক পায়জামা ভিন্ন আর কিছুই পরিধেয় ছিল না। এই পায়জামাও হাফ্ পেন্টের মত ছিল।"

হজরত আবুহুরেরা আরও বলেন,—"প্রায়শঃই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পেটে প্রস্তর বাঁধিতাম; ক্রমশঃ অচৈতন্য হইয়া পড়িতাম। এমন কি, এই অবস্থায় এক দিবস পথে পড়িয়াছিলাম। তখন হজরত আবুবাকর সিদ্দীক এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি "কোরান-শরীফের" আয়াৎ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তৎপর হজরত পদার্পণ করিলেন। তিনি আমার এহেন শোচনীয়াবস্থা দর্শনে হাসিয়া তদীয় অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিলেন। আমি হজরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বিরাম কুটির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। কোনও ব্যক্তি হজরতের জন্য দুগ্ধ উপহার আনিয়াছিলেন। হজরত আমাকে বলিলেন,— "যাও, আস্‌হাব সুফ্‌ফাদিগকে ডাকিয়া আন।" এতচ্ছ্রবণে আমি স্বগত বলিতেছিলাম,—"ইহাতে দুগ্ধই বা কত? আবার আস্‌হাব সুফ্‌ফাদিগকেও ডাকিতে বলিতেছেন! তাহা যদি আমাকে দেওয়া হইত, তবে পান করিয়া কথঞ্চিৎ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতাম!" আস্‌হাব সুফ্‌ফাগণ আসিয়া সারি সারি বসিলে হজরত আমাকে সেই দুগ্ধ বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হইল; কিন্তু তবুও দুগ্ধ-ভাণ্ড পূর্ণ রহিল! এতদ্দর্শনে আমি অবাক হইয়া ভাণ্ডটি হজরতের সম্মুখ-ভাগে রাখিয়া দিলাম। হজরত মৃদু হাস্যে বলিলেন,—আবুহুরেরা, এখন তুমি আর

আমি বাকী রহিলাম। আইস, বসিয়া পড়। তোমার যেরূপ ক্ষুধা পাইয়াছে, উদর ভরিয়া পান কর।" দুগ্ধপানে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তারপর হজরত পান করিলেন।"

আন্সারগণ স্ব স্ব বাগান হইতে খোর্ম্মাফলের ছড়া আনিয়া মস্‌জেদে দোলাইয়া রাখিতেন। আস্‌হাব সুফফাগণ মহানন্দে ঐ গুলি ভক্ষণ করিতেন।

হজরতের বিশ্রাম নিকেতন।

মস্‌জেদ প্রস্তুত করিবার সময়ে হজরত তদীয় দুইটি আবাস-হোজরারও ভিত্তি-স্থাপন করেন। তখন হজরতের মাত্র দুই বিবী ছিলেন,—বিবী সোদা দেবী ও বিবী আয়েশা দেবী। অতঃপর সহধর্ম্মিনীর সংখ্যাধিক্য হইলে তিনি পূর্ব্বমত মস্‌জেদের সন্নিকটে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জেদের সংলগ্ন হারেছা বেয়ে নোমানের কয়খানি ঘর ছিল। তাহাও হজরতকে প্রদান করা হয়। হজরতের প্রত্যেক প্রাসাদের দ্বারদেশে কম্বল দোলাইয়া রাখা হইত। পশ্চিমদিক ভিন্ন মস্‌জেদের চতুষ্পার্শ্বেই হজরতের প্রাসাদ ছিল। কোন কোন প্রাসাদ কাঁচা ইষ্টকে নির্ম্মিত ছিল এবং প্রত্যেক প্রাসাদে এক খণ্ড স্থান সাধন কুটীরের জন্য রাখা হইত। প্রতি প্রাসাদের দ্বার মস্‌জেদ-অভিমুখী ছিল। প্রাসাদগুলি মানুষের উচ্চতা পরিমাণ হইতে এক হাত উচ্চতর ছিল। জগজ্জননী হজরত ফাতেমা দেবীর গোরস্থান আজ কাল যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থানেই তাঁহার সাধন কুটীর ছিল।

তেব্‌রানী আবিছালেমা বলেন,—"হজরত দূর দূরান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিলে প্রথমেই জগন্মাতা হজরত ফাতেমা দেবীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন; তারপর আপন প্রাসাদে যাইতেন।"

ঈশ্বর শার্দ্দূল হজরত আলী বলেন,—"এক দিবস হজরত আমার কুটীরে পদার্পণ করেন ও আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে ভোজন করেন। উম্মে আয়মন আমাকে দুগ্ধ দিয়াছিলেন; তাহাও হজরতকে প্রদান করিলে পান করেন। আমি তাঁহার হাত ধোওয়াইয়া দিলাম, তিনি আমাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণকাল পরেই মৃত্তিকায় শির রাখিয়া তিনি রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা এতদ্দৃষ্টে ভয়-কম্পিত কলেবরে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি নাই। এই সময় প্রাণাস্পদ ইমাম হুসাইন আগমন করিয়া হজরতের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রোদন করিতে থাকেন। ইমাম হুসাইনের ক্রন্দনে হজরত স্বীয় রোদন সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—'প্রিয় হুসাইন, তুমি কাঁদিতেছ কেন?' ইমাম হুসাইন উত্তর করিলেন,—'আমি আপনাকে কখনও এরূপে রোদন করিতে দেখি নাই; তাই কাঁদিয়াছি। আপনি কেন কাঁদিতে ছিলেন?' হজরত প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভাই হুসাইন, আজ তোমার গোলাপসদৃশ সুষমা-মণ্ডিত বদনমণ্ডল দর্শনে এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, তাহা বলা সুকঠিন। এমন সময় জেব্‌রীল আসিয়া বলিয়া গেলেন, আমারই শিষ্য (উম্মত) গণ, তোমাকে ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত করিয়া সবংশে বিনাশ করিবে।"

দ্বার-পরিবর্ত্তন।

প্রথম বহু সহচরের গৃহ-দ্বার ও পথ মস্‌জেদের দিকে ছিল। খোদাতাআলার অনুমত্যানুসারে হজরত সেই সমুদায় রাস্তা ও দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু হজরত আবুবাকর সিদ্দীকের গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ রাখিতে বলেন। ইহাতে সকলেই বলিল, "হজরত আমাদের প্রাসাদ-দ্বার পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধেত কিছু বলিলেন না।" এতচ্ছ্রবণে হজরত উত্তর করিলেন,—"আমি স্বেচ্ছায় কিছু করি নাই; পরমেশ্বরের যাহা অভিরুচি, তাহাই করিয়াছি।"

হজরত উমর নিবেদন করিলেন,—"হুজুরের অনুমতি পাইলে, আমার প্রাসাদে এক ছিদ্র রাখি। উহা দিয়া আপনার মস্‌জেদে শুভাগমন দেখিতে পারিব।" হজরত বলিলেন,—"ইহাতে আমার হাত নাই।"

শেখ এব্নে হাজর আসকেলাণী 'শর্‌হে সহীহ্‌ বোখারী'তে সাআদ বেন্নে ওয়াকাস প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন,—"হজরত আলীর গৃহ-দ্বার ব্যতীত হজরত সকলেরই গৃহ-দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলে, সকলেই সমবেত হইয়া হজরতের নিকট বলেন যে, "হজরত আলী ভিন্ন আমাদের গৃহ-দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিতেছেন কেন?" তাহাতে হজরত প্রবোধ বচনে উত্তর করিলেন,—"প্রিয় সহচরগণ! তোমাদের দ্বার আমার ইচ্ছায় খোলাও ছিলনা, এবং বন্ধও হইতেছেনা।" যাহা হউক, এই-রূপে মস্‌জেদাভিমুখী দ্বার সমুদায় বন্ধ হইয়া গেল।

মস্‌জেদে নবভীর পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর মস্‌জেদে নবভী পরিবর্দ্ধিত করেন। প্রথম খলিফা হজরত আবুবাকর সিদ্দীকের সময় মস্‌জেদের খেজুরের স্তম্ভ কয়টি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কিন্তু নানা বিভ্রাটে অনবসর বশতঃ তিনি ঐ সমুদায় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

হজরত উমর সপ্তদশ হিজরীতে কেব্‌লার দিকে ও পশ্চিম দিকে মস্‌জেদের আয়তন বর্দ্ধিত করেন। হজরতের সহধর্ম্মিণী-দিগের প্রাসাদ ছিল বলিয়া পূর্ব্ব দিক পূর্ব্ববৎ রাখা হয়। মস্‌-জেদ উত্তর দক্ষিণে ১৪০ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২০ গজ প্রস্থ হয়। হজরত আব্বাস আপন গৃহ স্থান মস্‌জেদে সংলগ্ন করিতে দেন। জাআফর বেন্নে আবিতালেবের এক খণ্ড ভূমির অর্দ্ধেকও এক লক্ষ দেরহামে গ্রহণ করিয়া মস্‌জেদে পরিণত করা হয়। অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভাগ ভূমি তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মানের সময়ে মস্‌জেদের সীমাভুক্ত হয়।

হজবত উমর মস্‌জেদের সংলগ্ন পূর্ব্ব দিকে লোকের বাক্যা-লাপ ও কবিতা-গাথা ইত্যাদি পড়িবার জন্য এক স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত করেন।

তৃতীয় খলিফার মস্‌জেদ সংস্কার।

তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মানও মস্‌জেদের কলেবর বৃদ্ধি করেন। তৎকর্ত্তৃক মস্‌জেদের স্তম্ভ ও প্রাচীরও বিবিধ ফুল-লতাঙ্কিত প্রস্তরে সজ্জিত এবং সাজ বৃক্ষের ছাদ দেওয়া হয়।

তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বারের স্তম্ভ ফেলিয়া দিয়া তৎস্থলে লৌহ ও সীসা দ্বারা সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দেন। হিঃ ২৯ সনের রবিউল আওয়ালে কার্য্যারম্ভ হইয়া ৩০ হিঃ মহরম মাসে শেষ হয়। এই কার্য্য দশমাস চলিতে থাকে।

মস্‌জেদে লোকের স্থান সংকুলন হইতনা বলিয়াই এইবার মস্‌জেদের বৃদ্ধি ও সংস্কার করা হইয়াছিল।

মস্‌জেদের তৃতীয়বার পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার।

বোগদাদের খলিফা অলীদ বেন্নে আবদুল মালেক বেন্নে মারওয়ান তৃতীবার মসজেদের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। এই সময় মদিনায় তদীয় প্রতিনিধি ছিলেন উমর বেন্নে আবদুল আজিজ। খলিফা অলীদ উমরকে লিখিলেন ;—"মস্‌জেদের পার্শ্বে কাহারও গৃহ থাকিলে তাহা ক্রয় করিয়া লইও। যাহারা অস্বীকৃত হইবে, তাহাদের গৃহ ভাঙ্গিয়া দিয়া মূল্য দিও। ইহাতেও তাহারা অসম্মত হইলে বলপূর্ব্বক গৃহ স্থান গ্রহণ করিয়া তাহার উচিত মূল্য দরিদ্র ভিখারীদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে। হজরতের সহধর্ম্মিণীদিগের প্রাসাদভূমিও মস্‌জেদের সংলগ্ন করিও।"

উমর খলিফা অলীদের আদেশ মত কার্য্য করেন। যেদিন হজরতের সহধর্ম্মিণিগণের গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া মসজেদে পরিণত করা হয়, সে দিন যেন এক মহা প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়া-

ছিল। এখানে সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া কাজ নাই।*

মস্‌জেদ এরূপ অভিনব প্রণালীতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইলে খলিফা অলীদ হজ্জ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মদিনানগরীতে আগমন করেন। তখন জগন্মাতা হজরত ফাতেমা দেবীর গৃহাদি মস্‌জেদের নিকটে পূর্ব্বাবস্থায় বিরাজমান ছিল। এতদ্দর্শনে খলিফা ক্রোধান্বিত হইয়া উমরকে বলিয়াছিলেন——"তুমি ইঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ইঁহাদের প্রাসাদাদি আজিও মস্‌জেদে সংলগ্ন কর নাই কেন? পুনরায় ইঁহাদিগকে এই স্থানে দেখি, আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না।"

এই সময়ে হজরত হুসাইনের কন্যারত্ন বিবী ফাতেমা এবং তদীয় পরিবারবর্গ তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা পিতৃ-ভবন পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হয়েন। খলিফা অলীদ তাহাতে আদেশ করেন,—"তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ না করিলে প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" খলিফার এই আদেশে তদীয় লোকজন বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে তাঁহাদের জিনীসাদি বাহির করিতে থাকে। তাঁহারাও অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া এই প্রিয় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

খলিফা অলীদের সময় মস্‌জেদের দৈর্ঘ্য ২০০ শত গজ ও প্রস্থ ১৬৬ গজ ছিল। তিনি উহার ছাদ প্রাচীর ও স্তম্ভাদি

* হজরত সাইদ বেনে মসীব বলেন,—"হজরতের তিরোধানের পর তদীয় প্রাসাদের অবস্থা দর্শনে তাঁহার শিষ্যগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, ইহপরকালের সম্রাট্ কিরূপ ভাবে ও কিরূপ প্রাসাদে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।"

মূল্য প্রস্তর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উহাকে অতুল্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তুরস্কের তদানীন্তন সুলতানের নিকট খলিফা অলীদ কারিগর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুলতান অশীতি সহস্র দিনার ও ঝাড় ফানুস ইত্যাদিসহ চারি সহস্র রোমীয় কারিগর এবং চারি সহস্র কব্‌তী কারিগর পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও এই মস্‌জেদ ঐরূপ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট ও সুসজ্জিত হয় নাই। হিজরী ৮৮ সনে উহার কার্য্যারম্ভ হইয়া ৯১ সনে সম্পূর্ণ হয়। তিন বৎসর মস্‌জেদের কার্য্য হয়। মস্‌জেদের চারি কোণে চারিটি মিনারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। খলিফা অলীদ মস্‌জেদে জানাজা পড়িতে নিষেধ করেন।

চতুর্থবার মস্‌জেদ সংস্কার।

আব্বাস বংশীয় খলিফা মেহ্‌দী ৪র্থ বার মস্‌জেদের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করেন। উত্তর দিকে স্তম্ভ সংখ্যা আরো বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু খলিফা অলীদের কৃত সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য পূর্ব্ববৎ অটুট থাকে। এই ঘটনা হিজরী ১৬১ সনে সংঘটিত হয়।

পঞ্চমবার মস্‌জেদ সংস্কার।

খলিফা মেহ্‌দীর পর খলিফা মামূন মস্‌জেদে নবভী পরিবর্দ্ধিত করেন। মতান্তরে দেখা যায়, খলিফা মামূন কর্ত্তৃক হিজরী ২০২ সনে এই মস্‌জেদ সংস্কৃত হয়।

ষষ্ঠবার মস্‌জেদ সংস্কার।

হিজরী ৮৮৮ সনে মিসরের সম্রাট্ মালেক কাতীবা মস্‌জেদের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করেন। তিনি মস্‌জেদের ফর্শ পূর্ব্ব মতই রাখিয়াছিলেন।

সপ্তমবার মস্‌জেদ সংস্কার।

তুরস্কের সুলতান আবদুল মজিদ খান হিজরী ১২৬৬ সনে পুনরায় মস্‌জেদের সংস্কার আরম্ভ করেন। ৫ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ১২৭৮ সনে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। তিনি উহাকে অতিশয় সুন্দর কারুকার্য্য খচিত করেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ সুচারু কার্য্য আর কখনও হয় নাই। কোব্বা প্রভৃতি সীসার উড়নী দ্বারা এবং স্তম্ভ ও দ্বারগুলি স্বর্ণ দ্বারা বিমণ্ডিত হয়। দুর্মূল্য মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মস্‌জেদের ফর্শ প্রস্তুত করা হয়। বাবে জেব্‌রীলের (একটি দ্বার) বহির্ভাগস্থ ভিখারী ও অতিথিগণের বসিবার স্থানেও মর্ম্মর প্রস্তরের ফর্শ দেওয়া হয়। মস্‌জেদের বারেণ্ডায় (হারমে) চারিটি দ্বার ছিল, তিনি আরও একটি দ্বার বৃদ্ধি করিয়া দেন ও স্বীয় নামানুসারে উহার 'বাবে মজিদী' নামকরণ করেন। উহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। ঝাড় ফানুসাদির আলোকে অন্ধকার রজনীও দিনের মত বোধ হয়। দ্বাদশ বর্ষে উহার কার্য্য নিঃশেষ হয়। সুলতান এই মস্‌জেদ ব্যতীত এ সময়ে আরও অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মস্‌জেদে নবভীর মাহাত্ম্য।

"সহীহ্‌ বোখারীতে" (হাদিস গ্রন্থে) লিখিত আছে;—"হজরত বলিয়াছেন,—আমার এই মস্‌জেদে একবার উপাসনা অন্যান্য মস্‌জেদের সহস্র বার উপাসনা হইতেও উত্তম——মস্‌জেদে হারাম (কাবা-মন্দির) ভিন্ন।"

"মোস্লেমে" (হাদিস গ্রন্থে) ও এই হাদিসের উল্লেখ আছে কিন্তু উহাতে আরও কিঞ্চিৎ অধিক পরিদৃষ্ট হয়; যথা—"কেননা, আমি শেষ প্রেরিত, আমার মস্‌জেদও শেষ মস্‌জেদ।"

"তেব্‌রানী মো'আজ্জম কবীরে" ছেকাব হইতে বর্ণিত আছে,—"হজরতের সমীপে আরকাম উপনীত হইয়া বয়তুল মোকাদ্দসে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করেন। হজরত বলেন,——"বয়তুল মোকাদ্দস যাইবে কেন? বাণিজ্য করিবার সঙ্কল্পে কি?" আরকাম উত্তর করেন,——"না, হজরত! বাণিজ্য জন্য নয়; তথায় গিয়া উপাসনা করিব।" হজরত বলিলেন,——"আমার এই মস্‌জেদে একবারের উপাসনা সেই মস্‌জেদের সহস্র বারের উপাসনার সমতুল্য।"

অপর এক হাদিসে আছে——"মস্‌জেদে হারামের এক সময়ের উপাসনা লক্ষ উপাসনার সমান; আমার মস্‌জেদে এক বারের উপাসনা সহস্র উপাসনার সমতুল্য; বয়তুল মোকাদ্দসের একবারের উপাসনা পাঁচ শত বার উপাসনার সমান।"

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে,——"যে ব্যক্তি আমার এই মস্‌জেদে চত্বারিংশৎ দিবস উপাসনা করিবে, সেই ব্যক্তি নরকের অগ্নি ও পরকালের শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে।"

হজরত আরও বলিয়াছেন,—"আমার এই মস্‌জেদে যে ব্যক্তি সৎ কথা বলিবে বা শুনিবে, তাহার বহু পুণ্য লেখা যাইবে।"

"যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া আমার মস্‌জেদে উপাসনা করিতে আসিবে, তাহার হজ্জ তুল্য পুণ্য লেখা যাইবে।"

স্বর্গীয় উদ্যান।

রওজাতুন্‌ মিনরেয়াজিল জিন্নাত।

হজরত বলিয়াছেন,—আমার প্রাসাদ ও বেদিকার মধ্যস্থলে একটি স্বর্গীয় (বেহেস্তের) উদ্যান আছে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,——"আমার বেদিকার নিম্নে নিশ্চয় এক উদ্যান আছে, স্বর্গের উদ্যানাদির মত।"

কাবা-মন্দিরে হাজরে আস্‌ওয়াদ ও মোকামে ইব্‌রাহীম * যেমন স্বর্গীয় প্রস্তর দ্বয় তেমন হজরতের প্রাসাদ ও মস্‌জেদে নবভীর বেদিকার মধ্যস্থলও স্বর্গের এক অংশ বিশেষ। মহা-প্রলয়ের দিবস এই স্থান এবং হাজরে আস্‌ওয়াদ ও মোকামে ইব্‌রাহীম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শেষ বিচারের দিবস উহা সকলের সম্মুখীন হইবে।

হজরতের সমাধি-সৌধ।

আয়েশা দেবীর খর্জ্জুর কুটীরে হজরতকে সমাধিস্থ করা হয়। তখনও আয়েশা দেবী সেই গৃহেই বাস করিতেন। গোর-

* "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

স্থান ও দেবীর শয়ন স্থানের মধ্যে কোনও পর্দা বা প্রাচীর ছিল না। যখন সকলে দলে দলে হজরতের সমাধি-মন্দিরের মৃত্তিকা লইতে ও তাহা পরিদর্শন (জেয়ারত) করিতে আসিতে লাগিল, তখন তাঁহার শয়ন কক্ষ ও সমাধির মধ্যে এক প্রাচীর দেওয়া হয়।

মস্‌জেদ সংস্কার করিবার সময় হজরত উমর কাঁচা ইষ্টক দ্বারা হজরতের সমাধি-সৌধও নির্ম্মাণ করেন।

খলিফা অলীদের আদেশে উমর বেন্নে আবদুল আজিজ হজরতের সমাধি-মন্দির কারুকার্য্য-খচিত করিয়া দেন।

হিজরী ৫৫০ সালে জামালদ্দিন এস্কেহানী সমাধি-মন্দিরে সদল (আরবের সুগন্ধি বৃক্ষ বিশেষ) বৃক্ষের রেলিং দেন। এই সময় মিসর প্রদেশের মন্ত্রী এবে্ন আবিল সমাধি আবৃত করিবার জন্য দেবার (নগর বিশেষ) এক গেলাফ (শুভ্র উড়ানী) প্রেরণ করেন। উহাতে লাল রেশমের ফুল লতা অঙ্কিত এবং কোরান-শরীফের "সুরে ইয়াছিন" বিলিখিত ছিল। বাগ্দাদের তৎ-কালিক খলিফা মোস্তাফী বিল্লার অনুমতি গ্রহণে এই চাদরে সমাধি-সৌধ আবৃত করা হয়। সেই হইতে এই নিয়ম হইয়াছে, মিসর প্রদেশের প্রত্যেক সম্রাটের অভিষেকের সময় একখানি করিয়া গেলাফ প্রদান করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে তুরস্কের মহামান্য সুলতানগণ এই প্রথা প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

তুরস্কের সুলতান সুলেমান খান মস্‌জেদের সংলগ্ন "রওজায়ে মিন রেয়াজিল জিন্নাতে" রেখাম প্রস্তরের ফর্শ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং উহার পার্শ্বদেশে এক নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।

হজরতের সমাধি-সৌধে বীভৎস কাণ্ড।

হিজরী ৫৫৭ সনে সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দিন শহীদ মাহ্‌মুদ বেয়ে জঙ্গী এক রজনীতে হজরতকে তিনবার স্বপ্নে দেখেন। হজরত সুলতানকে দুইটি লোক দেখাইয়া বলিতে-ছিলেন——"তুমি এই দুই শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা কর।" এইরূপ স্বপ্ন উপর্য্যুপরি তিনবার দেখিয়া সুলতান ব্যস্তসমস্ত হইলেন এবং পাত্র মিত্রসহ ষোড়শ দিবসে মদিনায় উপনীত হইয়া স্বপ্ন কথিত পাপিষ্ঠদ্বয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্তদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে নাগরিকদিগকে আহ্বান করিয়া এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। এই জন্য সুলতান দীন দুঃখীদিগকেও আহ্বান করিয়া তাহাদের মধ্যে অনেক ধন বিতরণ করেন; কিন্তু উপস্থিতদিগের মধ্যে উক্ত দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। সকলই পণ্ডশ্রম হইতেছে দেখিয়া সুলতান নগরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,——"এই সভায় কি নগরের কেহ অনুপস্থিত আছেন?" জনৈক ব্যক্তি উত্তর করিল,—"এই বিরাট সভা-মণ্ডপে নগরের সমুদায় লোকই যোগ-দান করিয়াছেন, কিন্তু দুই জন ঋষি-কল্প ব্যক্তি আগমন করেন নাই। তাঁহারা দিবা রাত্রি কেবল তপ-জপ ও সাধনা আরাধনা-তেই নিরত থাকেন; কস্মিনকালেও স্বস্থান ত্যাগ করেন না। তাঁহারা পুণ্যবান, দাতা, দয়ালু ও বিনম্র।" এতচ্ছ্রবণে সুলতান সেই তপস্বীদ্বয়কে তৎসমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সভায় আসিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তৎসম্মুখে আনীত হইলে সুলতান তাহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন;—"ঠিক, এই দুই ব্যক্তিই।"

অনন্তর সুলতান সেই ব্যক্তিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সাধন-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের একদিকে দুইখানি কোরান-শরীফ ও অপর কতিপয় গ্রন্থ এবং অন্য দিকে বিবিধ জিনীসাদি সংস্থাপিত ছিল। তাহারা এই জিনীসগুলি ও অর্থ-রাশি নগরের দীনহীন ভিখারীদিগকে বিতরণ করিত। তাহাদের শয্যা একখানি চাটাই মাত্র। সেই চাটাই উত্তোলন করিবা মাত্র দেখা গেল যে, উহার নিম্নে হজরতের সমাধি-সৌধের দিকে এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গ ও অপর দিকে একটি কূপ রহিয়াছে। এই কূপে সেই সুরঙ্গের মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইত। *

পাপিষ্ঠদ্বয় ধৃত হইলে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই দুই দুরাত্মা খৃষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হেজাজ প্রদেশের খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় বহুল ধন রত্ন সঙ্গে দিয়া ইহাদিগকে হজরতের সমাধি-মন্দির বিনষ্ট করিবার জন্য মদিনায় প্রেরণ করিয়াছিল। যে রজনীতে সমাধির নিকট পর্য্যন্ত সুরঙ্গ খনন করা হয়, সেই রাত্রে অতিশয় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ হয়। ক্ষণে ক্ষণেই ভূমিকম্প হইতেছিল। এই দিবসই মিসরের সুলতান মদিনায় আসিয়া উপনীত হন। পিশাচদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিয়া অগ্নিতে দগ্ধিভূত করা হয় এবং সুরঙ্গ সীসা বিগলিত করিয়া পরিপূর্ণ করা হয়।

---

* মতান্তরে সুরঙ্গের মৃত্তিকা রজনীযোগে নগরের বাহিরে নিক্ষেপ করা হইত।

দ্বিতীয় বার বীভৎস কাণ্ড।

ওবে নাজ্জার বাগদাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মিসরের নরপতিকে কতিপয় দুষ্টলোক কু-মন্ত্রণা দ্বারা উত্তেজিত করে যে,——"শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের এবং হজরত আবুবাকর সিদ্দীক ও হজরত উমর ফারুকের সমাধি-সৌধ উঠাইয়া মিসরে আনিলে এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। তাহা হইলে মদিনায় আর কেহ যাইবে না এবং এই খানেই জগতের লোক হজরতের 'রওজা' জেয়ারত করিতে সমাগম করিবে।" মিসরের সম্রাট্ দুর্বুদ্ধিবশে এই পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া নগরে এক অতি সুন্দর প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং আবুল ফতুহ্ নামক জনৈক ব্যক্তিকে মদিনা হইতে উক্ত সমাধি-মন্দিরগুলি আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন।

এই বিসদৃশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মদিনার জন সাধারণ আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ক্ষিপ্তপ্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া আবুল ফতুহ্‌কে বধ করিতে ধাবিত হয়; কিন্তু তখন মিসরের সম্রাটের তত্ত্বাবধানে মদিনা সংরক্ষিত ছিল বলিয়া তাহারা উহার হত্যা হইতে বিরত থাকে। এই দিবস রজনীতে এমনই ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল যে, নগরবাসিগণ মহাপ্রলয় ভাবিয়া ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত কারিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে অগত্যা আবুল ফতুহ্ সঙ্কল্প সাধনে অপারগ হইয়া হতাশ হৃদয়ে মিসরে প্রত্যাগমন করে।

তৃতীয় বার বীভৎস কাণ্ড।

সংহুদে তবরী "রেয়াজে নাজারায়" নিম্নোল্লিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।—হলবের একদল ইস্লামের আংশিক বিরোধী (রোওয়াফেজ) মদিনার প্রতিনিধিকে অর্থে বশীভূত করিয়া হজরত আবু বাকর সিদ্দীক ও হজরত উমর ফারুকের পবিত্র সমাধি-মন্দির উঠাইয়া নিতে সচেষ্ট হয়। অর্থ-লোভে হতবুদ্ধি প্রতিনিধি সমাধির সেবাইতকে ডাকিয়া বলিয়া দেন,—"ইহারা যখন দ্বার খুলিতে বলিবে, তখন তুমি দ্বার খুলিয়া দিও। ইহারা যাহা করিবে, তাহাতে তুমি আপত্তি কিম্বা নিষেধ করিও না।"

উক্ত সেবাইত প্রমুখাৎ উক্ত আছে,—"নৈশ উপাসনার শেষে চল্লিশ জন লোক কোদালী, শায়ফল এবং প্রদীপ হাতে লইয়া বাবুস্ সালামে আসিয়া দাঁড়ায় এবং কপাট ঠুকিতে থাকে। আমি প্রতিনিধির আদেশমত কপাট খুলিয়া দিয়া একদিকে বসিয়া রোদন করিতে থাকি। উহারা বেদিকার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র মৃত্তিকার উদরস্থ হয়। প্রতিনিধি নিকটেই উহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেক বিলম্ব হইল দেখিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা গোচরীভূত করিলাম। প্রতিনিধি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, স্বয়ং তথায় গিয়া ঘটনা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। *

---

* মদিনার ঐতিহাসিকগণও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "সহ্‌মনুদী" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।



নবম সংখ্যক মস্‌জেদ।

মস্‌জেদে কোব্বা।

বর্ণিত আছে, কোব্বা সম্প্রদায় হজরতের নিকট আগমন করিয়া একটি মস্‌জেদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। হজরত তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে যাইবার জন্য সহচরদিগকে তদীয় উষ্ট্রী নাকার উপর আরোহণ করিতে আদেশ করেন। প্রথম হজরত আবু বাকর নাকার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলে নাকা অচল ভাবে বসিয়া থাকে। তৎপর হজরত উমর আরোহণ করিলেন, নাকা এবারও পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিল। অবশেষে হজরত আলী রেকাবে চরণ স্থাপিত করিবামাত্র উষ্ট্রী উঠিয়া চলিতে লাগিল। তখন হজরত আদেশ করিলেন,—"উহার লাগাম ছাড়িয়া দাও; তাড়না করিওনা। নাকা যে স্থানে স্বেচ্ছায় দাঁড়াইবে, সেই স্থানেই মস্‌জেদে কোব্বা স্থাপিত হইবে।" এইরূপ বলিয়া হজরত, কোব্বা সম্প্রদায়কে প্রস্তর সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। হজরত স্বয়ং চতুষ্পার্শ্বের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া মস্‌জেদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। উহাতে তদীয় প্রত্যেক সহচর অনুচর এক এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিতে আদিষ্ট হন।

মস্‌জেদে কোব্বার অপর এক নাম মস্‌জেদে তাক্‌ওয়া। ইমাম আহ্‌মদ (রাঃ) হজরত আবু হুরেবার প্রমুখাৎ বলেন,

——"এক দিবস কতিপয় ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া হজরতের সমীপে উপনীত হয়। হজরত তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,——"যাও, তোমরা মস্‌জেদে তাক্‌ওয়ায় যাও।" হজরত, আবু বাক্কর ও উমরের স্কন্ধোপরি দুই কর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে গমন করিয়াছিলেন।"

সহীহ্‌ বোখারীতে (হাদিস) উল্লিখিত আছে,——হজরত সপ্তাহান্তে মস্‌জেদে কোব্বায় পদার্পণ করিতেন। এবেনীবা বলেন,——হজরত সোমবার দিবস তথায় পদার্পণ করিতেন।

মহাত্মা সাআ'দ বলিয়াছেন,—বয়তুল মোকাদ্দসের দুই রেকাত নামাজ হইতে এই মস্‌জেদে কোব্বার দুই রেকাত নামাজ আমার নিকট প্রিয়তর। হজরত বলিয়াছেন,——"মস্‌জেদে কোব্বায় উপাসনা 'উমরার' তুল্য।"

এই মস্‌জেদ মদিনা নগরীর দক্ষিণ দিকের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬৬ গজ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হজরত উসমান গণী মিনারার দিকে উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

উমর বেনে আবদুল আজিজ মস্‌জেদে নবভীর ন্যায় এই মস্‌জেদে কোব্বাও বিবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন। তারপর কালক্রমে মস্‌জেদ জীর্ণ শীর্ণ হইলে সময় সময় সম্রাট্‌গণ উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। *

* মস্‌জেদে কোব্বার পার্শ্বে পূর্ব্বে তাম্রের একটি মিনারা ছিল। দীর্ঘকাল পরে উহা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। হিজরী ৭০০ সাল পর্য্যন্ত উহার স্মৃতিচিহ্ন নয়নগোচর হইত। এখন সে স্থানে পাঁচ হাত পরিমিত ত্রিশূলাকৃতি এক 'চৌবাচ্চা' বিদ্যমান।

মস্‌জেদে জারার।

কতিপয় বিধর্ম্মী কাফের মস্‌জেদে কোব্বার অনুকরণে মস্‌জেদে জারার নির্ম্মাণ করে।

আবদুল্লা বেন্নে আব্বাস বর্ণনা করেন,—“আবুআম নামক এক পাপিষ্ঠ মস্‌জেদে জারার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণকে বলে যে,——“তোমরা মস্‌জেদে কোব্বার অনুকরণে এক মস্‌জেদ প্রস্তুত কর এবং মোহাম্মদের (দঃ) সহিত কৃত্রিম সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ রাখ। ইতি মধ্যে আমি রোমের সম্রাটের নিকট হইতে একদল প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সহচর অনুচরসহ এই স্থান হইতে সমূলে উৎপাটিত করিব।”——আবু আমের পরামর্শ মত বক ধার্ম্মিকগণ একখানি মস্‌জেদ প্রস্তুত করিয়া হজরতের নিকট প্রার্থনা করিল,——“হজরত একবার আমাদের মস্‌জেদে পদার্পণ করিলে মস্‌জেদ পবিত্র হয়।” হজরত তাহাদের প্রার্থনা পূরণার্থে গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও ভণ্ডামী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, মস্‌জেদে কোব্বার স্থান লীনা নাম্নী এক রমণীর অধিকারভুক্ত ছিল। সেই রমণী তথায় এক গর্দ্দভ বাঁধিয়া রাখিত। এজন্য বিধর্ম্মিগণ এক আপত্তি উত্থাপিত করিল যে,——“এই মস্‌জেদ গর্দ্দভের বাসস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা ইহাতে নামাজ পড়িব না। আমরা অপর এক মস্‌জেদ প্রস্তুত করিয়া উহাতে উপাসনা করিব। আবু আমর প্রত্যাগমন করিয়া আমাদের আচার্য্যের কার্য্য করিবে।”*

* এই আবু আমর কাফের ছিল। সে ঈশ্বর এবং তৎপ্রেরিত পুরুষ-

তারপর ঈশ্বর ও তদীয় প্রেরিত পুরুষের আদেশে মস্‌জেদে জারার দগ্ধীভূত করা হয়।

তেব্‌রানী, জনৈক পণ্ডিত প্রবরের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন,—"আমি মস্‌জেদে জারার খলিফা জা'ফর মন্সুরের সময় পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। উহা হইতে তখন ধূম নির্গত হইত।"

এখন উহার কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না।

মস্‌জেদে জুমা'।

এই মস্‌জেদে জুমা' 'মস্‌জেদে ওয়াদী' এবং 'মস্‌জেদে আতকা' বলিয়াও অভিহিত হয়। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, হজরত মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে গমন করিয়া প্রথম কোব্বায় পহুঁছেন; তৎপর ঈশ্বরাদেশে শুক্রবার দিবস নগরে প্রবেশ করিয়া বনী সালেম বেন্নে আফ সম্প্রদায়ের সীমা পর্য্যন্ত উপনীত হন। তখন বেলা দুই প্রহর হয়। হজরত সেই স্থানে জুমার নামাজ পড়েন। এজন্যই প্রথম প্রথম এই স্থানেই জুমার নামাজ পড়া হইত। এই স্থানের নিকটে নিম্নদিকে বনী সালেম বেন্নে আফ সম্প্রদায়ের আবাস স্থান বিরাজমান ছিল। এখনও তাহাদের প্রাসাদাদির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।

মস্‌জেদের পুরাতন প্রাচীর ভূমিসাৎ হইলে প্রায় ৯০০ হিজরীতে জনৈক পারস্তবাসী উহা পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেন। উহা উত্তর দক্ষিণে ২০ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৬½ গজ প্রস্থ।

প্রবর হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। সিরিয়ায় গিয়া সে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এই অবস্থাতেই তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

মস্‌জেদে ফাজিখ্।

মস্‌জেদে ফাজিখ্ 'শাম্‌স্' নামে আখ্যাত হয়। এই ক্ষুদ্রায়তন মস্‌জেদ, মস্‌জেদে কোব্বার অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। ইহা এক উচ্চ স্থানে বিনা ছাদে কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান,—১১ গজ।

বনী নাজীরের যুদ্ধের সময় হজরত এই স্থানে ৬ দিবস অবস্থান এবং উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কিছুদিন পরে এই স্থানে এই মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়।

এবে্ন শীবা ও এবে্ন জুবালা বলেন,—"আবূ আইউব একদল আন্সার সহ এই মস্‌জেদের স্থানে ফাজিখ্ * সেবন করিতেছিল। এই সময় ফাজিখ্ সেবন নিষিদ্ধ হয় এবং ফাজিখ-ভাণ্ড চূর্ণীকৃত হয়। এই কারণেই এই মস্‌জেদের এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মস্‌জেদে ফাজিখ্‌কে শাম্‌স্ বলিবারও একটা হেতুমূল পরিদৃষ্ট হয়। মস্‌জেদে ফাজিখ্ সেই স্থানের সমুদায় প্রাসাদ অপেক্ষা নিম্ন। সূর্য্য সর্ব্ব প্রথম এখানেই অস্তগত হয় বলিয়া উহা "শাম্‌স্" নামে অভিহিত হয়।

মস্‌জেদে করীজা।

এই মস্‌জেদ বাগানাদির বহির্ভাগের শেষ সীমায় "হুর্‌রায়ে শর্‌কীয়ার" (স্থানের নাম) নিকট ও মস্‌জেদে ফাজিখের পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। হজরত যখন বনী করীজার অভিযানে †

---

* একপ্রকার মাদক দ্রব্য।

† বনী করীজার অভিযান এইরূপ :—

যান, তখন তিনি এই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তিনী এক বৃদ্ধার গৃহে এক সময়ের উপাসনা করিয়াছিলেন। অলীদ বেন্নে আব্দুল মালেক সেই বৃদ্ধার গৃহখানিও মস্‌জেদে সংলগ্ন করেন। বর্ত্তমান সময় এই মস্‌জেদ উত্তর দক্ষিণে ৪৪ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪৩ গজ প্রস্থ।

খন্দক অভিযান হইতে মদিনায় প্রত্যাগত হইয়া হজরত স্নান করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে জেব্রীল ধূলি লুণ্ঠিত যুদ্ধসাজে হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"হজরত, এখনও স্বর্গীয় দূতগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই। ঈশ্বরের আদেশ;—এখনই বনী করীজায় উপস্থিত হউন! আমি তথায় যাইতেছি। তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করিতে হইবে।"

এতচ্ছ্রবণে হজরত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সহচর বেলালকে আদেশ করি-লেন,—"তুমি প্রত্যেক গলিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া আইস,—"যে ঈশ্বরের অনুগত এবং তাঁহার আদেশ পালক, সে যেন বনী করীজায় গিয়া আসরের নামাজ পড়ে।"

পঞ্চবিংশতি দিবস এই অভিযান ছিল। তারপর জয়মালা ইস্লামের গলে পরিশোভিত হইলে বনী করীজার সর্ব্ব প্রধান নেতা সাআদ বেন্নে মাআজের প্রতি তদীয় সম্প্রদায়ের বিচার ভার ন্যস্ত করা হয়। তিনি আদেশ করেন যে,—"উহাদিগকে হত্যা করা হউক; উহাদের স্ত্রী পুত্রাদি দাসত্বে আবদ্ধ থাকুক, ও তাহাদের জিনীসাদি মুসলমানদিগের মধ্যে বিতরিত হউক।"

এই অভিযানে ৬০০ শত ইহুদীর প্রাণনাশ হইয়াছিল। ইহাতে ইহুদী সম্প্রদায় একরূপ সমূলোৎপাটিত হয়।

মস্‌জেদে মশরেবা।

এই মস্‌জেদ-স্থলে হজরত নামাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই স্থানে হজরতের সহধর্ম্মিণী দেবী মারিয়া কব্‌তীয়ার এক উদ্যান ছিল এবং সাহেবজাদা ইব্‌রাহীম এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হজরত এখানকার কতকটা ভূমি দীন দরিদ্রের জন্য ওয়াকৃফ (দান) করিয়াছিলেন।

এই মস্‌জেদ, মস্‌জেদে বনী করীজার উত্তরদিকে,——খোর্ম্মা বাগের মধ্যে উন্মুক্ত ছাদে চারি প্রাচীরে স্থাপিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে ১১ গজ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪ গজ।

মস্‌জেদে বনী জফর।

ইহা বর্ত্তমান সময়ে 'মস্‌জেদে বোগ্লা' নামে কথিত হয়। সাধারণ্যে ইহা 'মুফরায়ে পায়গাম্বর' (হজরত-কৃত অতিথি শালা) বলিয়া পরিচিত। বাকী প্রান্তরের পূর্ব্বভাগে ইহা অবস্থিত।

হজরত এক দিবস সহচরসহ বনী জফর পল্লীতে পদার্পণ করতঃ তথায় নামাজান্তে একখণ্ড শিলাপৃষ্ঠে উপবেশন করেন এবং জনৈক কারীকে (বিশুদ্ধ পাঠক) মহাগ্রন্থ "কোরান-শরীফ" পাঠ করিতে আদেশ করেন। প্রবাদ আছে, হজরতের আসন-যুক্ত সেই প্রস্তরখণ্ডে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক উপবেশন করিলে তাহার সন্তান সন্ততি জন্মে।

মস্‌জেতুল এজাবতা।

মস্‌জেদে এজাবতা বাকী মাঠের উত্তরদিকে উচ্চস্থরে স্থাপিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ নূ্যন ২০ গজ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৫ গজ দীর্ঘ। এই মস্‌জেদ বনী মাআবীয়া সম্প্রদায়ের নামে "মস্‌জেদে বনী মাআবীয়া" বলিয়াও অভিহিত হয়।

সহীহ্‌ মোস্লেম শরীফে (হাদিসে) উল্লিখিত আছে,—— "এক দিবস হজরত সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া আলীয়ার (স্থান বিশেষ) দিকে গমন করিয়াছিলেন। পথে এই মস্‌জেদ সম্মুখে পাইয়া তিনি সহচর সহিত উহাতে দুই রেকাত নামাজ পড়িয়া যান ও বহুক্ষণ প্রার্থনা করেন। হজরত পথে বলিলেন,—— "আমি মস্‌জেদে এজাবতায় ৩টি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। প্রথম——'আমার শিষ্য (উম্মত) মণ্ডলীকে দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত করিয়া মারিও না; দ্বিতীয়——উহাদের প্রতি জল মজ্জন-শাস্তি বিধান করিও না এবং তৃতীয়——আমার উম্মতগণ যেন পরস্পর কাটাকাটি করিয়া না মরে।' আমার প্রথম প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে; দ্বিতীয়টি নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে— 'তোমার উম্মত তরবারিদ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে' বিশ্বনিয়ন্তার এই আদেশবাণী পাওয়া গিয়াছে।"

মস্‌জেদে তরিকুস্‌ সাফেলা।

এই মস্‌জেদ মদিনা নগরীর পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত। হজরত আমীর হামজার গোরস্থান জেয়ারত করিতে যাইতে পথে

পড়ে। এইক্ষণ ইহা "মস্‌জেদে আবিজর গাফ্‌ফারী" (রাঃ) নামে পরিচিত।

"বহিকী শাআবুল ইমানে" আবদুর্‌ রহমান বেন্নে আঁফ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে,—"আমি এক দিবস মস্‌জেদে নবভীর এক কোণে বিশ্রাম শয়নে শায়িত ছিলাম, এমন সময় সহসা হজরত আমার পার্শ্বের দ্বার দিয়া বাহিরে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কতকদূর গিয়া হজরত বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অজু (হস্তপদ প্রক্ষালন) করত দুই রেকাত নামাজ পড়িলেন। নামাজান্তে মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন করিলেন। এরূপে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি হজরত মস্তকোত্তোলন করিলেন না। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—চক্ষে জল আসিল!—তবে বুঝি হজরত ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরানন্দময় স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করিলেন! ইত্যবসরে হজরত গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সবিনয়ে আমার হৃদয়ের আশঙ্কা নিবেদন করিলাম। হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর জেব্‌রীল কর্ত্তৃক আমাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি তোমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে, আমি তাহার প্রতি ১০০ অনুগ্রহ প্রেরণ করিব।' এই জন্যই আমি কৃতজ্ঞতা-ভাবে শির অবনত করিয়াছিলাম এবং মনের আনন্দে এতক্ষণ তদবস্থায় কাটাইয়াছি।"

এই মস্‌জেদের আয়তন ক্ষুদ্র; দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৮ গজ মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।



চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ।

[এতক্ষণ মস্‌জেদে কোব্বা হইতে পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মস্‌জেদাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখন মদিনার পশ্চিম হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত যে সমুদায় মস্‌জেদ বিরাজমান, তাহাদেরই বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।]

মোসাল্লা ঈদ।

এই মস্‌জেদ মদিনা নগরীর বহির্ভাগে—পশ্চাদ্দিকে মিসরী দ্বারের সন্নিকটে অবস্থিত। মক্কা নগরীর যাত্রিগণ এই মস্‌জেদের পার্শ্বদেশ দিয়া মদিনায় প্রবেশ করেন।

মহাত্মা ওকাদী বলেন,—হজরত মদিনায় পদার্পণ করিয়া দ্বিতীয় বৎসর তথায় ঈদের নামাজ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এবে জুবালা হজরত আবুহুরেরা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে,—"হজরত প্রথম দুই ঈদের নামাজ যে স্থানে পড়িয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণের মতে বাবুস্‌সালাম হইতে সহস্র গজ দূরে অবস্থিত। এখন তথায় 'মোসাল্লা' নামে এক মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত।"

"তেরমুজিতে" (হাদিস) বর্ণিত আছে,—"হজরত নামাজে এস্তেস্কার (বৃষ্টি পতন জন্য উপাসনা) জন্য মস্‌জেদে মোসাল্লায় পদার্পণ করিয়া উপাসনা করেন এবং বেদীর উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়েন।"

এই মস্‌জেদে মোসাল্লায় মাহাত্ম্য অনন্ত। হজরত কোন স্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রায়শঃই এই মস্‌জেদে বিশ্রাম ও প্রার্থনাদি করিতেন। সাইদ বেয়ে মসীরের মতে হজরত এই মস্‌জেদেই সম্রাট্ নাজ্জাসীর জানাজা (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কল্যাণ প্রার্থনা) পড়িয়াছিলেন।

মস্‌জেদে আবুবাক্কর।

উপরোক্ত মস্‌জেদের পার্শ্বে অতি নিকটেই এই মস্‌জেদে আবুবাক্কর অবস্থিত। কাল প্রভাবে জীর্ণ হইয়া গেলে মদিনার প্রতিনিধি পুনরায় ইহা সংস্কৃত করিয়া দেন। তিনি মস্‌জেদের সংলগ্ন একটি অতিথিশালা এবং একটি নহরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই মস্‌জেদের পার্শ্বে বহু কালের একটি বাগান "আরীজা" নামে প্রকাশিত ছিল। এখনও উহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

মস্‌জেদে আলা।

এই প্রকাণ্ডকায় মস্‌জেদ পারস্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নির্ম্মিত। ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে 'মস্‌জেদে আলা' অর্থাৎ প্রধান মস্‌জেদ।

তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মান গণীর আমলের অভিযানে হজরত আলী স্বীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া এই মস্‌জেদ-

স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ঈদের নামাজও তিনি সেবার এই স্থানেই পড়িয়াছিলেন। *

কথিত আছে, হজরতের অনুসরণে সর্ব্বপ্রথম হজরত আলী এই মস্‌জেদেই ঈদের নামাজ পড়িয়াছিলেন। হজরতের সময়ে ঈদের কোন অট্টালিকা (মোসাল্লা) ছিল না। বিশেষতঃ হজরত তথায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি ঈদের খোৎবাও বেদিকার উপর দাঁড়াইয়া পড়েন নাই। অতি প্রথম মার্‌ওয়ান বেন্নে হাকিম ঈদের মাঠে মিম্বর (বেদী) সংস্থাপিত করেন। শেখ এবে্ন হাজর আস্কেলানীও কোন কোন হাদিস হইতে এই মতের পোষকতা করেন। †

মূল ইতিহাস লেখক বলেন, এই তিনটি মস্‌জেদই (উপরোক্ত মস্‌জেদ তিনটি) উমর বেন্নে আবদুল আজিজের সময়ের নির্ম্মিত।

মস্‌জেদে ফাতাহ্‌।

এই মস্‌জেদ এবং ইহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় মস্‌জেদই "ফাতাহ্‌" নামে অভিহিত হয়। এই সকল মস্‌জেদ নগরীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'মস্‌জেদে ফাতাহ্‌' সালাআ পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে এক উচ্চ স্থানে স্থাপিত। ইহা মস্‌জেদুল আথ্‌রাব এবং মস্‌জেদে আলা বলিয়াও কথিত হয়।

* সহ্‌মনুদী এই মস্‌জেদকেই হজরতের "মোসাল্লায়ে ঈদ" (ঈদের নামাজের মস্‌জেদ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

† এবে্ শীবা বলেন, তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মান গণী প্রথম মিম্বরের উপর খোৎবা পড়িয়াছিলেন।

ইমাম আহ্মদ হাম্বল (রাঃ) হজরত আবর বেন্নে আবদুল্লা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন,—হজরত মস্‌জেদে ফাতায় সোম, মঙ্গল ও বুধবার—এই তিন দিবস নামাজান্তে প্রার্থনা করিতেন।

হজরত জাবের আরও বলেন,—"আমার উপর কোন আপদ বিপদ পতিত হইলেই আমি মস্‌জেদে ফাতায় গিয়া প্রার্থনা করিতাম। জগদীশ্বর আমার বাসনাও পূর্ণ করিতেন।"

এব্নে জুবালা বলেন,—"কোরাইশীয়গণ খন্দক বা আথ্‌রাব অভিযান করিয়া মদিনা আক্রমণ করিলে হজরত মস্‌জেদে ফাতাহ্ স্থলে প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় দিবসও তিনি তথায় পদার্পণ করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। তদীয় প্রার্থনায় সন্তোষ জনক ফল ফলিয়াছিল। এক ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় কোরাইশগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। ইহার পর আর কখনও তাহারা মদিনা আক্রমণের জন্ম সাহসী বা অভিলাষী হয় নাই। এই জন্মই ইহাকে মস্‌জেদে ফাতাহ্ অর্থাৎ বিজয়ী মস্‌জেদ বলা হয়। *

মস্‌জেদে স্থলেমান পারসী।

মস্‌জেদে ফাতাহ্ এর অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে এই মস্‌জেদ বিরাজমান।

---

* এই মস্‌জেদের দক্ষিণে সীহ্ নামে এক মাঠ আছে। এই মাঠে বহুল খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে। হজরত এই মস্‌জেদে দুইটি অতি স্থন্দর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু আমরা তাহা এস্থলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা।

মস্‌জেদে সুলেমান পারসীর পার্শ্ববর্ত্তী মস্‌জেদটিকেই "মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা" নামে অভিহিত করা হয়।

মস্‌জেদে আবুবাকর।

এই ক্ষুদ্রাবয়ব মস্‌জেদ নগরীর দক্ষিণদিকে পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত।

মস্‌জেদে ফাতাহ্, মস্‌জেদে সুলেমান পারসী, মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা, মস্‌জেদে আবুবাকর——এই মস্‌জেদ চতুষ্টয় প্রথম উমর বেয়ে আবদুল আজিজ নির্ম্মাণ করেন। কাল প্রভাবে তৎসমুদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মিসর প্রদেশের মন্ত্রী সায়ফুদ্দিন হুসাইন বেয়ে আবিল হিজানী পুনরায় হিজরী ৫৭৫ সনে উহাদের সংস্কার সাধন করেন। তিনি ইহার পর হিঃ ৫৭৭ সালে আরও দুইটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করেন। সায়ফুদ্দিন হুসাইনের পুনর্নির্ম্মিত মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা ৮৭০ সনে মদিনার আমীর জয়নদ্দিন জগীম মন্জুরী কর্ত্তৃক পুনরায় নূতন সিঁড়ি যুক্ত করিয়া বিনির্ম্মিত হয়।

কিন্তু কেহই মস্‌জেদে আবু বাকরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ নাকরায় উহা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয়। অবশেষে হিজরী ৯৮২ সালে কতিপয় লোক উহা একবার সংস্কৃত করেন

মস্‌জেদে বনীহারম।

মস্‌জেদে ফাতাহ্‌ এর অর্দ্ধপথে—সবলাখ্যা পর্ব্বতের কোণে—মদিনা যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণ ভাগে এই মস্‌জেদে বনীহারম অবস্থিত। কথিত আছে, হজরত এই মস্‌জেদে নামাজ পড়িয়াছিলেন। উমর বেম্নে আবদুলআজিজ কর্ত্তৃক এই মস্‌জেদও সংস্কৃত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ব ভিত্তিমূলের উপরে উত্তম ছাদ ও স্তম্ভ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এখন তথায় কেবল চতুর্দ্দিক বেষ্টনী প্রাচীর মাত্র বর্ত্তমান।

এই মস্‌জেদের সন্নিকটে একটি গুহা আছে, হজরত প্রায়শঃই সেই গুহায় পদার্পণ করিতেন। খন্দক অভিযানে তিনি এই গুহাতেই বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

মস্‌জেদে কেব্‌লাতাইন।

এই মস্‌জেদ 'মস্‌জেদে ফাতাহ্‌' এর পশ্চাদ্ভাগে—অর্দ্ধ মাইল দূরে ও আকীকমাঠে বীরেরোমা নামধেয় কূপের সন্নিকটে অবস্থিত।

মোহাম্মদ বেম্নে আথ্‌নাস বলেন,——"উম্মে মুবাশেরা নাম্নী বনীসালেমা বংশোদ্ভবা জনৈকা বিবী ছিলেন। হজরত তাহার প্রার্থনায় তথায় পদার্পণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। জনমণ্ডলী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হজরতকে মুসলমান ও কাফেরের আত্মার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; হজরত তাহার উত্তর

এইখানে প্রদান করিয়া ছিলেন। * জহুরের সময় (মধ্যাহ্ন উপাসনা) আগত হইলে হজরত বনীসালেমার মস্জেদে উপনীত হইয়া নামাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হন। দুই রেকাত নামাজ শেষ হইয়াছে, আর দুই রেকাত মাত্র সম্মুখে বাকী, এমন সময় ঈশ-বাণী হইল,——"কেব্লা পরিবর্ত্তন হইল। কাবামুখী হইয়া নামাজ পড়; বয়তুল মোকাদ্দসের দিকে নামাজ রহিত হইল।" হজরত পূর্ব্ববৎ নামাজে নিবিষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট দুই রেকাত নামাজ কাবামুখী হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু মস্জেদে কোব্বায় নামাজ পড়িবার সময় কাবা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই উক্তিই সমধিক প্রামাণ্য।

মস্জেদে জবাব।

বর্ত্তমান কালে এই মস্জেদ 'মস্জেদুর রেবাবা' নামে অভিহিত হয়। মদিনা হইতে সিরিয়া প্রদেশে যাইতে পথিকের দক্ষিণে 'জবাব' নামক এক পর্ব্বত পতিত হয়; ইহা সেই পর্ব্বতের উপরেই সংস্থাপিত। উক্তপর্ব্বতের নামানুসারেই এই মস্জেদের নামকরণ হইয়াছে। ইহার প্রথম নির্ম্মাতা উমর বেন্ আব-দুল আজিজ। কালের কুটিল চক্র-নিষ্পেষণে ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, হিঃ ৮৪৫ সনে (কিংবা ৮৪৬ সনে) মদিনার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্র যোগে ইহার সংস্কার সাধিত

* কাফের ও মুসলমান সম্বন্ধীয় হাদিসাদি এই সভাতেই বর্ণিত হইয়া ছিল।

করেন। এই মস্‌জেদ এবং মস্‌জেদে ফাতাহ্‌ প্রভৃতির মধ্যে সাবলাআ গিরি বিরাজমান। সাবলাআর পশ্চাদ্দিকে ফাতাহ্‌ প্রভৃতি মস্‌জেদ এবং পূর্ব্বদিকে এক উচ্চ স্থানে এই মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সাবলাআ গিরিশৃঙ্গ হইতে মদিনা নগরী নয়ন গোচর হয়।

কথিত আছে, হজরত জবাব গিরিপৃষ্ঠে উপাসনা করিয়াছেন এবং বতুক অভিযান হইতে প্রত্যাগমন কালে উহাতে বাস করিয়াছেন। *

সবলাআর পশ্চাদ্দিকে হইতে মোসাল্লায়েঈদ পর্য্যন্ত এবং মস্‌জেদে ফাতাহ্‌ হইতে মস্‌জেদে জবাব পর্য্যন্ত এক গর্ত্ত খনন করা হইয়াছিল। ইতিহাস এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার পূর্ণ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এখন আর সেই গর্ত্তের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়না। উহার চতুর্দ্দিকে লোকের প্রদক্ষিণ ব্যাপারই উহার শেষ নিদর্শন। গর্ত্ত খনন করা হইয়াছিল বলিয়াই সেই অভিযানকে "খন্দক" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

* হারেস বেন্নে আবদুর্‌ রহ্‌মান প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে,—এ্যামন প্রদেশে মার্‌ওয়ান বেন্নুল হাকেমের জবাব নামক জনৈক কর্ম্মচারী ছিল। তিনি কোন অপরাধে এই পর্ব্বতের উপর শূলাগ্রে তাহার প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই জন্যই পর্ব্বতের জবাব নামকরণ হইয়া থাকিবে।

মস্‌জেদে ফাসাহ্‌।

মস্‌জেদ ফাসাহ্‌ হজরত আমীর হামজার সমাধি-সৌধের উত্তর দিকে —উহুদ পর্ব্বতের শিখর দেশে অবস্থিত।

মতরী বলেন,—হজরত উহুদের যুদ্ধের পর এই স্থানে (মস্‌জেদ স্থানে) জহুর ও আশরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। এবে শীবা ও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু নামাজের সময় নির্দ্দেশ করেন নাই।

মস্‌জেদে আইনাইন।

এই মস্‌জেদ হজরত আমীর হামজার সমাধি-মন্দিরের সম্মুখভাগে অবস্থিত।

আইনাইন পর্ব্বতবিশেষ। এই গিরিবরকে 'জবলুর্‌ রেমাত'ও বলা হয়। উহুদ অভিযানের দিবস মুসলমানগণ এই আইনাইনে দাঁড়াইয়া শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে মস্‌জেদের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

মস্‌জেদুল ওয়াদী।

আইনাইন পর্ব্বতের পাদ-মূলে এককোণে এই মুস্‌জেদ সংস্থাপিত।

শীবা বলেন, হজরত আমীর হামজা শহীদ হইয়া এই জবলুর্‌ রেমাতের উপর পড়িয়াছিলেন। হজরতের আদেশক্রমে তথা হইতে উঠাইয়া বর্ত্তমান স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক-চূড়ামণি ইহাকে 'মস্‌জেদে আস্কর' বলিয়াও উল্লেখ করেন।

মস্‌জেদুস্‌ সুক্‌য়া।

একটি কূপের নামানুসারে এই মস্‌জেদের নামকরণ হইয়াছে। এইস্থানে হজরত উপাসনা করিয়াছিলেন এবং মদিনা বাসীদের জন্য মঙ্গল-কামনা করিয়াছিলেন। ইহার স্থান নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে গোলযোগ রহিয়াছে।

সৈয়দ সহ্‌মনূদী বলেন——"এই স্থানের নির্দ্দেশ নির্ণয়কল্পে যত্নবান হইয়া আমি বহুক্লেশে মৃত্তিকার নিম্নে খনন করতঃ ইহার ভিত্তিমূল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তাহাতে ইহার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধগজ পরিমিত প্রাচীর বাহির হইয়া পড়ে। পরে লোকে উহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।"

বর্ত্তমান সময় ইহাকে মস্‌জেদুস্‌ সুক্‌য়া বলা হয়। মক্কা-শরীফ হইতে মদিনার যাত্রিগণকে প্রথমতঃ এই মস্‌জেদ জেয়ারত করিতে হয়। মস্‌জেদটি অতি ক্ষুদ্রায়তন,——৭ গজ দীর্ঘ ও ৭ গজ প্রস্থ।

এই চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ বিশেষ বিখ্যাত। এজন্য এস্থানে তাহা-দেরই বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল মস্‌জেদের মাহাত্ম্য অনন্ত ও অটুট।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মস্‌জেদ আছে। তাহাদের সংখ্যা চত্বারিংশতেরও অধিক হইবে। পরিতাপের বিষয় যে, উহাদের স্থান নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর। এজন্য আমরা সৈয়দ সহ্‌মনূদীর গ্রন্থ হইতে তাহাদের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।



মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মস্‌জেদ সমূহের বিবরণ।

[ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণ যেসকল মাহাত্মাপূর্ণ মস্‌জেদ ও তাহাদের স্থান এবং অভিযানস্থানাদির নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অধুনা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় কীর্ত্তি অতীতের সহিত সংঘর্ষণ করিয়া এখনও উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া আছে, বর্ত্তমান সময় লোকে তাহাই জেয়ারত ও পরিদর্শন করিয়া থাকে।]

মসজেদে জিল হুলীফা।

ইহা মক্কা ও মদিনা-শরীফের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে 'মস্‌জেদুশ শুজরা' বলিয়া থাকেন।

হাদিসে উক্ত আছে, হজরত দুইবার (একবার হজ্জ ও দ্বিতীয়বার উমরা উপলক্ষে) মক্কাগমন কালে জিল হুলীফায় সমরা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছিলেন এবং অজু করিয়া তথায় নামাজ পড়িয়াছিলেন। সেখানে রাত্রিবাস এবং 'এহ্‌রাম'ও বাঁধিয়াছিলেন। *

---

* মদিনাবাসীরা জিল হুলীফার এহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ মীকাত হইতে এহ্‌রাম বাঁধেন। এহ্‌রাম—হজ্জের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

সময়ের দীর্ঘতায় এই মস্‌জেদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হিঃ ৮৬১ সালে পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে।

মস্‌জেদে মো-আরাস।

সমহুরী বলেন, জিল হুলীফার সম্মুখদিকে এই মস্‌জেদ বিরাজমান। উহাদের মধ্যে অনুমান এক শরের ব্যবধান হইবে। হজরত এই মস্‌জেদ স্থলে রজনী বাস করিয়াছিলেন, এবং নামাজ পড়িয়াছিলেন।

সহ্‌মনূদীর মতে এই ক্ষুদ্র মস্‌জেদের নাম "মস্‌জেদুল মো-আরাস।"

মস্‌জেদে শরীফুর্ রোহা।

রোহা মদিনা হইতে ৪১ * মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থান। মদিনা হইতে এই মস্‌জেদে যাইতে পথে সিয়ালা † মাঠ পড়ে।

* "সহীহ মোস্লেম" মতে ৩৬ মাইল।

† সিয়ালা প্রান্তরে হজরতের পদ-রেণু পতিত হওয়ার পর বহু অট্টালিকা ও জলপ্রণালী নির্ম্মিত হয় এবং লোকের বসবাস হইতে থাকে। তখন হইতে মদিনার শাসন কর্ত্তার অধীনে তথায় একজন শাসক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। এখনও সেই সমুদায়ের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়;—অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত কবর স্থান সেই অতীত-স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হজরত বলিয়াছেন,— এই মাঠে ৭০ জন ভাববাদী (প্রেরিত পুরুষ) উপাসনা করিয়াছেন। একবার হজরত মুসা ৭০০০০ সত্তর হাজার ইস্‌রাইল সম্প্রদায় সহ এই প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

কথিত আছে,—হজরত ঈসা যে পর্য্যন্ত এই মাঠের উপর দিয়া হজ্ব কিম্বা উমরা করিতে না যাইবেন, ততদিন মহাপ্রলয় হইবে না।

এই মস্‌জেদের নিকটে আরও একটি মস্‌জেদ আছে। উহা মক্কা যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। হজরত আবদুল্লা বেন্নে উমর (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে, হজরত এই মস্‌জেদেও নামাজ পড়িয়াছিলেন।

মস্‌জেদুল গাজালা।

এই মস্‌জেদ রোহা মাঠে,——পর্ব্বত কোণে, মদিনা হইতে যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণে অবস্থিত। হজরত এখানেও উপাসনা করিয়াছিলেন। *

হজরত মক্কা গমন কালে এই মস্‌জেদের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাকে "তরীকুল আম্বিয়া" বলা হয়। এই পথে যাত্রীদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থে 'বীরেসফিয়া' নামে একটি কূপ আছে। কূপটি হরশা নামক পর্ব্বতের এক কোণে স্থাপিত। এখন আর সেই পথে লোকের গমনাগমন হয় না। ইহারই অনতিদূরে দক্ষিণ দিকের অপর একটি পথ উহার স্থানাধিকার করিয়াছে।

* এই মস্‌জেদে গাজালার পার্শ্বে এক বৃক্ষ আছে। হজরত আব্দুল্লা বেন্নে উমর (রাঃ) যখন তথায় উপনীত হইতেন, তখন তিনি সেইখানে অজু করিতেন এবং অবশিষ্ট জল সেই বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন,—"আমার হজরতও এইরূপ করিয়াছেন।"

মস্‌জেদে খোলিস।

মক্কা নগরীর তিন দিবসের পথে এই মস্‌জেদ অবস্থিত। তথায় খর্জ্জুরাদি বহুল বৃক্ষ এবং একটি জলপ্রণালী আছে। ৯৯৮ সালে তুরস্কের সুলতান এই মস্‌জেদ একবার সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি জল প্রণালীটিও মস্‌জেদের বারেণ্ডার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। *

হজরত মদিনা প্রস্থানের সময় হজরত আবু বাকরের সহিত তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে দুগ্ধ বিহীন ছাগীর দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল।

মস্‌জেদে সারেফ।

ইহা তানইমের পথে,—মক্কা-শরীফের এক মঞ্জিল তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে হজরতের সহধর্ম্মিণী মায়মুনা দেবীর সমাধি বিরাজমান। তদীয় উদ্বাহ ক্রিয়া এবং দাম্পত্য-সম্মিলনও এই স্থানেই হইয়াছিল।

---

*সহ্‌মনুদী বলেন, মস্‌জেদে খোলিসের সন্নিকটে হেরামে উক্‌বার আর একটি মস্‌জেদ আছে।

তিনি আরো বলেন, খোলিসের এক দিনের (এক মঞ্জিলের) দূরে মদিনার দিকে রাজপথের দক্ষিণে কারীদ নামক আরো একটি মস্‌জেদ ছিল।

তানইমে মস্‌জেদে আয়েশা।

তানইম একটি স্থানের নাম। মক্কা হইতে তানইম গিয়া উমরার এহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিতে হয়। *

এখন তথায় 'মস্‌জেদে আয়েশা' নামে একটি মস্‌জেদ বর্ত্তমান আছে।

মস্‌জেদে জিত্তোভা।

জিতোভা একটি কূপ বিশেষের নাম। ইহা মক্কা নগরীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত। হজরত মক্কা প্রবেশ করিবার সময় তথায় একরাত্রি অবস্থিতি করিয়া পর দিবস প্রাতে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তথায় এই মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[ভ্রমণকারিগণ মক্কা এবং মদিনা-শরীফের মধ্যস্থলে আরো অনেক মস্‌জেদের ও তীর্থ-পীঠের উল্লেখ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত ৮ আটটি মস্‌জেদ ভিন্ন তথায় আর কিছুরই অস্তিত্ব দৃষ্টি গোচর হয় না।]

* সহ্‌মনুদী বলেন,—পূর্ব্বে এখানে একটি বৃক্ষ, কতিপয় কূপ ও একটি মস্‌জেদ ছিল।

সপ্তম অধ্যায়।



পবিত্র কূপরাশি।

[যে সমুদায় কূপ হজরতের পদ-রেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। আমরা এস্থলে সেইরূপ কতিপয় কূপের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

মস্‌জেদের মত কূপের সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যে কোন কোনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কোন কোনটি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে।

সৈয়দ সাহেব তদীয় ইতিহাসে বিংশতিরও অধিক মাহাত্ম্য-পূর্ণ কূপের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাত্র সাতটি কূপেরই 'জেয়ারত' করা হয়।]

বীড়ে আরিস।

জনৈক ইহুদীর নামানুসারে এই কূপের * নামকরণ হইয়াছে। ইহা মস্‌জেদে কোব্বার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহার জল সু-স্বাদু ও মিষ্ট।

---

* কূপকে আরবীতে "বীড়" বলা হয়।

হাদিসে বর্ণিত আছে,——হজরত স্বীয় পবিত্র মুখের নিষ্ঠীবন এই কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতেই ইহার জল মিষ্ট হইয়াছে।

বেহকী বলেন,——হজরত ঈসা বেন্নে মালেক (রাঃ) একদিবস মস্‌জেদে কোব্বায় উপনীত হইয়া লোক প্রমুখাৎ এই কূপের কথা জিজ্ঞাসা করেন। একব্যক্তি তাঁহাকে কূপের পারে লইয়া যায়। হজরত ঈসা বর্ণনা করেন,——হজরত একদিবস এই কূপের জনৈক জলোত্তোলনকারী হইতে একপাত্র জল লইয়া পান করেন এবং অবশিষ্ট জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। তারপর তিনি সেই কূপের জলে অজু করিয়া নামাজ পড়েন। *

হাদিসে হজরত আবু মূসা আশারী (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,——"আমি (হজরত মূসা আশারী) একদিবস স্বীয় প্রাসাদে অজু করিয়া হজরতের শ্রীচরণে উপনীত হইতে চলিলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম, অদ্য হজরতের সেবায় নিবিষ্ট থাকিব। মস্‌জেদে উপনীত হইয়া কিন্তু হজরতকে দেখিতে পাইলাম না। লোকে বলিল,——'হজরত এই মাত্র মস্‌জেদে কোব্বার দিকে গমন করিয়াছেন'। আমিও সেই দিকে চলিলাম। মস্‌জেদে কোব্বায়ও হজরতকে পাইলাম না। সেখানে জানিতে পারিলাম, হজরত "বীড়ে আরিসে" পদার্পণ করিয়াছেন। আমি বীড়ে আরিসের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের দ্বারে বসিয়া থাকিলাম। কতক্ষণ পর হজরতকে অজু করিতে দেখিলাম। আমি প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, হজরত পাদুকা খুলিয়া চরণদ্বয় কূপের ভিতর দোলাইয়া বসিয়াছেন। আমি তাহাকে অভিবাদন

* কেহ কেহ বলেন,—"বীড়ে গোরসেই" তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।

করতঃ পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিয়া রহিলাম এবং স্বগত বলিতে ছিলাম,—"আজ হজরতের দৌবারিকের কাজ করিব।"

প্রায় এক ঘণ্টাপরে হজরত আবু বাকর সিদ্দীক দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হজরতের অনুমতি প্রার্থনায় চলিলাম। হজরত বলিলেন,—"দ্বার খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকে স্বর্গ-প্রাপ্তি সু-সংবাদ প্রদান কর।" আমি তাহাই করিলাম। মহানুভব আবুবাকর হজরতের দক্ষিণে বসিয়া তদনুকরণে স্বীয় পদদ্বয়ও কূপে দোলাইয়া দিলেন। আমি আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। স্বীয় প্রাসাদ হইতে আসিবার কালে আমার ভাইকে অজু করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতেছিলাম,—"অহো! এই মাহেন্দ্রযোগে আমার ভাই যদি আসিয়া উপস্থিত হইত!"

ইত্যবসরে হজরত উমর তথায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি হজরতের অনুমতি গ্রহণে চলিলাম। হজরত সম্মতি প্রদান এবং তাঁহাকেও স্বর্গের সু-সংবাদ দিতে বলিলেন। তিনিও হজরত সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে তদনুকরণে উপবেশন করিলেন।

পুনশ্চ দ্বারে বসিয়া আমার সহোদরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে হজরত উস্‌মান গণী দ্বারে উপনীত হইয়া হজরতের শ্রীপদ দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হজরত তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়া বলিলেন,—'তাঁহাকে স্বর্গ প্রাপ্তির সংবাদসহ আর একটি বিপদ বার্ত্তাও জ্ঞাপন করিও।' হজরত উস্‌মান গণী সেখানে স্থানের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের

সম্মুখ-ভাগে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় চরণযুগল দোলাইয়া দিলেন।”

এতদ্ব্যতীত এই কূপ সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনা মূল ইতিহাসে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

পূর্ব্বে এই বীরে আরিসের নীচে নামিয়া অজু করিবার সিঁড়ি ছিল। হিঃ ৭১৪ সনে উহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল। মধ্যে অনেক দিন অবতরণের পথ বন্ধ ছিল। হিজরী ১২৭৯ সনে উহার উপর এক অট্টালিকা এবং চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে।

বীরে গোর্‌স।

শেখ মুজাদ্দাদাইন (ফিরোজাবাদী) বলেন,—প্রকৃত পক্ষে এই কূপই “বীরে গোর্‌স”। (কিন্তু এখন গোর্‌স নামধেয় আর একটি কূপ মস্‌জেদে কোব্বার অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত দেখা যায়।) গোর্‌স নামক পল্লীর নামানুসারে এই কূপের নাম “গোর্‌স” হইয়াছে। কূপটি অতি প্রকাণ্ড; জলের গভীরতাও অধিক। জল কিঞ্চিৎ সবুজ বর্ণ দেখায়। কূপের ভিতরে অবতরণের সোপান আছে। হিজরী ৮৮২ সালে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে।

হজরত এক দিবস এই কূপের জলে অজু করিয়াছিলেন। কথিত আছে,——হজরত স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে হজরত আলীকে বলিয়াছিলেন,——“আমার শব বীরে গোর্‌সের জল দিয়া বিধৌত করিবে।” হজরত জীবিতাবস্থায়ও প্রায়ই এই কূপের জল পান করিতেন।

বীড়ে রোমা।

ইহাও একটি প্রকাণ্ডায়তন কূপ। মসজেদে কেব্‌লা-তাইনের উত্তর দিকে ওয়াদীয়ে আকীক মাঠে ইহা অবস্থিত। ইহার জলও অতি সু-স্বাদু এবং নির্ম্মল।

বনীগফ্‌ফার সম্প্রদায়ের রোমা নামক জনৈক ব্যক্তি এই জলাশয় খনন করাইয়া ছিলেন। উহার জল তখন উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। মদিনায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়া উঠিলে মিষ্ট জলের অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠে। তাঁহাদের জলকষ্ট মোচন করিবার জন্ত হজরত উস্‌মান গণী ৩৫ সহস্র দেরহাম মূল্যে এই কূপটি ক্রয় করিয়া ওয়াক্‌ফ (দান) করিয়া দেন।

এই জলাশয় হিঃ ৭০০ সনের সংস্কার দ্বারা ধ্বংস-মুখ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছে।

বীড়ে রোজাআ।

এই কূপ বাবে শামী দ্বারের দিকে,——নগরীর সন্নিকটে এবং হজরত আমীর হামজার সমাধি সৌধাভিমুখী পথের দক্ষিণে অবস্থিত।

কথিত আছে,——হজরত এক দিবস বীড়ে রোজাআর পদার্পণ করিয়া উহা হইতে এক পাত্র জল গ্রহণ পূর্ব্বক অজু করেন এবং অবশিষ্ট জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ফেলিয়া দেন।

হজরত জীবিতাবস্থায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ইহার জলে স্নান

করিতে উপদেশ দিতেন। ইহার জলে স্নান করিয়া রোগীরা আরোগ্য লাভ করিত।

হজরত আবু বাকরের দুহিতা বিবী আসামা প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে,——"পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আমি বীড়ে রোজাআর জলে তিন দিবস অবগাহন করিতে দিতাম। ভগবৎ প্রসাদে তাহারা নিরাময় হইত।" *

বীড়ে বোস্‌সা।

ইহা বাকী প্রান্তরের নিকটে। বাকী মাঠ হইতে নগর-প্রাচীরের নিম্নস্তর ধরিয়া মস্‌জেদে কোব্বার দিকে গমন করিলে বীড়ে বোস্‌সা পথিকের বামে পড়ে।

কথিত আছে,—হজরত একদিবস মনস্বী আবু বাকর সাইদ হজরীর প্রাসাদে পদার্পণ করিয়া বলেন যে,—"আজ শুক্রবার—জুমার দিবস; আমাকে মাথা ধুইতে কিঞ্চিৎ জল দাও।" জল আনিয়া সম্মুখে রাখিলে হজরত তৎসহ বীড়ে বোস্‌সায় চলিয়া যান এবং মস্তক ধৌত করিয়া অবশিষ্ট জল কূপে নিক্ষেপ করেন।

* এখন এই জলাশয় কতিপয় ব্যক্তির বাগানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বহু কষ্টে ইহার জেয়ারত করিতে হয়।

বীড়ে হার।

বীড়ে হার মস্‌জেদে নবভীর উত্তরে,—কেল্লার প্রাচীরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। অনেক সময় হজরত এই কূপের পার্শ্বে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন এবং উহার জল পান করিতেন।

হাদিসে উক্ত আছে—আন্সার সম্প্রদায় ভুক্ত আবু তাল্‌হা নামধেয় জনৈক ব্যক্তির অগাধ সম্পত্তি এবং অনেক বাগান প্রভৃতিও ছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট এই বীড়ে হারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। হজরত প্রায়শঃই তথায় গমন করিতেন, এবং এই কূপের জল পান করিতেন। আবু তাল্‌হা সাধারণের উপকারার্থে এই কূপ দান করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর হেস্‌সান কূপের অর্দ্ধাংশ হজরত মাবীয়ার নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। হজরত মাবীয়া তথায় এক অট্টালিকাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবু জা'ফর মন্সুর কর্ত্তৃকও তথায় এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বীড়ে হারের চারিদিক ক্ষুদ্র বাগানে পরিবেষ্টিত। তথায় একটি ক্ষুদ্রায়তন মস্‌জেদও আছে।



বীড়ে এহ্‌ন।

এই কূপটি মস্‌জেদে কোব্বার পূর্ব্বদিকে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির (শরীফের) বৃহৎ বাগানে অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকে কৃষিক্ষেত্র আছে। স্থানটি অতি রমণীয়। হজরত এই কূপের জলে অজু করিয়া নামাজ পড়িয়া ছিলেন। *

প্রসিদ্ধ আকীক মাঠে এই 'বীড়ে এহ্‌ন' ও মস্‌জেদ কোব্বা অবস্থিত। সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য এবং খ্যাতিও খুব অধিক।

ঈন্স বেন্নে মালেক কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে.—"আমি এক দিবস হজরতের সঙ্গে চলিয়াছিলাম। হজরত আকীকে উপনীত হইয়া আমাকে বীড়ে এহ্‌ন হইতে এক পাত্র জল আনিতে বলেন। ঐ মাঠ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।" §

---

* মদিনার তদানীন্তন প্রতিনিধি মারওয়ান বেন্নে হাকিম হজরত মাবী-য়ার আদেশে মস্‌জেদে কোব্বার সংলগ্ন উদ্যানস্থিত জরকা নামক নগর হইতে এক পয়ঃপ্রণালী বাহির করিয়া নগরীতে আনয়ন করেন। উহার জল অতিশয় সু-স্বাদু।

§ আকীক মাঠ মদিনার দক্ষিণে এক দিবসের পথে অবস্থিত।

অষ্টম অধ্যায়।



বাকীর পূজার্হ সমাধি-সমূহ।

[জিন্নাতুল বাকী মদিনার একটি স্বর্গ তুল্য পবিত্র মাঠের নাম। হজরত আয়েশা দেবী বলেন,—"হজরত যেই যেই রাত্রি আমার এখানে যাপন করিতেন, সেই সেই রজনীতে 'বাকী'তে পদার্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেন।"

হাদিসে বর্ণিত আছে,—"মহাপ্রলয়ের পর বিচারের দিবস হজরত সর্ব্বপ্রথম গাত্রোত্থান করিবেন; তৎপর হজরত আবু বাক্কর সিদ্দীক এবং হজরত উমর ফারুখ,—তারপর বাকীর অধিবাসিগণ,—তারপর মক্কা বাসিগণ উত্থিত হইবেন।"

এই বাকীর ৭০০০০ সহস্র সমাধিস্থ লোক বিনাহিসাবে স্বর্গে যাইবেন। ইঁহাদের মুখমণ্ডল পৌর্ণমাসীর শশিকলার ন্যায় উজ্জল হইবে।]



হজ্‌রত উস্‌মানের সমাধি।

হজরত উস্‌মান বেন্নে মাজউন হিঃ ৩ সনের শা'বান মাসে স্বর্গারোহণ করিয়া এই বাকী প্রান্তরে অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়েন। হজরত স্বয়ং এক খণ্ড প্রস্তরে এই মহাত্মার সমাধির চিহ্ন রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"ইঁহার পার্শ্বে আমার পরি-

বারবর্গ সমাধিস্থ করিব।" এই বলিয়া হজরত তাঁহার সমাধি-শিরে এক খণ্ড প্রস্তর রাখিয়া দেন। *

মোহাজেরগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই সৌভাগ্যশালী পুরুষ-প্রবরেরই মৃত্যু ঘটে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাকীর অরণ্য পূর্ণ বিশাল বক্ষে সমাধিস্থ হন। বর্ত্তমান সময় তাঁহার সমাধি-স্থলে "আকীল" নামক একটী কোব্বা বিরাজমান।

কুমার ইব্রাহীমের সমাধি।

হজরতের ৬ ছয় মাসের শিশু সন্তান কুমার ইব্রাহীম হজরত উস্মান বেনে মাজউনের পার্শ্বে সমাধিস্থ হইয়াছেন। হজরত স্বহস্তে কুমার ইব্রাহীমের সমাধি-সৌধে জল সেচন করেন। ‡

রোকিয়া দেবীর সমাধি।

রোকিয়া দেবী হজরতের দুহিতা। তিনি হজরত উমরের সহিত পরিণীতা ছিলেন। রোকিয়া দেবীর মৃত্যু সময়ে হজরত বদর অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন।

---

* মারওয়ান বেনে হাকিমের আদেশ ক্রমে সেই প্রস্তর-খণ্ড স্থানান্তরিত হইয়াছিল। মহানুভব উসমান মোহাজের ছিলেন। তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিলে হজরত তদীয় ললাট কলক চুম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাকী প্রান্তর তখন গারকাদ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া সমাধি খনন করা হয়।

‡ ইতিপূর্ব্বে এই নিয়ম প্রচলিত হয় নাই।

উম্মে কুলছোম দেবীর সমাধি।

দীন-বন্ধু হজরতের দুহিতা-রত্ন উম্মে কুলছোম দেবীও বাকী মাঠে হজরত উস্‌মানের সন্নিকটে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

জয়নব দেবীর সমাধি।

জয়নব দেবীও হজরতের দুহিতা। তিনি হিঃ ৮ সালে অমর ধামে প্রস্থান করেন। জয়নব দেবীও এই বাকী প্রান্তরে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

বিবী ফাতেমার সমাধি।

বীর-কেশরী হজরত আলীর মাতৃদেবী ফাতেমাও এই প্রান্তরে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। বিবী ফাতেমার সমাধি-খনন শেষ হইলে হজরত উহাতে অবতরণ করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র বিছাইয়া শয়ন করেন এবং কিয়ৎকাল কোরান-শরীফ পাঠান্তে উপরে উঠিয়া জানাজা সম্পন্ন করেন। *

এখানে বলা উচিত যে, হজরত পাঁচ জন লোকের ভিন্ন অপর কাহারও সমাধি-গহ্বরে অবতরণ করেন নাই। সেই পাঁচজন এই :—

(১)—হজরত খোদায়জা দেবী ;

---

* হজরতের আদেশে আসামা বেন্নে জায়েদ, আইউব আন্সারী ও হজরত উমর এই তিন ব্যক্তি বিবী ফাতেমার সমাধি খনন করিয়াছিলেন।

(২)—হজরত খোদায়জা দেবীর পুত্র সন্তান;
(৩)—আবদুল্লা মজনী;
(৪)—হজরত আয়েশা দেবীর মাতৃদেবী উম্মে রোমান;
এবং (৫)—হজরত আলীর মাতৃ দেবী ফাতেমা বেন্তে আসাদ (রাঃ)।

মনস্বী আবদুর্ রহমানের সমাধি।

আবদুর্ রহমান বেন্নে আউফ (রাঃ) যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন হজরত আয়েশা দেবী তাঁহাকে বলিয়া পাঠান—"আপনার অভিমত হইলে হজরত এবং আপনার ভ্রাতা হজরত আবু বাক্কর ও হজরত উমরের পার্শ্বে আপনার সমাধি হইতে পারে।" সদাশয় আবদুর্ রহমান ইহার উত্তরে বলেন,—"আমি আপনার গৃহের স্থান সঙ্কীর্ণ করিতে ইচ্ছা করি না। উস্মান মাজউনের সঙ্গে আমার অঙ্গিকার আছে,—আমরা উভয়ে একত্র শয়ন করিব।" তন্মতে বাকী মাঠেই তাঁহার সমাধি হয়। *

হজরত সা-আদের সমাধি। (১)

হজরত সা-আদ বেন্নে আবি ওয়াকাস্‌ও এই প্রান্তরে চির নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

* হজরত এবং মহাত্মা আবু বাক্কর প্রভৃতির সমাধি-সৌধের মধ্যস্থলে একটি সমাধি স্থান আছে। কথিত আছে—হজরত ঈসা পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তথায় সমাধিস্থ হইবেন।

এবে্ন খাজা ফাতাস্ সর্মামার সমাধি।

হিজরী ৩ সালের শওয়াল মাসে এবে্ন খাজা ফাতাস্ সর্মামা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই বাকী মাঠে চিরশান্তি লাভ করিতেছেন। *

হজরত সা-আদের সমাধি। (২)

সদাশয় সা-আদ বেন্নে জারারাও এই প্রান্তরের রোহা নামক স্থানে অনন্ত শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথম হিজরী সনে মস্‌জেদে নবভী নির্ম্মাণকালে এই পুণ্যাত্মার মৃত্যু ঘটে। †

হজরত ফাতেমা জোহরার সমাধি।

জগজ্জননী হজরত ফাতেমা দেবীর আদেশক্রমে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই। তাঁহার জানা-জায়ও এক হজরত আলী এবং পরিবারস্থ কতিপয় লোক ভিন্ন অপর কেহ যোগদান করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও রজনীযোগে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইরূপ নানা

---

* এবে্ন খাজা ফাতাস সর্মামা হাফজা দেবীর পূর্ব্বস্বামী। ইঁহার স্বর্গারোহণের পর বিবী হাফ্জা হজরতের সহিত পুনর্বিবাহিতা হন।

† কুমার ইব্রাহীমের জেয়ারত করিবার সময় এই সমুদায় আস্‌হাব মনস্বিগণের জেয়ারত করাও তীর্থ যাত্রিগণের কর্ত্তব্য। হজরত ইব্রাহীমের সমাধি-স্তম্ভের পৃষ্ঠে ইঁহাদের নামের তালিকা লিখিত আছে।

কারণে তাঁহার সমাধি-সৌধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এবং হাদিস বেত্তৃগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

কেহ কেহ বলেন,—হজরত ফাতেমা দেবী বাকী প্রান্তরে অনন্ত শয্যায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন। আবার কাহারও মতে তিনি তদীয় বাসগৃহেই সমাধিস্থা হইয়াছেন। *

মহাত্মা মসউদী "মরোহে জাহাবে" লিখিয়াছেন,—ইমাম হাসেন, ইমাম জয়নাল আবেদিন, ইমাম মোহাম্মদ বাকের ও ইমাম জা-আফর সাদেক (রাঃ) প্রভৃতির গোরস্থানে এক এক খণ্ড শিলা-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে;— "সমুদায় প্রশংসা ঈশ্বরের এবং চূর্ণীকৃত অস্থি-মজ্জার পুনর্জ্জীবন-কারীর। এই সমাধি হজরত-কন্যা ফাতেমা দেবীর, এবং হাসেন বেন্নে আলী ও জা-আফর সাদেক বেন্নে মোহাম্মদ বাকের প্রভৃতির।" এই শিলা-লিপি হিঃ ৩৩১ সনে উৎকীর্ণ হয়।

অনুসন্ধানে যত দূর জানা যায়,তাহাতে বাকী প্রান্তরেই হজরত ফাতেমা দেবীর সমাধির স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিশে-ষতঃ অনেক মনস্বী যোগ-বলে তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

হজরত ইমাম হাসেনের সমাধি।

বর্ণিত আছে,—হজরত ইমাম হাসেন (রাঃ) মৃত্যু-কাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া হজরত আয়েশা দেবীর নিকট বলিয়া পাঠান,—"আপনার অনুমতি পাইলে আমার জগৎ পূজ্য মাতামহ হজরতের পার্শ্বে আমার দেহ সমাধিস্থ হইতে পারে।" ইহাতে

* এই প্রাসাদ মস্‌জেদে নবভীর সংলগ্ন।

আয়েশা দেবী বিনা আপত্তিতে সম্মতি প্রদান করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বনী উম্মিয়া সম্প্রদায় সশস্ত্র যুদ্ধে অগ্রসর হয়। এ দিকে বনী হাসেম (হজরত ইমাম হাসেনের বংশধরগণ) সম্প্রদায়ও তাহাদের প্রতিরোধার্থে আসরে অবতীর্ণ হয়। ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ইহাতে ইমাম হাসেন স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং বলেন যে,—"আমাকে বাকী প্রান্তরে আমার মাতৃদেবীর পার্শ্বে গোর দিও।" *

হজরত ইমাম হুসাইনের সমাধি।

পাপাত্মা এজিদ হজরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র শির মদিনার শাসন-কর্ত্তা উমর বেন্নে আসের নিকট প্রেরণ করিলে উমর তাহা বস্ত্রাবৃত করত তদীয় মাতৃদেবী হজরত ফাতেমা দেবীর পার্শ্বে সমাধিস্থ করেন।

মতান্তরে প্রকাশ,—পাপিষ্ঠ এজিদ কালগ্রাসে পতিত হইলে হজরত হুসাইনের পবিত্র শির এজিদের কোষাগারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া দামস্কের "বাবুল ফারদিসে" সমাধিস্থ করা হয়।

* ঐতিহাসিক সৈয়দ বলেন,—হিঃ ৮৭৬ সালে হুসাইন ও আব্বাসের সমাধি সৌধের মধ্যস্থলে এক কবর খনিত হইলে কাষ্ঠের এক 'তাবুৎ' দৃষ্টিগোচর হয়। উহাতে রক্ত বর্ণের আবরণ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আবরণ প্রভৃতি পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ বলিয়া দেখা যাইতে ছিলনা। সম্ভবতঃ এই তাবুৎ হজরত আলীর। জবীর বেন্নে বেক্কার কর্ত্তৃক ইহা বর্ণিত।

হজরত আব্বাসের সমাধি।

ঐতিহাসিক প্রবর এব্নেশীবা বলেন,—হজরত আব্বাস বেন্নে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ) কেও বাকী মাঠে কবরস্থ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় হজরত আব্বাসের কবরে একটি বড় কোব্বা নির্ম্মিত হইয়াছে।

সুফিয়া দেবীর সমাধি।

এব্নেশীবা বলেন, বাকী মাঠ গমনের পথের প্রান্তভাগে সুফিয়া বেন্তে আবদুল মতলবের সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় এই কবরের পার্শ্ব দিয়া নগর-প্রাচীরের দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাকী-অভিমুখী দ্বার।

হজরত আবু সুফিয়ানের সমাধি।

আবু সুফিয়ান (বেন্নে হেরেস বেন্নে আবদুল মতলব) হিঃ ২০ সালে স্বর্গারোহণ করেন এবং বাকী মাঠে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন। হজরত উমর ফারুক তাঁহার জানাজা পড়েন। বর্ত্তমান সময় হজরত আবদুল্লা বেন্নে জা'ফরের কোব্বায় আকীল বেন্নে আবু তালেবের মধ্যস্থানের প্রাচীরে লিখিত আছে,—"এই কোব্বায় হজরত আবু সুফিয়ানের সমাধি কিম্বা মহাত্মা আকীলের সমাধি।" ইহা লইয়াই মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

সহ্‌মনুদী বলেন,—এই কোব্বায় হজরত আবু সুফিয়ানের সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়।

বিবী উম্মে সালেমার সমাধি।

হজরতের সহধর্ম্মিনী উম্মে সালেমা দেবীও এই বাকী মাঠে অনন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন।

হজরত আয়েশা দেবীর সমাধি।

সহীহ্‌ বোখারী-শরীফে উল্লিখিত আছে,—হজরত আয়েশা দেবী হজরত আবদুল্লা বেন্নে জুবীর (রাঃ) কে উপদেশ-চ্ছলে বলিয়া ছিলেন,—"আমাকে হজরত এবং তদীয় আস্‌হাব গণের সহিত বাকীতে গোর দিও।" *

হজরত উস্‌মানের সমাধি।

এবেন্নে শীবা বলেন,—তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মানকে হজরতের সঙ্গে সমাধিস্থ করিতে চাহিলে মিসরবাসিগণ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। এমনকি তথায় তাঁহার জানাজা পড়িতেও দেওয়া হয় নাহি। তার পর জুবীর বেন্নে মোতা-আম হাকিল

* হজরত মায়মুনা ভিন্ন হজরতের সকল পত্নীই মদিনায় ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। মায়মুনা দেবী তানইমের অনতি দূরে শরাফ নামক স্থানে অনন্ত শয্যায় শায়িতা আছেন। সেই স্থানে তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়াছিল।

বেন্নে খারাম,আবদুল্লা বেন্নে জুবীর এবং আরও কতিপয় আস্‌হাব আসিয়া তথা হইতে শব উঠাইয়া বাকী মাঠে লইয়া যান। দুরাচারগণ সেখানেও তাঁহার সমাধি করিতে নিষেধ করে। অবশেষ তদীয় শব "হুস্‌নে কাওয়া কাবে" * নীত হয় এবং জানাজার পর তথায় সমাধিস্থ হয়। কবরের চতুর্দ্দিক প্রাচীর দিয়া তৎক্ষণাৎ সমাধি গোপন করিয়া রাখা হয়।

মহাত্মা সা-আদের সমাধি। (৩)

মহানুভব সা-আদ বেন্নে মা-আজুন আশহলী খন্দক অভিযানে অস্ত্রাঘাতে আহত হইলে কিয়দ্দিন পর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। হজরত স্বয়ং তাঁহার জানাজা পড়িয়া বাকীর এক পার্শ্বে সমাধিস্থ করেন।

---

* হুস্‌নে কাওয়া কাব বাকী প্রান্তরের পূর্ব্বদিকস্থ একটি বাগানের নাম। বাকীর বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া তথায় শব প্রোথিত করিতে লোকে ঘৃণা করিত। এই উদ্যানে সর্ব্ব প্রথম হজরত উস্‌মানই সমাধিস্থ হন। হজরত মাভীয়ার পক্ষ হইতে মারওয়ান যখন মদিনার প্রতিনিধি ছিলেন, তখন তিনি হুস্‌নে কাওয়াকাব বাকীর সম্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে প্রস্তর হজরত স্বহস্তে মহাত্মা উস্‌মান বেন্নে মাজউনের কবরের চিহ্ন রাখিয়া ছিলেন, মারওয়ান উহা হজরত উস্‌মানের সমাধিসৌধে স্থাপিত করেন। তার পর তিনি প্রকাশ করেন,—"এখন সকলে এই সমাধির চতুর্দ্দিকে শব সমাধিস্থ কর।"

আবি সাইদ খদরীর সমাধি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—আবি সাইদ খদরীর (রাঃ) পুত্র মহাত্মা আবদুর্ রহমান বলিয়াছেন,—'আমার পিতা আমাকে এক দিবস বলেন যে,—"বাবা! আমার বয়স অনেক হইয়াছে। আমার সমবয়স্ক সকলেই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে বাকী প্রান্তরে লইয়া চল।" প্রান্তরে উপনীত হইয়া তিনি বলিলেন, "আমাকে এইখানে সমাহিত করিও। আমার মৃত্যুসংবাদ ছোট বড় কাহাকেও জ্ঞাত করিও না। আমার শব আনিবার সময় দ্রুতগতিতে চলিও। কেহ যেন আমার মৃত্যু জনিত দুঃখে ক্রন্দন না করে।" পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলে আমি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করি; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাপি আমাদের পূর্ব্বেই লোক সমাগমে প্রান্তর লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল।'

দশম সংখ্যক কোব্বা।

[নিম্নোক্ত ১০টি সমাধিতে কোব্বা (সৌধ) আছে।]

(১)—হজরত আব্বাস বেনে আবদুল মতলবের সমাধিতে। ইহা বাগদাদের আব্বাসীয়া খলিফা হিঃ ৫১৯ সালে নির্ম্মাণ করেন।

(২)—হজরতের কন্যা গণের সমাধিতে।

(৩)—হজরতের সহধর্ম্মিণি গণের সমাধিতে।

(৪)—হজরতের শিশুপুত্র হজরত ইব্রাহীমের সমাধিতে। *

(৫)—আকীল বেন্নে আবু তালেবের সমাধিতে। †

(৬)—হজরতের পিতৃস্বসা সুফিয়া দেবীর সমাধিতে। ইহা নগর-প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিত।

(৭)—হজরত উস্মানের সমাধি কবরে। ‡

(৮)—হজরত আলীর মাতৃদেবীর সমাধিতে।

(৯)—এই কোব্বায় ইমাম মালেক বেন্নে ঈন্দ সমাহিত। §

(১০)—এই কোব্বায় ইমাম নাফে মুলী বেন্নে উমর (রাঃ) সমাহিত।

উপরে কেবল কয়েকটি প্রকাশ্য কোব্বার নাম মাত্র উল্লেখ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নগর-প্রাচীরের মধ্যে আরো কতিপয় কোব্বা আছে; নিম্নে তাহাদেরও নামোল্লেখ করা গেল।

---

* হজরত ইব্রাহীমের ও হজরতের সহধর্ম্মিণি গণের কোব্বার মধ্যস্থলে আরও দুইটি কোব্বা আছে। উহা নিম্নের শেষ দুইটি কোব্বা।

† এই কোব্বার নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা বিধাতার নিকট গ্রাহ্য হয়।

‡ এই কোব্বার আর একটী কবর আছে। ঐতিহাসিকগণ উহাকে নির্ম্মাতার কবর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

§ হজরত ইব্রাহীম ও ইমাম মালেকের সমাধির মধ্যভাগে আরও একটি সমাধি নয়নগোচর হয়। উহাতে আবদুর্ রহমান বেন্নুল খাত্তাব (রাঃ) সমাধিস্থ আছেন। আবদুর্ রহমানের আর এক নাম আউসাত; কিন্তু সাধারণতঃ আবু শহমী নামই অধিক প্রকাশ্য।

(১) ইমাম জা-আফর সাদেকের পুত্র ইস্‌মাইলের কোব্বা। ইহা হজরত আব্বাসের কোব্বার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত। ইহা নগর-প্রাচীর প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মস্‌জেদে ফাতাহ্ এর সংস্কারক এবনে আবিল হীজা হিঃ ৫৪৬ সনে ইহা নির্ম্মাণ করেন। প্রাগুক্ত কোব্বার সীমা দক্ষিণ দিক হইতে হজরত ইমাম জয়নাল আবেদিনের প্রাসাদের সিংহ-দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাকীর জেয়ারত।

বাকীর জেয়ারত সম্বন্ধে বহু মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। মদিনা বাসীদের মতই সমীচীন বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল। প্রথম "মোকুফ শরীফে" (মস্‌জেদ বিশেষ) উপনীত হইয়া বাকীর সমুদায় পবিত্রাত্মার কল্যাণ কামনা করিতে হয় এবং তারপর ঈশ্বর সমীপে আপনার অভীষ্ট কামনা নিবেদন করিতে হয়। অতঃপর যে কোন নির্দ্দিষ্ট কবরের পার্শ্বে গমন করাই বিধি।*

* বাকীতে যাত্রিগণ জেয়ারত করিতে গিয়া প্রথম—"আল্লা হুম্মা আগ্‌ফের্ লে-আহ্‌লে বাকীইল গার্‌কাদে। আল্লা হুম্মা লা তুহ্‌রেমনা আজ্‌রাহুম, ওয়ালা নাফ্‌তেনা বা-আছাহুম ওয়াগ ফের্‌লানা ওয়ালা'হুম।" পাঠকরা মোস্তাহাব।

ইহার পর কিম্বা পূর্ব্বে একাদশ বার 'ছুরে একলাস' পাঠ করিতে হয়। উহা পাঠ করা "ছুন্নতে মোওয়া কাদা।"

বাকী প্রান্তরের বহির্ভাগস্থ কোব্বা।

(১)—হজরত হামজা বেন্নে আবদুল মতলবের কোব্বা।

খলিফা নাসেরুদ্দিনের মাতা হিঃ ৫৯০ সালে এই কোব্বা প্রস্তুত করেন। এই সনে হজরত আমীর হামজার মৃত্যু-তারিখ-খোদিত প্রস্তর খণ্ড 'মস্‌জেদে মেসর' হইতে কোব্বায় সংলগ্ন করা হয়। পরে কাতিলার সুলতান হিঃ ৮৯৩ সালে কোব্বার ও বারেণ্ডার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া সংস্কার করেন। এই কোব্বার মধ্যে সন্‌কর তুর্কী নামধেয় একব্যক্তিও সমাধিস্থ হইয়াছেন। কোব্বার বারেণ্ডায় মদিনার জনৈক পুণ্যাত্মা আমীর সমাধিস্থ আছেন। *

(২)—মালেক বেন্নে সনানের সমাধির কোব্বা।

এই মহাত্মা উহুদ-অভিযানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ইঁহার সমাধি-স্থান মদিনার বাজারে পরিণত ছিল।

(৩)—ইমাম হাসেনের পৌত্র মহাত্মা মোহাম্মদের কোব্বা।

---

* হজরত আমীর হামজার ভাগিনেয় আবদুল্লা বেন্নে হাজসা (রাঃ) এবং মোসা'ব বেন্নে উমীর (রাঃ) ও তাঁহার সন্নিকটে সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাহাদের প্রতি যাত্রিগণের সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

হজরত আবু জা-আফর ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন,—'হজরত ফাতেমা দেবী হজরত আমীর হামজার সমাধি সৌধে প্রায়শঃই গমন করিয়া তথায় নামাজ পড়িতেন ও রোদন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেন।

এই কোব্বা 'নফ্‌স জকিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। বাগ্দাদের খলিফা নীচাশয় আবু জা-আফর মন্‌সুরের আদেশে এই পুণ্যাত্মা * নিধন প্রাপ্ত হয়।

কোব্বাটি মদিনার বাহিরে—সালাআ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সেই স্থানে একটি মসজেদও বিরাজমান। মসজেদের সম্মুখভাগের দিকে একটি নহর আছে। ইহা "আইনে জরকার" সহিত সম্মিলিত।

---

* মহানুভব মোহাম্মদের পবিত্র কর-স্পর্শে বহু মুসলমান তদীয় অধীনতা (বয়াত) স্বীকার করে। খলিফা মন্‌সুর এই সংবাদ শ্রবণে তদীয় পিতৃব্য ঈসাকে চারি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মোহাম্মদের নির্য্যাতনে প্রেরণ করেন। ঈসা সালাআ পর্ব্বতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া মোহাম্মদকে বলিয়া পাঠায়,—"আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি আপনি খলিফা মন্‌সুরের কর-স্পর্শে তদীয় অধীনতা স্বীকার করেন।" ইহাতে ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাস্কর, হজরতের সুযোগ্য বংশধর তেজস্বী মোহাম্মদ উত্তর প্রদান করেন,—"ঈশ্বরের শপথ। যাহাতে আত্ম মর্য্যাদা পদ-দলিত হয়, সেইরূপ জীবন হইতে সসম্মানে মৃত্যু আলিঙ্গনই শ্রেয়ঃ।"

অতঃপর তদীয় সহচর অনুচরগণ অবগাহন-শুদ্ধ হইয়া সুগন্ধাদি বিলেপন করতঃ প্রবল পরাক্রমে ঈসাকে আক্রমণ করিলেন। ঈসাকে তিন বার ছত্রভঙ্গ ও পর্য্যুদস্ত করিয়া অবশেষে তাঁহারা সহর্ষে মৃত্যু-আলিঙ্গন করেন।

মহোদয় মোহাম্মদ আবদুল্লা বেন্ উমর সালেমের নিকট বলিয়াছিলেন,—"যুদ্ধকালে একখণ্ড মেঘ যদি আমার মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করে, তবেই আমার জয় নিশ্চিত জানিও; আর যদি ঈসার শিরে মেঘ খণ্ডের ছায়া পতিত হয়, তবে তাহারই জয় হইবে।" যুদ্ধকালেও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

মোজাদ্দাদ এবেন্ জুজীর পৌত্র "মেরাজুল আকহাবে" লিখিয়াছেন,—"ঈসা মহাত্মা মোহাম্মদের পবিত্র শিরঃ খলিফা মন্‌সুরের সমীপে পাঠাইয়া-দেন এবং তদীয় ভগ্নী বিবী জয়নব তাঁহার দেহ লুকায়িতরূপে বাকীতে সমাধিস্থ করেন। পুণ্যাত্মা মোহাম্মদের হাতে হজরত আলীর "জোলফুকার" নামক তীক্ষ্ণধার তরবারি ছিল।"

নবম অধ্যায়।



উহুদ গিরি।

ইতিহাসের সহিত উহুদের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। উহুদ-অভিযান হজরতের জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি-স্তম্ভ।

হজরত একদিবস উহুদগিরি-শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই পর্ব্বত আমাকে বন্ধু জানে, আমিও ইহাকে বন্ধু জানি।"

যুদ্ধকালে বিধর্ম্মিগণ আয়ের পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আজিও উপরোক্ত দুইটি গিরির দুইটি বিশেষগুণ পরিলক্ষিত হয়। একটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়নে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ-কণা প্রতিভাসিত হয়; অপরটির দিকে নেত্র যোজনা করিলে হৃদয়ে কেমন একটা উদাস ও শোক মিশ্রিত ভীতি-ভাবের সঞ্চার হয়।

উহুদ মদিনার দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। অপর কোন গিরিশৃঙ্গের সহিত ইহার সংশ্রব নাই। হজরত বলিয়াছেন,—"এই উহুদ স্বর্গস্থ নন্দন-কাননের একটি পর্ব্বত বিশেষ। তোমরা ইহার ফল মূল ভক্ষণ কর।"

তিনি আরো বলিয়াছেন,—"উহুদ, ওয়ারকান, তোর, লব-নান, এই পর্ব্বত চতুষ্টয়,—নীল, ফারাত, সীহান, জীহান—এই নহর চতুষ্টয় এবং বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন—এই অভিযান চতুষ্টয় অপার্থিব জিনীস।"

এবনে শীবা ঈশা বেনে মালেক (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন,—"হজরত বলিয়াছেন,—'হজরত মূসা (আঃ) তোর পর্ব্বতের উপর ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় পরমেশ্বরের অলৌকিক ভাস্কর জ্যোতিঃতে ছয়টি পর্ব্বত উড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে উহুদ, ওয়ারকান, রেজওয়া—এই তিনটি মদিনায় এবং হেরা, ছবীর, ছোর—এই তিনটি মক্কা-শরীফে নিপতিত হয়।"

এবনে শীবা হজরত জাবের বেনে আবদুল্লা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন,—"যখন হজরত মূসা ও হজরত হারুণ (আঃ) হজ্ব বা উমরা ব্রতোদ্‌যাপনার্থ মক্কায় আসেন, তখন প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা উহুদের উপর আরোহণ করেন। এই সময় সহসা হজরত হারুণের প্রাণ বিয়োগ হয়। আজিও উহুদের উপর তদীয় সমাধি বর্ত্তমান।"

কিছুদিন হইল, জনৈক ফকীর এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হজরত কোন্ পথে ও কোন্ দিক দিয়া এই গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

হজরত আমীর হামজা শহিদী * প্রাপ্ত হইলে হজরত তদীয় শবের পার্শ্বে গিয়া দেখেন যে, বিধর্ম্মিগণ তাহার নাসিকা ও কর্ণ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে এবং উদর চিরিয়া হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া নিয়াছে। এই ঘটনা উহুদ অভিযানেই সংঘটিত হইয়াছিল।

আবু দাউদ হাকেম তদ্রচিত "সহীহ্"তে লিখিয়াছেন,—"হজরত বলিয়াছেন,—উহুদের দিবস আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণের

* ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণকে 'শহীদ' (Martyr) বলে।

যাহা যাহা ঘটিবার ছিল, তাহা সকলই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর তাহাদের পবিত্রাত্মা সমূহকে সবুজ পাখীর নীড়ে রাখিয়াছেন। তাঁহারা এখন স্বর্গের নহর-সলিল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ এবং সুমিষ্ট স্বর্গীয় ফল ভক্ষণে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। জগদীশ্বরের সুমহান সিংহাসনের নিম্নে অগণ্য আলোকমালার সম্মুখে আজ তাহারা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে করিতে পরমেশ্বরের সমীপে নিবেদন করিতেছে,—"হে দয়াময় বিভো! আমাদের এই সুখ শান্তির কথা আমাদের পৃথিবীস্থ ভ্রাতৃগণকে জানিতে দাও,—যেন তাহারা এহেন পুণ্যজনক কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন না করে এবং তদ্দ্বারা অনন্ত সুখ-শান্তি লাভে বঞ্চিত না হয়।" এই সময় এই আয়াৎ অবতীর্ণ হয়,—"তোমরা ইহা মনে স্থান দিওনা যে, শহীদগণের মৃত্যু হইয়াছে, ঈশ্বরের নামে মৃত্যু জীবনতুল্য। তাহারা বিশ্বপিতার নিকট স্বীয় খাদ্য প্রাপ্ত হয়।"

উহুদে ৭০ জন শহীদের সমাধি আছে। সেই সকল সমাধির কোন শৃঙ্খলাবিধান হয় নাই। হজরত এক এক সমাধিতে দুই জন তিন জন করিয়াও সমাহিত করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ শোচনীয় যুদ্ধ-ঘটনার ৪৬ বৎসর পরে কোন কোন সমাধির মৃত্তিকা উত্তোলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তন্মধ্যস্থ শব আবরণ (কাফন) সহ পুষ্পের ন্যায় সদ্য তাজা রহিয়াছে,—যেন বিগত কল্য সমাধিস্থ হইয়াছে মাত্র! কোন কোন শব আহত স্থানে নিজের হাত রাখিয়াছে! কর স্থানচ্যুত করা মাত্র ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষত-স্থান হইতে হাত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলেও পুনরায় তাহা পূর্ব্ববৎ সেই ক্ষতস্থানেই স্থাপিত হইত! তাৎকালিক নদীর বন্যা প্রভৃতির উৎপীড়নের

হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সমাধি খননের প্রয়োজন হইয়াছিল।

এক সময় হজরত মাভীয়া একটি নহর খনন করিয়া তাহা উহুদের উপর দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে তথাকার অনেক সমাধি হইতে শব উঠাইয়া পৃথক পৃথকভাবে সমাহিত করিতে হইয়াছিল। *

হজরত মাভীয়া কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়া ছিলেন,—উহুদের উপর দিয়া নহর-খনন সময়ে শহীদগণের যে সকল শব উত্তোলিত হইবে, তাহাদের স্বজনেরা সেই সকল শব স্থানান্তরে নিয়া সমাহিত করিতে পারিবে।

এতদ্ভিন্ন যিনি যেখানে শহীদ হইতেন, প্রায়শই তিনি তথায়ই সমাধিস্থ হইতেন। মালেক বেন্নে সনাম উহুদে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মদিনায় আসিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মদিনা-শরীফেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

---

* ইমাম তাজুদ্দিন সবকী (রাঃ) "সাফাউল এস্কামে" লিখিয়াছেন,—"যখন হজরত মাভীয়া নহর খনন করেন এবং শহীদদিগকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন, তখন মাটি কাটিবার সময় হজরত আমীর হামজার শবের পদে অস্ত্রের আঘাত লাগে। তাহাতে উহা হইতে রক্তপাত হয়।"

দশম অধ্যায়।

হজরতের উক্তি।

প্রথম হাদীস—হজরত বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি আমার সমাধি-মন্দিরের জেয়ারত করিবে, তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে মুক্তি প্রার্থনা করা আমার কর্ত্তব্য (ওয়াজেব)।

দ্বিতীয়—যে কোন ব্যক্তি হজ্জ করিয়া আমার সমাধি-সৌধ জেয়ারত করিবে, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সহিত দেখা করিয়া গেল।

তৃতীয়—যে ব্যক্তি কাবার হজ্জ করতঃ আমার রওজা জেয়ারত করে না, সে আমার প্রতি অত্যাচার করিল।

চতুর্থ—যে ব্যক্তি মদিনায় আসিয়া আমার জেয়ারত করিবে, আমি তাহার পরিত্রাণ করিব এবং সঙ্গী হইব।

পঞ্চম—যে কোন ব্যক্তি একাগ্র মনে আমার জেয়ারত করিবে, সে পরকালে আমার প্রতিবাসী হইবে।

ষষ্ঠ—যে ব্যক্তি হজ্জ করিয়া আমার সমাধি জেয়ারত করিবে এবং বিধর্ম্মিগণের সহিত একবার যুদ্ধ করিবে ও বয়তুল মোকাদ্দসে উপাসনা করিবে, ঈশ্বর তৎকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য ফরজ সমুদায় ক্ষমা করিবেন।

সপ্তম—যে ব্যক্তি আন্তরিক ভক্তি ও ইচ্ছার সহিত কাবা-শরীফ ও আমার জেয়ারত করিবে, তাহার জন্য যুগল হজ্জের পুণ্য লেখা যাইবে।

অষ্টম,—হজরত ইব্‌ন বেস্নে মালেক (রাঃ) বলেন, হজরত বলিয়াছেন,—"ভাববাদী (পায়গাম্বর) গণ শাশ্বতকাল জীবিত থাকিয়া স্বস্ব সমাধি মন্দিরে নামাজ পড়িয়া থাকেন।" এই হাদীসে ভাববাদিগণের লৌকিক মৃত্যু হইলেও জীবিত থাকার আভাষ পাওয়া যায়।

নবম,—হজরত স্বয়ং জীবিত থাকিবেন, তদীয় নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়,—"কস্মিনকালেও ইহার অন্যথা হইবেনা। কেহ আমাকে সালাম করিলে ঈশ্বর আমার আত্মা আমাকে প্রদান করিবেন; আমি তাহাকে প্রতি সালাম দিব এবং তাহার জন্য প্রার্থনা করিব।"

দশম,—হজরত আবুহুরেরা বর্ণনা করিয়াছেন,—হজরত বলিয়াছেন,—"যে কোন ব্যক্তি আমার রওজায় উপস্থিত না হইয়াও আমাকে দরুদ সালাম করিলে ঈশ্বর এক দূত দ্বারা তাহা আমার নিকট পৌছান; আমি পরকালে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিব ও তাহাকে পরিত্রাণ করিব।"

হজরত বলিয়াছেন,—"কোন মহাপুরুষই তিন দিবসের অধিক সমাধি-সৌধে থাকিতে পারেন না। আমি আমার শিষ্য (উম্মত্) মণ্ডলীর সহিত মহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিব এবং তাহাদের আপদ বিপদ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।"



হজরতের সমাধি মাহাত্ম্য।

এবনে নাজ্জার ইব্রাহীম বেনে বাশর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন,—"ইব্রাহীম বলেন,—এক বৎসর আমি হজ্ব করিতে আসিয়া হজরতের রওজা জেয়ারত করিবার জন্য মদিনা উপনীত হইলাম। আমি রওজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সালাম করাতে "ওয়া আলায় কাস্ সালাম" এই উত্তর শুনিতে পাইলাম।" এইরূপ উত্তর অনেক সময় অনেক পুণ্যাত্মাই শুনিতে পাইয়াছেন।

মোহাম্মদ বেনে হরব হেলালী বলেন,—"আমি মদিনা উপনীত হইয়া হজরতের সমাধি-সৌধ জেয়ারত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এক দিবস জনৈক এরাবী আসিয়া হজরতের রওজা জেয়ারত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"হে রসুল! ঈশ্বর আপনার প্রতি এক সত্য কিতাব (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহাতে আদেশ আছে,—"[হে মোহাম্মদ! (দঃ)] এই ব্যক্তি সমূহ তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু তাহারা তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি ঈশ্বরের সমীপে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও।" আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আমার দুষ্কর্ম্মের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার শ্রীচরণে মুক্তির ভরসায় আসিয়াছি।"—এই বলিয়া রোরুদ্যমান এরাবী আরবী পদাবলী পড়িয়া চলিয়া গেল।"

"ইহার পর স্বপ্নে হজরত আমাকে অভিজ্ঞাত করিলেন,—'তুমি সেই এরাবীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে সু-সংবাদ দেও যে, নিরাকার সত্য নিরঞ্জন আমার প্রার্থনায় তাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং তাহাকে পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।"

হজরত আলী বলিয়াছেন,—"হজরতের স্বর্গারোহণের তিন দিবস পর জনৈক এরাবী আসিয়া হজরতের রওজায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল, এবং বলিতেছিল,—"হজরত! যাহা আপনি ঈশ্বরের মুখে শুনিয়াছেন, তাহাই আমরা আপনার মুখে শুনিয়া ছিলাম; যাহা আপনি ঈশ্বরের নিকট শিখিয়াছেন, আমরা তাহাই আপনার নিকট শিখিয়াছিলাম। আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে—"যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে,তাহারা তোমার নিকট আসিলে (তাহাদের জন্য) পরমেশ্বরের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিও।" আমি আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছি;—এখন আবার আপনার শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রয় লইতেছি। আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ও মুক্তি প্রার্থনা করুন।" এমন সময় রওজা হইতে গম্ভীর নাদে উত্তর হইল,—"তোমার পাপ মুক্ত হইল।"

মোহাম্মদ বেন্নে মনকদর বলেন,—"এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট অশীতিটি মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া জেহাদে যান এবং বলিয়া যান যে, 'আপনার আবশ্যক হইলে ইহা হইতে আপনি খরচ করিতেও পারিবেন।' আমার পিতা সমস্ত মুদ্রা ব্যয়িত করিয়া ফেলেন। কিছুদিন পর উক্ত ব্যক্তি আসিয়া মুদ্রা চাহিলে পিতৃদেব বলিলেন, 'আগামী কল্য আসিয়া মুদ্রা লইয়া যাইবেন।' তখন আমার পিতার মুদ্রা পরিশোধের কোনও উপায় ছিলনা। তিনি রজনীতে হজরতের মস্‌জেদে চলিয়া গেলেন এবং বেদিকার পার্শ্বে স্বীয় দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। রজনীর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া জনৈক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পিতার হস্তে ৮০টি মুদ্রার এক তোড়া দিয়া

নিমিষে চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে পিতৃদেব সেই মুদ্রা দিয়া আপনার সত্য রক্ষা ও উক্ত ব্যক্তির হাতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

ইমাম আবুবাকর বেন্নে মকরী বলেন—"তেবরানী, আবুশ্ শেখ এবং আমি ক্ষুধা-ক্লিষ্ট হইয়া হজরতের হারমে (বারাণ্ডায়) বসিয়াছিলাম। রজনী ১০ ঘটিকার সময় হজরতের রওজায় গিয়া আমি "ইয়া রাসুলুল্লাহ্" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আবুশ্ শেখ ও আমি শয়ন করিলাম; তেবরানী বসিয়া রহিলেন। এমন সময় সহসা একব্যক্তি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দিলে আগন্তুক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত দুইজন দাস ছিল। দাসদের প্রত্যেকের হাতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী ছিল। আগন্তুক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভোজন ক্রিয়া সমাপন করিল এবং অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা আমাদের জন্য রাখিয়া গেল। সেই সদাশয় পুরুষ যাইবার সময় আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সাধুগণ! আপনারা কি হজরতের রওজায় ক্ষুধার অভিযোগ আনিয়াছিলেন? হজরত স্বপ্নে আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "আমার পার্শ্বে কয়জন ক্ষুধার্ত্ত আছে; তুমি তাহাদিগকে আহার করাইয়া আইস।"

এব্নে জালা বলেন,—"মদিনায় উপনীত হইয়া আমাকে দুই দিবস উপবাসী থাকিতে হইল। অনশন-ক্লেশে দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া অবশেষে হজরতের রওজায় গিয়া প্রার্থনা করিলাম, "আমি আপনার অতিথি।" এই মাত্র বলিয়া আমি শয্যায় আসিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। স্বপ্ন মধ্যে হজরত আমাকে এক

খণ্ড রুটী প্রদান করিলেন। আমি উহার অর্দ্ধাংশ মাত্র আহার করিয়াছি, এমন সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগ্রৎ হইয়া দেখি যে, অর্দ্ধ খণ্ড রুটী আমার হাতে রহিয়াছে।”

আবুবাকর আকতা’ বলেন,—“আমি মদিনা উপস্থিত হইয়া আহার্য্যের অভাবে পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকি। তৎপর অনন্যোপায় হইয়া হজরতের রওজায় গিয়া নিবেদন করিলাম, “হজরত! আমি আপনার অতিথি।” এই বলিয়া আমি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গভীর তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে দেখি যে, হজরত শুভাগমন করিতেছেন। হজরত আবুবাকর তাঁহার দক্ষিণে, হজরত উমর বামে এবং হজরত আলী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন। হজরত আলী আমাকে বলিলেন,—“উঠ! হজরত শুভাগমন করিতেছেন।” আমি ভক্তিভরে দণ্ডায়মান হইয়া হজরতের ললাট দেশ চুম্বন করিলাম। হজরত আমাকে এক খণ্ড রুটী প্রদান করিয়া গেলেন। আমি উহা ভক্ষণ করিলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি যে, সেই রুটীর কিয়দংশ আমার হাতে রহিয়াছে।”

আহ্‌মদ বেন্নে মোহাম্মদ সুফী বলেন,—“তিন মাস কাল আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ছিলাম; আমার বদনের চর্ম্ম ফাটিয়া গিয়াছিল। মদিনা উপনীত হইয়া হজরতের রওজায় সালাম দরুদ পড়িলাম। রজনীতে স্বপ্ন দেখি যে, হজরত শুভাগমন করতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি, আহ্‌মদ আসিয়াছ? তোমার কি অবস্থা?” আমি নিবেদন করিলাম,—আমি ক্ষুধিত ও আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি, হজরত! হজরত বলিলেন,—“তুমি হাত পাত।” আমি তাহাই করিলাম।

তিনি অমনি কয়টি মুদ্রা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সেই মুদ্রা কয়টি প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম এবং বাজারে গিয়া তদ্দ্বারা আহার্য্য ক্রয়পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলাম।"

এইরূপ বহুল সাধু, তপস্বী, মহর্ষি ও মনিষী-ঘটিত বহুল উদাহরণে মূল গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা পরিত্যক্ত হইল।



পরিশিষ্ট



হজরতের রওজা জেয়ারতের বিশেষ নিয়ম।

প্রথমে কৃত পাপের জন্য তৌবা করা, অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া, যাহার যেরূপ স্বত্ব, তাহাকে সেই পরিমাণে সন্তুষ্ট করা, পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করা, এবং নিজের আসা-যাওয়ার (যাত্রীর বাসস্থান হইতে রওজা পর্য্যন্ত) খরচ রাখা। বন্ধুবর্গকে আপ্যায়িত করা, ভ্রাতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণকরা এবং প্রার্থনা ও জেয়ারতের সময় তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করা, হজরতের রওজা জেয়ারত-করণেচ্ছুর একান্ত কর্ত্তব্য।

মদিনায় উপনীত হইয়া ঈশ্বরের নাম জপ, দরুদ পাঠ এবং কোরান-শরীফ পাঠ করাও তাহার পক্ষে একান্ত উচিত।

হজরতের রওজা জেয়ারতের সঙ্গে মস্‌জেদে নবভীর জেয়ারতের বাসনা করাও কর্ত্তব্য।

কথিত আছে, ঈশ্বর এরূপ একদল দূত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহারা মদিনা যাত্রিগণ পথে থাকিতেই হজরতের সমীপে এই সংবাদ প্রদান করেন,—'অমুকের পুত্র অমুক আপনার জেয়ারত করিতে আসিতেছে ও আপনাকে সালাম পাঠাইয়াছে।'

মদিনা গমনকালে হজরতের যতগুলি মস্‌জেদ ও যতগুলি চিহ্ন আছে, তৎসমস্তই জেয়ারত করা কর্ত্তব্য।

হজরতের জেয়ারতে যাত্রিগণকে মদিনার অদূরবর্ত্তী মস্‌জেদে

জিল হুলীফায় উপনীত হওয়ামাত্র তথায় দুই রেকাত নামাজ পড়িতে হয়।

যখন মদিনায় মিনারা কিম্বা কোব্বা দৃষ্টির গোচরীভূত হইবে, তখনই বাহনাদি হইতে অবতরণ করা উচিত। নিতান্ত কষ্ট না হইলে পদব্রজেই হজরতের মস্‌জেদ পর্য্যন্ত পৌঁছা উত্তম।

নগরীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণকে স্নান ও দন্ত পরিষ্কার করিয়া উত্তম শুভ্র বসন পরিধান করিতে হয়। হজরত এতদর্থে শুভ্র বস্ত্রই মনোনীত করিয়াছেন।

নগরী-প্রাচীর ও মস্‌জেদের সন্নিকটে উপনীত হইয়া এই দোওয়া পাঠ করা (উচিত) আস্তাহাব:—"বিস্‌মিল্লা হে মাশা আল্লাহু লা কুওয়তা ইল্লা বিল্লাহ্, রাবেব আদখাল্‌নী মুদ্‌ খেলা সেদ্‌ কেন, ওয়া আখ্‌রেজ্জনী মোখরেজ্জা সেদ্‌ কেন, ওয়াজ্জ আল্‌নি মিন লাদুন্‌কা সুলতানান নাসিরান। হাসবাল্লাহু আমান্ত বিল্লাহে তুওয়াক্‌ কাল্‌তু আলাল্লাহে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়তা ইল্লা বিল্লাহ্। বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌আলুকা বাহা-কাস্‌ সায়েলিনা আলায়কা বেহাকে মামশায়ে হাজা এলাইকা, ফাইন্নী লাম আখ্‌রাজ্জা বাতারান ওয়ালা রিয়াআন, ওয়ালা আস্‌-মাআতান উখ্‌ রেজ্জতুত তাকাআ সাখাতেকা, ওয়াউত বেগাআ মার্‌দাতেকা আস্‌আলুকা আন তাবাআ্জিনী মেনান নারে, ওয়াআলা তাগ্‌ফেরলি জুনুবি ইন্নাহু লা য়াগ্‌ফেরু জুনুবে ইল্লা আন্তা।" ইহার ভাবার্থ:—"পরমেশ্বরের পবিত্র নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি, যাহা কিছু ঈশ্বরের, তাহা বিনষ্ট হয়না। হে জগৎ-পিতঃ! তুমি আমাকে উত্তম রূপে প্রবেশ করাও এবং উত্তম রূপে বহির্গত করাও।- তুমি আমার সাহায্যকারী সুলতান,

ইহাই আমার পক্ষে উত্তম। আমি পরমেশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার প্রতি অচল ভরসা করিলাম। আমি প্রশ্ন করিতেছি, এই পথে, যে পথ তোমার নিকটবর্ত্তী। কেননা, আমি অবাধ্য হইয়া পথ-ভ্রষ্ট হই নাই; পথ না দেখা শুনা সত্ত্বেও তোমার ভয়ে তোমার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়াছি এবং তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি তোমার সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখ এবং আমার পাপ-রাশি মার্জ্জনা কর; তুমি ভিন্ন পাপ মার্জ্জনা-কারী আর দ্বিতীয় কেহ নাই"।

হজরত আবি সাইদ হাজরী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মসজেদের পথে এই দোওয়া পড়িবে, পরমেশ্বর তাহার জন্য ৭০ জন দূত নিযুক্ত করিবেন। উহাঁরা তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন এবং তাহার প্রতি সদয় হইবেন।

মসজেদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দীন-দুঃখী দিগকে দান দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মসজেদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথম দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিবে।

জেয়ারত ভক্তি সহকারে সমাধা করিতে হইবে; সজদা করিবে না; মৃত্তিকায় মুখ ঘষিবেনা এবং কোন স্থানে (জালী শরীফে) চুম্বন করিবে না।

জেয়ারত প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানীয় মোওয়াল্লেম (পাণ্ডা) গণ সবিশেষ উপদেশ দিয়া থাকেন।

বেলালের আজান। *

হজরতের স্বর্গারোহণের পর বেলাল দুঃসহ শোকোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যান। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের সময় তিনি এক রজনী স্বপ্নে দেখেন, হজরত তাঁহাকে বলিতেছেন,—"হে বেলাল! একি অত্যাচার যে, তুমি আর আমার সহিত দেখা করিতেছ না?" সে দিন নিদ্রোত্থিত হইয়াই হজরত বেলাল এক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক মদিনা গমন করিলেন। মদিনায় উপনীত হইয়া তিনি হজরতের রওজায় অনেক রোদন ও জেয়ারত করিলেন। এমন সময় হজরত ইমাম হাসেন ও হজরত ইমাম হুসাইন (আঃ) বাহিরে আসিয়া ছিলেন। বেলাল ইমামদ্বয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন। † বেলালকে দেখিয়া নগরীর সকলেরই ইচ্ছা হইল, পুনশ্চ তাহারা বেলালের সেই সুধাবর্ষী মধুর আজান-ধ্বনি শ্রবণে চরিতার্থ হয়। হজরত স্বর্গারোহণ করিলে পর হজরত আবুবাক্কর সিদ্দীক বেলালকে আজান দিতে বলিয়া ছিলেন। তখন বেলাল অতি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন, "হজরত! আপনি আমাকে মুদ্রা বিনিময়ে ক্রয় করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে বিমুক্ত করিয়াছিলেন; আজও আমাকে সেইরূপ মুক্তি প্রদান করুন,—আমি আমার অবস্থায় অবস্থিতি

---

* নামাজের জন্ম আহ্বান করাকে 'আজান' বলে।

এস্থলে মূল ইতিহাসানুসারে হজরত বেলালের মদিনা পরিত্যাগের পর পুনরায় মদিনা গমনের উল্লেখ করিতেছি।

† এ সময় জগজ্জননী হজরত বিবী ফাতেমা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

করি। আমার আর এমন শক্তি নাই যে, কাহাকেও আজান শুনাইতে পারি।” এই বলিয়া বেলাল সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন সকলে হতাশ হইয়া ইমাম দ্বয়কে এবিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে জ্ঞাপন করেন। বেলাল ইমাম-দ্বয়ের অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা মেহ্‌রাবে উঠিলেন এবং যে স্থানে হজরত জীবিত থাকিতে আজান দিতেন, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লা হু আক্‌বার, বলিবা মাত্র জন সাধারণের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মদিনাবাসী এক অভূত-পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। “আশ্‌ হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাহ্‌” পাঠের পর তাহারা দ্বিগুণ ভাবাবেশে আবিষ্ট হইল; সকলই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর যখন —আশ হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্ল্যাহ্‌—আবৃত্তির পর-যেন এক দ্বিতীয় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। হজরতের বিয়োগজনিত বিস্মৃত শোক নূতন ভাবে সজীব হইয়া উঠিল! আবালবৃদ্ধ স্ত্রী, পুরুষ এরূপ কেহই ছিলনা, যে স্ব স্ব গৃহ হইতে রোদন করিতে করিতে বাহির না হইয়াছিল! হজরতের জীবিতকালে বেলাল ‘আশ্‌ হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্‌’ উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুলি সংকেতে হজরতকে দেখাইয়া দিতেন, (তাঁহার এই অভ্যাসই ছিল,) আজ যখন তিনি সেই স্থান শূন্য দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি নিম্নে অবতরণ করিলেন; তাঁহার আজান আর শেষ হইল না!

রওজায় খলিফাগণের সম্মান।

খলিফাগণ কোন স্থানে গমন করিবার সময় রওজায় সালাম দরুদ পড়িয়া গমন করিতেন, প্রত্যাগমন কালেও তাঁহারা সেরূপ সালাম করিতেন।

সিরিয়া প্রদেশ হইতে উমর বেন্নে আবদুল আজিজ দূত পাঠাইয়া হজরতের রওজায় সালাম প্রেরণ করিতেন। তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারিগণও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

হাসেন বেন্নে হুসাইন (রা) বলেন,—"রওজার নিকট একদল লোককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করি এবং বলি যে, হজরত বলিয়াছেন— "আমার রওজাকে কেহ ঈদ বিবেচনা করিওনা এবং স্বীয় গৃহে রওজা (তাবুৎ) প্রস্তুত করিও না। তোমাদের যে স্থান হইতে ইচ্ছা, সেই স্থান হইতেই আমার প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণ করিতে পার।"

দরুদ মাহাত্ম্য।

পবিত্র কোরান শরীফে উক্ত আছে,—"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকা তাহু, ইউ সাল্লুনা আলান্নবিই; ইয়া আইউ হাল্লা লাজিনা আমানু সাল্লু আলায়হে ওয়া সাল্লেমু তাস্‌লিমা" অর্থাৎ—"নিশ্চয় পরমেশ্বর এবং তদীয় দূতগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অতএব হে বিশ্বাসি মণ্ডলী! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর"।

যে কেহ হজরতের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে, পরমেশ্বর তৎপ্রতি দশটি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন; দশ প্রকারে তাহাকে উন্নত করেন; তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখাহয় এবং দশটি পাপ মার্জ্জিত হয়। দরুদ পাঠকের সৌভাগ্য অনন্ত, হজরত তাহার সকল কর্ম্মের অভিভাবক হন এবং তাহার মোক্ষ সাধন হজরতের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। দরুদ পাঠ অপকর্ম্মের বিনিময়ে পুণ্য সঞ্চয়ের অমোঘ উপায়।

হজরত বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণে দরুদ না পড়ে, সে কৃপণ ও অত্যাচারী; তাহাকে আমি মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইতে বলি।"

প্রতিদিবস সহস্রবার দরুদ পাঠ করা সকলেরই উচিত। উহা কষ্টকর হইলে পাঁচ শতের নিয়ম করিবে। পাঁচশত পড়াও কষ্টসাধ্য হইলে তিনশতের বা একশতের নিয়ম করিবে। প্রাতরুপাসনা ও সান্ধ্য উপাসনার পর দরুদ পাঠ বিধেয়। প্রতিদিবস দরুদ পড়িবার অভ্যাস করিয়া লইলে হাজার বার দরুদ পাঠও তত কষ্টকর বোধ হয় না।—"বন্ধুকে স্মরণ পীড়িতের মহৌষধ।"

সাথারী (রাঃ) বলেন,—মোহাম্মদ বেন্নে সাইদ বেন্নে মতবর বলিয়াছেন, "আমি শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিবস দরুদ পড়ার অভ্যাস করিয়াছিলাম। এক দিবস হজরতকে স্বপ্নে দেখি যে, হজরত শুভাগমন করিয়া দিব্য জ্যোতিতে মদীয় কুটীর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। হজরত আমাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। আমি স্বপ্ন ভঙ্গে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমার পর্ণ-কুটীর কস্তুরীর সুবাসে আমোদিত হইয়াছে। আমার মুখমণ্ডলে সপ্তাহকাল কস্তুরীর সৌরভ বিরাজমান ছিল।"

পরমেশ্বর হজরত মূসা (আঃ) কে বলিয়াছিলেন,—'তুমি কি তোমার বাক্য হইতেও আমাকে নিকটবর্ত্তী করিতে বাসনা কর? তোমার আত্মা হইতেও আমাকে নিকটবর্ত্তী করিতে আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার চক্ষু-জ্যোতিঃ হইতেও কি আমার অলৌকিক জ্যোতিঃ নিকটবর্ত্তী করিতে কামনা কর?' তদুত্তরে হজরত মূসা নিবেদন করেন,—"প্রভো! ইহা আমার চিরাভিলষিত কামনা।" ইহাতে দৈববাণী হইল,—'তবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি দরুদ পড়।'

অপর এক হাদীসে আছে,—"মূসা! তুমি কি পরকালের দিবস পিপাসা-নিবৃত্তির বাসনা কর?—তাহা হইলে মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি দরুদ পাঠ কর।"

হজরত আবু বাক্কর প্রমুখাৎ হজরত আলী বলেন,—হজরতের প্রতি দরুদ পাঠে এইরূপ পাপ ক্ষয় করে যে, জলেও অগ্নিকে সেরূপ শীঘ্র নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হয় না। হজরতের প্রতি সালাম পাঠ করা কোন ব্যক্তির প্রাণ হনন হইতে নিবৃত্ত থাকা অপেক্ষাও উত্তম এবং হজরতের সহিত প্রেম রাখা ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথে তরবারী সঞ্চালন অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ।"

হজরত ইন্স (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,—হজরত বলিয়াছেন,—'দুইজন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাৎকার লাভে উভয়ে উভয়ের কর স্পর্শ (মুসা ফাহা) পূর্ব্বক আমার প্রতি দরুদ পাঠ করিলে উভয়েরই সকল পাপ মার্জ্জিত হয়।'

হজরত আলী (কঃ ওঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,—'যে ব্যক্তি হজরতের প্রতি দরুদ পড়িবে, তাহার চারিশত জেহাদের পুণ্য

সঞ্চয় হইবে। প্রত্যেক জেহাদ চারি শতবার হজ্বের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত।'

হজরত খেজের (আঃ) ও হজরত এলয়াস্ (আঃ) বলেন,—'সিরিয়া প্রদেশ হইতে একব্যক্তি হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল, 'হজরত! আমার পিতা আপনার চরণ দর্শনার্থে অতিশয় অভিলাষী, কিন্তু তিনি অন্ধতা ও বার্দ্ধক্য বশতঃ চলৎশক্তি বিহীন হইয়া অতি মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে-ছেন।' তাহাতে হজরত বলিলেন,—তোমার পিতাকে রজনী-যোগে এক সপ্তাহকাল "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদেন" এই দরুদ পাঠ করিতে বলিবে; তবেই স্বপ্নে আমাকে দর্শন লাভ হইবে।" প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল।

হজরত আবুহুরেরা (রাঃ) বলেন,—হজরত বলিয়াছেন,—'তোমরা ঈশ্বরের ভাববাদিগণের প্রতি দরুদ পাঠ কর। ঈশ্বর আমাকে যেমন রসুল (প্রতিনিধি) পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তেমন রসুল পাঠাইয়াছেন।'

কা'ব (রাঃ) বলেন,—প্রাতঃকাল হইতে সত্তর হাজার ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) প্রতিদিবস হজরতের রওজায় অবতীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরুদ পাঠ করেন। এই দল চলিয়া গেলে পুনরায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত রজনী দরুদ পাঠ করেন। এই দুইদল ফেরেস্তা চিরকালই এইরূপ দরুদ পাঠে রত থাকিবে। শেষ বিচারের (কেয়ামতের) দিবস হজরত রওজা হইতে গাত্রোত্থান করিলে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই মহাসভায় উপস্থিত হইবেন।

জনৈক সাধু পুরুষের তিন সহস্র মুদ্রা ঋণ ছিল; মহাজন

সময় মত মুদ্রা না পাইয়া বিচারপতি কাজীর সমীপে নালিশ রুজু করে। বিচারক অধমর্ণকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত একমাস সময় দেন। সাধুর ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় ছিলনা; তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া হজরতের মস্‌জেদে দরুদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তবিংশ দিবসের রজনীতে সাধু স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তুমি নগরীর মন্ত্রী আলী বেন্নে ঈসার নিকট গিয়া বল যে, 'আপনা হইতে তিন সহস্র মুদ্রা নেওয়ার জন্ত হজরত আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি সেই মুদ্রা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।' স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সাধু ভাবিলেন, কথাটাত মন্ত্রীর নিকট বলিব, কিন্তু তিনি হজরতের আদেশের কোন নিদর্শন চাহিলে কি করিব? সুতরাং এরূপে যাওয়া সঙ্গত নহে।' সাধু ইহা ভাবিয়া মন্ত্রীর নিকট গমনে বিরত রহিলেন।

পর দিবস সাধু আবার সেইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন, কিন্তু সেই দিবসও নিদর্শনাভাবে মন্ত্রীর নিকট যাইতে সাহসী হইলেন না। তৃতীয় দিবস হজরত বলিলেন,—'তোমার সত্য নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতায় পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। অদ্য তোমাকে নিদর্শন প্রদান করিতেছি। তুমি আলী বেন্নে ঈসার নিকট মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া বলিও, 'আপনি প্রতিদিবস প্রাতরুপাসনা শেষ করিয়া সহস্রবার হজরতের দরুদ পড়েন,—হজরত আমাকে আমার বাক্যের সত্যতার এই নিদর্শন দিয়াছেন।'

সাধুপুরুষ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতগতিতে মন্ত্রী আলী বেন্নে ঈসার নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তিনি সমুদায়াবস্থা বর্ণনা করিলে মন্ত্রী-প্রবর সহর্ষে ৯

নয়সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া সাধুকে বলিলেন,—'এই তিন সহস্র মুদ্রাদ্বারা আপনার ঋণ পরিশোধ করিবেন, আর এই ছয় সহস্রের মধ্যে তিন সহস্র নিজ খরচ পত্রের জন্য রাখিবেন এবং অবশিষ্ট মুদ্রাদ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। হজরতের প্রদর্শিত গুপ্ত তত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সাধু মুদ্রা লইয়া কাজীর নিকট গমন করিলেন। মহাজন ইতিপূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত ছিল। মুদ্রা গণিতে গণিতে সাধু সমুদায় কথা বলিয়া ফেলিলেন। বিচার পতি বলিলেন,—'প্রিয় সাধুপ্রবর! মুদ্রা আপনার দিতে হইবেনা; আমি নিজ হইতে ঋণ পরিশোধ করিতেছি।' এই বলিয়া কাজী স্বীয় প্রাসাদ হইতে তিন সহস্র মুদ্রা আনয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া মহাজন বলিল,—"এই মুদ্রার জন্য আপনাদের কাহারও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। সাধুকে আমি ক্ষমা করিলাম।" কিন্তু সাধু তাঁহাদের প্রস্তাবে সহজে স্বীকৃত হইলেন না এবং অনেক অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও মহাজনও মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না। তারপর বিচারক বলিলেন,—"আমি ঈশ্বর ও তৎপ্রেরিত পুরুষের সন্তোষ সাধনার্থে যে মুদ্রা গৃহের বাহির করিয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া লইয়া যাইব না; ইহা সাধুকে দান করিলাম। তাহাতে সাধু বলিলেন,—'তবে আমি এই দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা লইয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিতেছি।"

হাদীসে উক্ত হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি শুক্রবার দিবস সহস্রবার "আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেও ওয়া আলেহি আল্‌ফা আল্‌ফা মার্‌'া তেন" এই দরুদ পাঠ করিবে, সে বেহেস্তে স্বীয় স্থান না দেখা পর্য্যন্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে না।'

নিম্নলিখিত সময় দরুদ পাঠ করা উচিত :—উপাসনার পর, আজান ও একামতের পর, রাত্রে নৈশ-উপাসনার (তাহাজ্জতের) জন্য উঠিলে, মস্‌জেদের পার্শ্ব দিয়া গমন কালে, শুক্রবার দিবস রজনীতে, জুমার পর, বৃহস্পতি, সোম এবং রবিবার, খোৎবা পড়িবার সময়, প্রাতঃকালে, সাফা ও মারওয়ায়—তাহ্‌লীল ও তক্‌বীরের পর, কাবা জেয়ারত কালে, হাজরে আস্‌ওয়াদ চুম্বন কালে, প্রদক্ষিণ কালে, মোস্তাজমের পার্শ্বে, হজরতের রওজায়, হজরতের নিদর্শন ও চিহ্নাদি পরিদর্শন কালে, মস্‌জেদে কোব্বায় ও মদিনায়, বদর মাঠে, উহুদ পর্ব্বতে, উপদেশমালা লিখিবার সময়, ভ্রমণে যাইবার সময়, বাহনে আরোহণকালে, ইপ্সিত স্থানে উপনীত হইলে, বাজারে গমন কালে, বাজারে উপস্থিত হইলে, নিমন্ত্রণে গমন কালে, নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগমন কালে, গৃহে প্রবেশ করিবার সময়, ত্রাসের সময়, দাস দাসী কিম্বা পশু পালন কালে, বিপদ ও কষ্টের সময়, জলমগ্ন হইবার ভয় হইলে, ভ্রম-সংশোধন হইলে, জলপান কালে, পাপ করিবার পর, প্রার্থনার অগ্রপশ্চাৎ, মুসলমানের পরস্পর সম্মিলন হইলে, সভাভঙ্গ হইলে, কোরান-শরীফ শেষ করিবার কালে, উপদেশের প্রথম, হাদীস পাঠের অগ্র পশ্চাৎ, হজরতের নাম শ্রবণ ও লিখিবার সময়।

শুক্রবার রজনীতে নিম্নলিখিত নিয়মে দুই রেকা'ত নামাজ পড়িলে তিন শুক্রবার অতীত না হইতেই নিশ্চয়ই স্বপ্নে হজরতের শুভ দর্শন লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। যথা,—প্রত্যেক রেকা'ত সুরায় ফাতেহার পর এগার এগারবার আয়াতুল কুর্সী এবং এগার এগারবার সুরায়ে এখ্‌লাস পড়িতে হইবে। অতঃপর উপাসনা

শেষ করিয়া এই দরুদ পাঠ করিবে :—"আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদে নেয়াবীইল উম্মিয়ে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লেম।"

মূল গ্রন্থকার ঐতিহাসিক শেখ বলেন,—"আমি স্বয়ং ইহা পরীক্ষা করিয়াছি।"

এতদূরে আমরা পুণ্যতীর্থ মদিনা-শরীফের পুণ্যকাহিনী শেষ করিলাম। দয়াময় বিধাতা করুন, অতঃপতিত মোস্লেমগণ আপনাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আবার মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠুক!



মক্কা-শরীফের ইতিহাস

উৎকৃষ্ট কাগজে, নূতন অক্ষরে পরিপাটী ছাপা;

কাগজের সুন্দর মলাট।

চারি অধ্যায়ে বিভক্ত

এবং সুবিস্তৃত উপক্রমণিকা ও

উপসংহারে

সমাপ্ত।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস

বঙ্গ সাহিত্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, দেশের প্রধান প্রধান সমালোচক ও সাহিত্য রথিগণ একবাক্যে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয় নূতন করিয়া প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। মক্কা-শরীফের ইতিহাস কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় এবং সুন্দর পুস্তক, একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষিত মহোদয়গণ নিম্নের কতিপয় পত্রিকার সমালোচনা পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের জলন্ত প্রতিভা এবং ইতিহাস খানি পাঠের উপকারিতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। বনগ্রাম—জাতীয় গ্রন্থ প্রচারালয় হইতে প্রকাশিত। গফরগাঁও; ময়মনসিংহ। মূল্য ৫০ আনা। শেখ আবদুল জব্বার

মহাশয় মক্কার ইতিহাস লিখিবার অধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য বিষয় লিখিয়াছেন। ভাষায় আবেগ আছে। পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে মক্কা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সে প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা এগ্রন্থে আরও অনেক নূতন কথা পাইবেন। যাঁহারা না পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সবই নূতন। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৩।

বঙ্গবাসী।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—মক্কাশরীফ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠতীর্থ। এই পবিত্র নগরীর ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় ছিলনা; মৌলবী সাহেবের যত্নে এত দিনে সে অভাব পূর্ণ হইল। আলোচ্য গ্রন্থে মক্কা-শরীফের সম্বন্ধে বহুবিধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাজেই এতৎপাঠে পাঠকের অধ্যয়ন-শ্রম যে সার্থক হইবে, নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল এবং প্রাণস্পর্শী। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৩।

ঢাকা প্রকাশ।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা বঙ্গভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সাহেবের এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। বঙ্গভাষায় মক্কা-শরীফের ইতিহাস আর নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের একবিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি, মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

ইহার ভাষা উত্তম ও সরল হইয়াছে। মৌলবী সাহেবের লিখিবার ক্ষমতা আছে। আমরা আশাকরি, তিনি এই একখানি পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। ১১ই মাঘ, ১৩১৩।

সময়।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—গ্রন্থখানির ভাষা সুপাঠ্য। একজন আরবী পারসী পণ্ডিত মুসলমান এমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন ইহা আহ্লাদের বিষয়। গ্রন্থখানি প্রত্যেক মুসলমানের নিকট আদরণীয় হওয়া উচিত। ইহাতে মক্কা নগরীর মস্‌জেদ—কাবা মন্দির ও প্রাসাদাদির মনোহর বর্ণনা আছে; প্রত্যেকটির প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা হিন্দু হইলেও পুস্তক খানি পড়িয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি। ৩রা বৈশাখ, ১৩১৩।

চারু-মিহির।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস নামক একখানি নূতন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার ইহার প্রণেতা। গ্রন্থ খানির অধিকাংশ স্থান আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে পবিত্র পুণ্য ধাম 'মক্কা' ও তত্রস্থ প্রসিদ্ধ 'কাবা-মন্দির' সম্পৃক্ত বহু গৌরবাত্মক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; আরবের অনেক প্রাচীন ইতিবৃত্ত পরম্পরা গত বহু পৌরাণিক কিম্বদন্তীর সহিত জড়িত হইয়া মক্কা ও কাবার মহিমা কীর্ত্তন এবং সাধু-হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর ভক্তির উদ্দীপনা করিতেছে, মুসলমান মহর্ষিগণ, জ্ঞানিগণও বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি যুগ-যুগান্তর

হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহারই জন্ত তাঁহারা যতদূর ত্যাগস্বীকার, কায়িক কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন, তৎসমুদ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত আছে। এতৎপাঠে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই আরবের অন্তর্ভুক্ত "মক্কা শরীফের" অতি প্রাচীন বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি জন্মিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থ খানির ভাষা সুললিত, মিষ্ট এবং বিশুদ্ধ হইয়াছে। ৫ই বৈশাখ, ১৩১৪।

রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—সমালোচ্য পুস্তক খানি গ্রন্থকারের আরব্ধ কার্য্যের ফল। পবিত্র পুণ্যধাম মক্কা-শরীফের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানিয়া রাখা মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য তজ্জন্য আমরা প্রত্যেক মুসলমানকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তক খানিতে মক্কা-শরীফের সমস্ত বিবরণই অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় চারিটি অধ্যায়ে উহা সমাপ্ত করা হইয়াছে। মোস্লেম-গৌরব-রবি অন্তিমের কাণ্ডারী মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্মস্থানই এই মক্কা নগরী। জোনাব পায়গাম্বর সাহেব এখন অনন্ত ধামে। মক্কার শোভা সৌন্দর্য্য, সুখ দুঃখ ইত্যাদির সহিত এখন আর তাঁহার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাঁহার জন্য মক্কায় যাহা হইয়াছে, তাহা অমর। আমাদের ভাগ্যে তাহা দেখিবার উপায় নাই। চক্ষে না দেখিলেও গ্রন্থকারের বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা তাহার অনেক তথ্য জানিতে পারিলাম। ১৩ই বৈশাখ, ১৩১৪।

মোস্লেম-সুহৃদ।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—গ্রন্থখানির ছাপা ও ভাষা সমস্তই সুন্দর। এখানি মক্কা-শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, লিখিত হইয়াছে। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আকার ডিমাই ১২ পেজী ১৩ফর্ম্মা। ১লা চৈত্র, ১৩১৩।

সোলতান।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—মক্কা নগরী পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রণালির অনুবর্ত্তিগণের প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানের অন্যতম। এরূপ একটি মহাতীর্থের ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ জ্ঞানার্জ্জনার্থী মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা যত্ন পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের সকলেরই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টিয়ান, সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

"কাবা" মন্দিরের নির্ম্মাণ, ধ্বংস, পুননির্ম্মাণ, সাজ সজ্জা, সম্পদ বৈভব ও সেবাইতির বৃত্তান্ত এই পুস্তকের অধিকাংশ স্থান পূর্ণ। এই বিস্তৃত বিবরণ যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী পাঠকদিগের নিকট অতিমাত্র উপাদেয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই পুস্তক সর্ব্বজন পাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি নাই। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভুত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই পুস্তকে "মক্কা" তীর্থ সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য পাইয়াছি, তাহারই জন্য গ্রন্থকারকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতেছি যে, তিনি এই পুস্তক প্রকাশ

করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" দেখিবার জন্ত আমরা সমুৎসুক রহিলাম। ফাল্গুন, ১৩১৩।

উপাসনা।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গমাতার দুই সন্তান, ঐ দুইয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন বাঙ্গালার উন্নতি সুদূর পরাহত। দুই ভাই এক হয়ে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিলে জাতীয় ভাষার গঠন হইবেনা, এবং বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। বাঙ্গালীকে ইংরাজি লিখিতে দেখিলে আমাদের হাসিপায়, মনে হয়, হায়রে কুহক জালময় গোলামীগিরি! কবে বাঙ্গালীর এ মোহ ভাঙ্গিবে! কিন্তু এদেশের শুভলক্ষণ এই—আজ কাল মুসলমান ভ্রাতারা মাতৃভাষা সেবায় এরূপ বদ্ধ পরিকর হইতেছেন যে, আর বহুদিন বাঙ্গলাভাষা উপেক্ষিত থাকিবেনা, থাকিতে পারেনা। মুসলমান ভ্রাতৃগণ আজকাল সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেছেন দেখিয়া আমরা সকল দুঃখ দূর করিতেছি। তাহাদের মঙ্গল হইক।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাষামধুর এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইক। ফাল্গুন, ১৩১৩।

নব্যভারত।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—মক্কা মহাপুরুষ মোহাম্মদের জন্মস্থান। ভক্ত মুসলমানগণ পবিত্র মক্কাতীর্থ দর্শন জন্ত ব্যাকুল। মক্কাতীর্থের নাম শুনিলে তাঁহাদিগের হৃদয় উচ্ছসিত হইয়া উঠে।

এই পুণ্য ভূমির প্রতি রেণু পরমাণুর সহিত কত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এই ইতিহাসখানি অনেক জ্ঞাতব্যতথ্যে পরিপূর্ণ। মৌলবী সাহেবের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী। গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইয়াছে। ইতিহাস খানি পাঠক সমাজে আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

আশ্বিন, ১৩১৩। আরতি।

মক্কা-শরীফের ইতিহাস।—বঙ্গীয় মুসলমানগণ ক্রমশঃই বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন, ইহা অতীব আনন্দের কথা। সমালোচ্য পুস্তক খানিতে মক্কা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ পুস্তক খানির বিশদ সমালোচনা করিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি প্রণয়নে লেখক মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন;—আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আশাকরি সাধারণের নিকট ইহা আদৃত হইবে। কার্ত্তিক, ১৩১৩।

অর্চ্চনা।

ময়মনসিংহের মখোজ্জল কারী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের পত্র :—

মক্কা-শরীফের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক গুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সংকলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা ভাল। ছাপা ভাল।

কলিকাতা।
১৭ই আষাঢ়, ১৩১৪। } শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের পত্র :—

রেঙ্গুন,

১১ ইয়র্ক রোড।

১১—৮—০৭।

সবিনয় নিবেদন,—

আমি ৬মাস যাবত পীড়িত,—শয্যাশায়ী। লেখা পড়া করিবার শক্তি নাই। ডাক্তার নিষেধ করিয়াছেন। আপনি এরূপ অনুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কষ্টে এ পত্র খানি লিখিলাম।

আমার চক্ষে চিরদিন হিন্দু মুসলমান অভিন্ন, তাহা আমার মুসলমান বন্ধুরা জানেন। আপনারা মুসলমান কৃতবিদ্যেরা যে বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন, বঙ্গদেশের এই দুর্দ্দিনে আমি উহাই একমাত্র আমাদের ভবিষ্যত আশা মনে করি। আপনার 'মক্কা-শরীফের ইতিহাস' যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পারিয়াছি, আমি উহা একটি উপাদেয় গ্রন্থ মনে করি। আপনারা মুসলমান লেখকেরা যদি মুসলমান ইতিহাস সকল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ভারতীয় মুসলমান রাজ্যের একটা ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে একটা গুরুতর অভাব দূর হয়। আর লিখিতে পারিতেছি না।

নিবেদক—

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।



খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, "সিরাজদ্দৌলা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহোদয়ের পত্র।

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

২১—৮—০৭।

প্রীতি সম্ভাষণ নিবেদন—

আপনার পত্র সহ 'মক্কা-শরীফের ইতিহাস'—পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পুস্তক খানি পূর্ব্বেই আমি পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার রচনা সরল হইলে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইত। ইস্‌লাম জগতের ইতিহাস লিখিবার জন্ম যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হইবে ততই মঙ্গল। আপনার রচনা শক্তির যে রূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আপনি বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

ভবদীয়—

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'হজরত মোহাম্মদ' ও 'মোগল বংশ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহোদয়ের পত্র—

টাঙ্গাইল।

৩১-৫—০৭

সবিনয় নিবেদন,—

আপনার মক্কা শরীফের ইতিহাস পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আপনাকে শত ধন্যবাদ। আপনি আমাকে সমালোচনা করিতে লিখিয়াছেন। আমি সমালোচক নহি, আমার

সে যোগ্যতা নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। অত্রত্য শুভ। ভরসা করি আপনি কুশলে আছেন। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

নির্ম্মল চরিত্রবাণ, স্বনামধন্য, পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস্‌ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত গিরিজা কান্ত বল মহোদয় লিখিয়াছেন—

উথুরী, গফরগাঁও।

৫—৭—০৭

আপনার প্রণীত মক্কা-শরীফের ইতিহাস উপহার পাইয়া বড় সুখী হইলাম। পুস্তক খানা আমি এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পড়িয়া শেষ করিতে পারি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, তাহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা প্রাঞ্জল হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই পুস্তক খানা প্রণয়ন করিয়া আপনি সকল সমাজের অভাব দূর করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই পুস্তক ঘরে ২ থাকা আবশ্যক।

আপনি আমার প্রতিবাসী, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকা পরিতাপের বিষয়। যদি অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে বড় সন্তুষ্ট হইব। আশাকরি, ইহাতে ক্রটী করিবেন না। আমি ভাল, আপনার মঙ্গল চাই।

আপনার—

শ্রীগিরিজাকান্ত বল।

জয়দেবপুর রাজষ্টেটের মশাখালী ডিহির সুযোগ্য জ্ঞানবৃদ্ধ নায়েব, সুপণ্ডিত—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন

শ্রীশ্রীশঃ

* * মক্কা-শরীফের ইতিহাস—যে সমস্ত মহারথী কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়া প্রশংসিত হইয়াছে, ইহার পর আমার ন্যায় ব্যক্তির তৎসম্পর্কে বলিবার আর আছে কি? বাবা, তুমি ধন্য! মঙ্গলময় সতত তোমাকে মঙ্গলদানে রক্ষা করুন, ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

মশাখালী, রাজকাছারী। } শুভানুধ্যায়ী—
৫ই আষাঢ়, ১৩১৪। } শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

সুতরাং

এই ইতিহাসখানি যে প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য।
